মাসিক
আত-তাহরীক

১৬তম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **দরসে হাদীছ :** ০৩
♦ দ্বীন ও দুনিয়া পৃথক বস্তু
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
✡ **প্রবন্ধ :**
♦ আত-তাহরীকের সাহিত্যিক মান ০৭
-প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
♦ প্রসঙ্গ : মাসিক আত-তাহরীক ১০
-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রধান
♦ দ্বীনে হক প্রচারে আত-তাহরীকের ভূমিকা ১২
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
♦ স্মৃতির আয়নায় আত-তাহরীকের সূচনা ১৬
-শামসুল আলম
♦ শিশুদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা ১৯
-ইমামুদ্দীন
♦ জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে 'আত-তাহরীক'-এর ভূমিকা ২৪
-বযলুর রহমান
♦ এপ্রিল ফুল্‌স *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৯
✡ **সাক্ষাৎকার :**
-প্রফেসর শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ৩২
✡ **ছাহাবা চরিত :**
♦ আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ৩৮
✡ **নবীনদের পাতা :**
♦ এইডস প্রতিরোধে ইসলাম *-মুহাম্মাদ আতীকুল ইসলাম* ৪৫
✡ **হাদীছের গল্প :** ♦ মদীনার পথে ৪৯
✡ **ইতিহাসের পাতা থেকে :** ৫২
✡ **চিকিৎসা জগৎ :** ♦ সুস্থ দেহের জন্য শাক-সবজি ৫৪
✡ **ক্ষেত-খামার :** ♦ ছাদে বাগান : পদ্ধতি ও পরিচর্যা ৫৫
✡ **কবিতা :** ৫৭
✡ **মহিলাদের পাতা :** ♦ যিকর : মৃত আত্মায় জীবনের সঞ্চার ৫৮
- শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন
✡ **সোনামণিদের পাতা** ৬৩
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৬৪
✡ **মুসলিম জাহান** ৬৭
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৬৮
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৬৯
✡ **পাঠকের মতামত** ৭১
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৭৩

সম্পাদকীয়

হে মানুষ আল্লাহকে ভয় কর!

মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র সর্বশেষ আহ্বান 'তোমরা ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন তোমরা সকলে ফিরে যাবে আল্লাহ্‌র কাছে। অতঃপর প্রত্যেকে পাবে তার স্ব স্ব কর্মফল। আর তারা কেউ সেদিন অত্যাচারিত হবে না *(বাক্বারাহ ২৮১)*। বস্তুতঃ এটাই ছিল কুরআনের সর্বশেষ আয়াত, যা রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৭ বা ২১দিন পূর্বে নাযিল হয়েছিল। দেশে ক্রমেই রাজনৈতিক সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দলাদলির মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের রাজনীতির এটাই হ'ল তিক্ত পরিণতি। এখানে বিবেক ভোঁতা, হিংসা প্রবল। এখানে মিথ্যা সুন্দর, সত্য অসুন্দর। এখানে বিচার অচল, উচ্ছ্বাস মুখ্য। অথচ সত্য চিরদিন সত্য। তা কখনোই সংখ্যার মুখাপেক্ষী নয়। দেড় হাযার বছর পূর্বেই আল্লাহ আমাদেরকে সেকথা জানিয়ে দিয়েছেন, 'তোমার প্রভুর বাণী সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তাঁর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন'। 'অতএব যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চলো, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে। কারণ ওরা কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং ওরা কেবল অনুমানভিত্তিক কথা বলে'। 'তোমার প্রভু ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত' *(আন'আম ১১৫-১১৭)*। অতএব রাস্তা যদি সবকিছুর নিয়ামক হয়, তাহ'লে ইলেকশন, সংসদ, আদালত এসব কি দরকার? ফিরে চলুন সেই আদিম যুগে? মাইট ইজ রাইট-এর যুগে?

বিশ্বব্যাপী হিংসা-হানাহানির মূলে রয়েছে শয়তানের তাবেদারী। আল্লাহ বলেন, স্থলে ও সাগরে সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, যা মানুষের কৃতকর্মের ফল। এটা এজন্য যে, আল্লাহ চান তাদের কৃতকর্মের কিছু স্বাদ আস্বাদন করাতে। যাতে তারা ফিরে আসে' *(রূম ৪১)*। এর মন্দ পরিণতি বাস্তবে জানার জন্য তিনি মানুষকে আহ্বান করে বলেন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল। তাদের অধিকাংশ মুশরিক ছিল' *(রূম ৪২)*। তারা আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও তাঁর প্রতি আনুগত্যকে অস্বীকার করে নিজেদের সার্বভৌমত্ব ও নফসের প্রতি আনুগত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। ফলে নিজেরা নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছিল।

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আজ প্রশ্নবিদ্ধ। সীমান্ত অরক্ষিত। সর্বত্র লুটপাট ও দুর্নীতি স্পষ্ট। নদীমাতৃক বাংলাদেশ আজ মরুভূমি। মানুষের জান-মাল ও ইযযত এখন সবচেয়ে সস্তা সামগ্রী। অথচ সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ কার ইশারায় আমরা ফিরে গেলাম এমন একটি ইস্যুতে যাতে জাতির কোন মঙ্গল নেই। বরং আছে কেবলই অকল্যাণ আর

অকল্যাণ। যার নিদর্শন ইতিমধ্যে পরিস্ফুট। ষড়যন্ত্রকারীরা দূরে বসে মুখ টিপে হাসছে। অতএব হে জাতি! সাবধান হও! ফিরে এসো এমন অবস্থায় পৌঁছনোর আগে, যেখানে পৌঁছে গেলে আর ফিরতে পারবে না। তখন ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। আর সেটাই সুঁড়সুড়ি দাতাদের একান্ত কাম্য ও বড়ই আরাধ্য।

বিশ্ব ইতিহাসে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত ৬টি জাতির কথা আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন। তারা হ'ল কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, লূত, মাদিয়ান ও কওমে ফেরাঊন। এইসব জাতির নেতারা নবীগণের অবাধ্য হয়েছিল এবং তাদের দোষেই পূরা জাতি ধ্বংস হয়েছিল। তাই নেতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সর্বাধিক। যাকে বিমানের পাইলট ও বাসের ড্রাইভারের সাথে তুলনা করা যায়। অতএব নেতাদের কর্তব্য হ'ল জনগণের আক্বীদা ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। কিন্তু ইংরেজ শাসকরা যতটুকু করত, এখন সেটুকুও দেখা যাচ্ছে না। দিল্লীতে মাত্র একজন মুসলিম নাগরিক, যিনি অমিত সাহস নিয়ে গরু কুরবানী করেছিলেন। তার প্রতি সম্মান জানিয়ে সংখ্যাগরিষ্টের প্রবল চাপকে উপেক্ষা করে ইংরেজ সরকার সেদিন ভারতবর্ষে গরু কুরবানী নিষিদ্ধ করেনি। অথচ এখন এই মুসলিম দেশে প্রকাশ্যে ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে ও কুরআনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হচ্ছে। আর নেতারা তাতে সমর্থন দিচ্ছেন। আল্লাহ বলেন, তুমি তোমার চেহারাকে আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি একনিষ্ঠ কর। আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সেই দিন আসার পূর্বে, যা অনিবার্য এবং যেদিন সবাই বিভক্ত হয়ে পড়বে'। 'অতএব যে ব্যক্তি অবিশ্বাস করবে, তার অবিশ্বাসের শাস্তি তার উপরে বর্তাবে। আর যারা (বিশ্বাসী হবে ও সে অনুযায়ী) সৎকর্ম সম্পাদন করবে, তারা নিজেদের জন্য (জান্নাতে) সুখশয্যা রচনা করবে' *(রূম ৪৩-৪৪)*।

সমাজে শান্তি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সবার। তবে প্রধান দায়িত্ব হ'ল সরকারের। জনগণের পক্ষে সরকারই এজন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সরকার, প্রশাসন ও আদালত তাই কোন দলের নয়, বরং জনগণের। জনগণই তাদের বেতন-ভাতা প্রদান করে থাকে। অতএব তাদেরকে অবশ্যই দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থাকতে হবে ও সকলের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীরুতার সর্বাধিক নিকটবর্তী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল' *(মায়েদাহ ৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন মানুষ কোন অন্যায় হ'তে দেখে, অথচ তা প্রতিরোধ করে না, আল্লাহ সত্বর তাদের উপর ব্যাপক গযব নামিয়ে দিবেন *(তিরমিযী)*। নিঃসন্দেহে পাপ-পুণ্য সেটাই যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্ধারণ করেছেন। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা কখনো ন্যায়-অন্যায় ও পাপ-পুণ্যের মানদণ্ড নয়। আল্লাহ বলেন, 'তুমি বলে দাও যে, সত্য কেবল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে আসে। অতঃপর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তা অবিশ্বাস করুক। আমরা যালেমদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি' *(কাহফ ২৯)*। একদল ধর্মনেতা ও সমাজনেতা নিজেদের কথা ও কাজকে সর্বোত্তম ও চূড়ান্ত বলে মনে করেন। অথচ আল্লাহ বলেন, 'তুমি বলে দাও, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দিব না'? 'যাদের পার্থিব জীবনের সকল কর্ম বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর কর্মসমূহ সম্পাদন করেছে'। 'এরা হ'ল তারাই যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে ও তাঁর সাক্ষাৎকে অবিশ্বাস করেছে। ফলে তাদের সকল কর্ম বিনষ্ট হয়েছে। অতএব ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাদের আমলসমূহ ওযনের জন্য দাঁড়িপাল্লা খাড়া করব না' *(কাহফ ১০৩-০৫)*। অর্থাৎ তাদের প্রতি কোনরূপ দৃকপাত করা হবে না।

উচ্ছ্বাস কোন বাধা মানে না। তা সাধারণতঃ চরমপন্থী হয়ে থাকে। যা একদিন হযরত ওছমান ও হযরত আলী (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল। সেদিন ইহুদী চক্রান্ত তাদের পিছনে কাজ করেছিল। সম্প্রতি 'আরব বসন্ত' নামে যে ঢেউ তোলা হয়েছিল। এখন যা সিরিয়ায় চলছে; তা সেসব দেশের গণমানুষের কোন কাজে আসেনি। বরং যাদের মদদে এটা হয়েছিল, তাদেরই লুণ্ঠনের পথ সুগম হয়েছে। এই উচ্ছ্বাস একদিন শেখ মুজিবের পাহাড়সম জনপ্রিয়তাকে নিমেষে ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছিল এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্য থেকেই দেশে প্রথম বিরোধীদল খাড়া হয়েছিল। কারা সেই উচ্ছ্বাসের পিছনে সেদিন ইন্ধন যুগিয়েছিল আশা করি মুজিবকন্যার তা অজানা নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা তরুণদের ও বোকাদের নেতৃত্ব থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাও *(আহমাদ, তিরমিযী)*। তিনি বলেন, আল্লাহ যাকে জনগণের নেতৃত্ব দান করেন, অথচ সে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দেন *(বুখারী, মুসলিম)*। তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশের নীচে সাত শ্রেণীর মানুষ ছায়া পাবে। তাদের মধ্যে প্রথম হ'ল ন্যায়পরায়ণ শাসক ও বিচারক। দ্বিতীয় হ'ল ঐ যুবক, যে আল্লাহ্র দাসত্বে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে... *(বুখারী, মুসলিম)*।

পরিশেষে বলব, আল্লাহ ও তাঁর বিধানই কেবল সত্য ও সুন্দর। সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা দানের জন্য সত্যসেবীদের এগিয়ে আসা কর্তব্য। রাষ্ট্র ও সমাজনেতাগণ সেই সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে দেশে আল্লাহ্র গযব অনিবার্য হয়ে পড়বে। অতএব হে মানুষ আল্লাহকে ভয় কর! *(স.স.)*।

দ্বীন ও দুনিয়া পৃথক বস্তু

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَدِمَ نَبِىُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَأْبُرُوْنَ النَّخْلَ يَقُوْلُوْنَ يُلَقِّحُوْنَ النَّخْلَ فَقَالَ : مَا تَصْنَعُوْنَ. قَالُوْا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ : لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوْا كَانَ خَيْرًا. فَتَرَكُوْهُ فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ- قَالَ : فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ رَأْىٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. قَالَ عِكْرِمَةُ أَوْ نَحْوَ هَذَا. قَالَ الْمَعْقِرِىُّ فَنَفَضَتْ. وَلَمْ يَشُكَّ.- رواه مسلم

অনুবাদ : হযরত রাফে‘ বিন খাদীজ (রাঃ) বলেন, ‘নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করে আসেন, তখন সেখানকার লোকেরা নর খেজুর গাছের রেণু নিয়ে মাদী খেজুর গাছের রেণু লাগাত। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এরূপ কর কেন? তারা বলল, আমরা বরাবর এ কাজ করে থাকি। তিনি বললেন, তোমরা এরূপ না করলেই সম্ভবতঃ ভাল হ’ত। তখন তারা এটা করা ছেড়ে দিল। তাতে ফলন কম হ’ল। (রাবী বলেন) অতঃপর তারা বিষয়টি রাসূলের নিকটে উত্থাপন করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ বৈ কিছু নই। অতএব আমি যখন তোমাদের দ্বীন বিষয়ে কোন নির্দেশ দেই, তখন তোমরা তা গ্রহণ করো। আর যখন আমার নিজের রায় অনুযায়ী কোন নির্দেশ দেই, তখন আমি একজন মানুষ বৈ কিছু নই’।[১]

হাদীছের ব্যাখ্যা :

(لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوْا كَانَ خَيْرًا) ‘যদি তোমরা এটা না করতে তাহ’লেই সম্ভবতঃ ভাল হ’ত’। ছহীহ মুসলিমে ত্বালহা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, ما أظن يغنى ذلك شيئا ‘আমি ধারণা করি না যে এর দ্বারা কিছু হ’তে পারে’। এটি বৈষয়িক অভিজ্ঞতার বিষয়। নবীর জন্য এটা জানা আবশ্যক নয়। বর্ণনা দৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এটি তাঁর ধারণা ভিত্তিক বক্তব্য ছিল, অহি-ভিত্তিক নয়। যেমন কৃষকদের বক্তব্যের জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ رَأْىٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ.

‘আমি মানুষ বৈ কিছু নই। অতএব যখন আমি তোমাদেরকে দ্বীন বিষয়ে কোন নির্দেশ দেই, তখন তোমরা তা গ্রহণ কর। আর যখন আমার নিজের রায় অনুযায়ী কোন নির্দেশ দেই, তখন আমি একজন মানুষ বৈ কিছু নই’।

উপরোক্ত বক্তব্যে কয়েকটি বিষয় ফুটে উঠেছে। যেমন- (১) বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি ও প্রজনন পদ্ধতিতে আল্লাহ বিভিন্ন পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন পুং খেজুর গাছের রেণু স্ত্রী খেজুর গাছের রেণুর সাথে মিশালে খেজুর উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ এবং বায়ু এইসব রেণু বা কেশর একটা হ’তে অন্যটাতে বহন করে নিয়ে যায় ও তার ফলে খেজুরের ফুল জন্মলাভ করে, যা থেকে পরে খেজুর হয়। উদ্ভিদের বংশ বিস্তার দু’প্রকারের হয়, যৌন ও অ-যৌন। পূর্বোক্ত নিয়মটি হ’ল যৌন। আরেকটি হ’ল অযৌন। যেমন এক গাছের ছাল আরেক গাছে লাগিয়ে কলমের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। তাছাড়া পাতা ফেলে রাখলেও সেখান থেকে গাছ হয়। যেমন পাথরকুচি ইত্যাদি। কিছু হয় শিকড় থেকে। যেমন কচু গাছ। কিছু হয় ডাল থেকে। যেমন পুইশাক, গাদা ফুল ইত্যাদি। আজকাল নার্সারিতে কলমের সাহায্যে একটি আম গাছে বা কুল গাছে বিভিন্ন জাতের আম বা কুল গাছ লাগানো হচ্ছে। এতদ্ব্যতীত আরও নিত্য নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হচ্ছে। যদি আল্লাহ পাক গাছের বীজ, ডাল ও ছাল-পাতার মধ্যে প্রজনন ও উৎপাদনের ক্ষমতা না দিতেন, তাহ’লে সেখান থেকে নতুন ও পৃথক গাছের বিস্তার লাভ সম্ভব হ’ত না। সেকারণ আল্লাহ হ’লেন مُسَبِّبُ الأَسْبَابِ বা কারণসমূহের সৃষ্টিকারী। তাঁর সৃষ্ট কারণসমূহ এবং সৃষ্টি কৌশল অবগত হওয়ার জন্য এবং তা থেকে উপকার লাভের জন্য আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে বারবার নির্দেশ দিয়েছেন। বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখাকে বলে ‘জীব বিজ্ঞান’। যে বিষয়ে অধিক জ্ঞান হাছিলের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহকে চিনতে পারে এবং আল্লাহ্র প্রতি অধিক আনুগত্যশীল ও কৃতজ্ঞ হ’তে পারে।

(২) উদ্ভিদের প্রাণ আছে। কেননা প্রাণ না থাকলে প্রজনন বা উৎপাদন ক্ষমতা থাকার প্রশ্নই ওঠে না। যেমন মরা বীজে চারা গজায় না বা মরা গাছে কলম লাগালে কলম হয় না। খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতকে বাঙ্গালী বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭ খৃঃ) উদ্ভিদের প্রাণ আছে একথা প্রথম আবিষ্কার করেন বলে বলা হ’লেও পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ একথা দেড় হাযার বছর পূর্বেই আমাদের বলে দিয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

إِنَّ اللهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ বীজ ও আঁটি থেকে অংকুর উদ্গামকারী। তিনি জীবিতকে বের করেন মৃত থেকে এবং মৃতকে বের

১. *মুসলিম হা/২৩৬২, ইবনু মাজাহ হা/২৪৭০; মিশকাত হা/১৪৭।*

করেন জীবিত থেকে। তিনিই আল্লাহ। অতঃপর তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ'? *(আন'আম ৬/৯৫)*। অর্থাৎ এগুলি আপনা আপনি হয়নি। এসবের সৃষ্টিকর্তা হ'লেন 'আল্লাহ'। নাস্তিকেরা এখানে গিয়েই বিভ্রান্ত হয়েছে। কখনো বলছে, Ruled by eternal laws of iron 'শাশ্বত লৌহ বিধানের মাধ্যমে এগুলি পরিচালিত হচ্ছে'। কখনো বলছে, All are created by nature 'সবকিছুই প্রকৃতির সৃষ্টি'। এইসব অতি বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক ধমক দিয়ে বলেছেন, فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُوْنَ 'তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ'? গাছের কেবল জীবন আছে বলা হয়নি বরং তাদের যে অনুভূতি আছে এবং তারা যে সর্বদা আল্লাহ্র গুণগান করে সেকথাও বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِنْ لاَّ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

'সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সবাই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। বস্তুতঃ এমন কিছুই নেই, যা তাঁর মহিমা বর্ণনা করে না। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ পাঠ অনুধাবন করতে পার না' নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল ও দয়াবান' *(ইসরা ১৭/৪৪)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, স্বেচ্ছাগত তাসবীহ কেবল জিন ও ইনসানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু স্বাভাবিক তাসবীহ সকল সৃষ্টিজগতের মধ্যে পরিব্যপ্ত। এমনকি যে নাস্তিক ব্যক্তি দিনরাত 'আল্লাহ নেই' বলে বড় বড় থিওরী আওড়ায়, তার অজান্তেই তার টবের ফুলগাছগুলি এবং তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করে এবং তাঁরই হুকুমের আনুগত্য করে। নাস্তিকের অতি সাধের যৌবন চুপে চুপে বিদায় নেয়। এক সময় তার ঝলমলে চোখ-কান ও ঝকঝকে দাঁতগুলো জবাব দিয়ে দেয়। হঠাৎ কোন একদিন তার দেহপিঞ্জর ছেড়ে তার রূহটা বেরিয়ে চলে যায় স্বীয় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র হুকুমে। এ সময় হয়ত তার গুরু স্ট্যালিনের মত শেষ মুহূর্তে সে চিৎকার দিয়ে বলে ওঠে 'Oh my God'! কিন্তু তাতে কোন কাজ হবে না। যেমন হয়নি ডুবে মরার সময় ফেরাঊনের ঈমান ঘোষণায় *(ইউনুস ১০/৯২; সাজদাহ ৩১/৩০)*। নাস্তিকের লাশ পড়ে থাকে বিছানায় পোকার খোরাক হয়ে। ঐ বেঈমানের ভাগ্যে দুনিয়া থেকে বিদায়কালে মানুষের একটি দো'আও জোটে না। শৃগাল-কুকুরের মত ওর লাশটাকে মাটিতে পুঁতে রাখা হয় বিনা জানাযায় অথবা আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেওয়া হয়। আর পরকালে তো ওর জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

(৩) দ্বীন ও দুনিয়া পৃথক বস্তু। যেমন মাথা ও হাত-পা পৃথক বস্তু। প্রত্যেককে স্ব স্ব স্থানে রেখেই কাজ নিতে হবে। একত্রে গুলিয়ে ফেললে সবই বেকার হবে। অত্র হাদীছে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের' পক্ষে কোন দলীল নেই। যেখানে বৈষয়িক জীবনে দ্বীনের প্রবেশাধিকার নেই বলে ধারণা করা হয়। বিভিন্ন মানব রচিত ধর্মের ক্ষেত্রে এ ধারণা করা সঠিক হ'তে পারে। কিন্তু আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ইলাহী দ্বীন 'ইসলাম' সম্পর্কে এ ধারণা অজ্ঞতাপ্রসূত। কেননা ইসলাম হ'ল পরিপূর্ণ জীবন বিধান। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এখানে স্পষ্ট ও স্থায়ী দিক নির্দেশনাসমূহ মওজুদ রয়েছে। মানব জীবন মৌলিকভাবে দু'ভাগে বিভক্ত : ইবাদত ও মু'আমালাত অর্থাৎ ধর্মীয় এবং বৈষয়িক। ইবাদত তথা ধর্মীয় দিকের ছোট-বড় বিষয় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ কর্তৃক নির্দেশিত। সেখানে নিজস্ব রায়-এর প্রবেশাধিকার নেই। যেমন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদির নিয়ম বিধান। পক্ষান্তরে মু'আমালাত তথা বৈষয়িক দিকের কেবল মৌলিক হিদায়াতগুলি কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক নির্দেশিত। সেখানে বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিষয়ে মানুষের নিজস্ব রায় ও জ্ঞান-গবেষণার প্রবেশাধিকার রয়েছে, যতক্ষণ না তা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র মূলনীতি লংঘন করে। যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে 'আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক' *(বাক্বারাহ ২/১৬৫)*। ফলে জনগণের সর্বসম্মত কিংবা অধিকাংশের রায় আল্লাহ্র বিধানকে পরিবর্তন করতে পারবে না। এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করে মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন,

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِيْ الأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُوْنَ-

'যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা তো সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথা বলে থাকে' *(আন'আম ৬/১১৬)*। বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে,

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

'কোনরূপ দলীয় বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অন্যায় বিচারে প্ররোচিত না করে'। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা তাক্বওয়ার (সর্বাধিক নিকটবর্তী) *(মায়েদাহ ৫/৮)*। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে,

وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ

'আল্লাহ্র দেওয়া সম্পদ ভোগের অধিকার তোমাদের সবার জন্য সমান *(নাহল ১৬/৭১)*। 'সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়' *(হাশর ৫৯/৭)*। 'তোমরা কারু সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কর না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৮; নিসা ৪/২৯)*। 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সূদ হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*, জুয়া-লটারী হারাম *(মায়েদাহ ৫/৯০)*। ঘুষ হারাম[২] মওজুদদারী-মুনাফাখোরী হারাম।[৩] এভাবে পুঁজিবাদের সকল ছিদ্রপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং চূড়ান্ত মূলনীতি আকারে বলা হয়েছে, لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ 'তোমরা অত্যাচার কর না এবং অত্যাচারিত হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/৭৯)*। এতদ্ব্যতীত মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে যরূরী হেদায়াতসমূহ ইসলামী শরী'আতে মওজূদ রয়েছে।

তাই ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ থাকলেও সেসবই মূলতঃ একই সূত্রে গাঁথা। সবই ইসলামের দেওয়া অভ্রান্ত হেদায়াতের অধীনে পরিচালিত হবে। যেভাবে হাত-পা পরস্পরে পৃথক অঙ্গ হ'লেও তা মস্তিষ্কের ইঙ্গিত মতে একই দেহের অঙ্গ হিসাবে কাজ করে থাকে। অতএব দ্বীন ও দুনিয়াকে একত্রে গুলিয়ে ফেলাই ভুল। যেমন কিছু কিছু চরমপন্থী চিন্তাধারার লোক মনে করে থাকেন। অমনিভাবে দু'টিকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবাও ভুল। যেমন ধর্মনিরপেক্ষ লোকেরা মনে করে থাকেন। বরং দুনিয়াকে দ্বীনের আলোকে আলোকিত করাই হ'ল মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। দুনিয়াকে দ্বীন বানানো নয়। যেমন লোহাকে পুড়িয়ে আগুনের মত করা যায়। কিন্তু আগুনে পরিণত করা যায় না। অতএব দুনিয়াকে দ্বীন বানানোর চেষ্টা করাটাই চরমপন্থী চিন্তাধারা। এই চিন্তার অনুসারী প্রাথমিক যুগের মুসলমানেরাই ইতিহাসে 'খারেজী' নামে পরিচিত হয়েছে। যাদের দৃষ্টিতে হযরত আলী (রাঃ)-এর মত মহান ব্যক্তিও 'কাফের' ছিলেন (নাঊযুবিল্লাহ)। দলীয় অস্তিত্ব হিসাবে না থাকলেও ঐরূপ চিন্তাধারার লোক সকল যুগে কিছু কিছু সর্বদা পাওয়া যায়। দ্বীনের ব্যাপারে যাদের বাড়াবাড়ি ক্ষমার অযোগ্য। এর বিপরীতে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' আরেকটি চরমপন্থী মতবাদ। যারা ধর্মীয় জীবনে বিভিন্ন ইবাদত পালনে রাযী। কিন্তু বৈষয়িক জীবনে আল্লাহ্র বিধান মানতে রাযী নয়। ফলে তারা ধর্মীয় জীবনে আল্লাহ্র আনুগত্য করে। কিন্তু বৈষয়িক জীবনে নফসরূপী শয়তানের আনুগত্য করে। আল্লাহ বলেন, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً 'তুমি কি দেখেছ ঐ ব্যক্তিকে, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার ব্যাপারে যিম্মাদার হবে'? *(ফুরক্বান ২৫/৪৩)*। তারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের মনগড়া আইন রচনা করে ও সেভাবে জীবন পরিচালনা করে। ফলে নিজেরা জাহান্নামী হয় ও অন্যকে জাহান্নামী করে।

(৪) আল্লাহ্র রাসূল আমাদেরই মত মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন। তিনি নূরের তৈরী ফেরেশতা ছিলেন না। মাটির মানুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী তাঁর মধ্যে ছিল। অতিভক্ত কিছু লোক তাঁকে 'নূর নবী' বলতে বড়ই উৎসাহ দেখিয়ে থাকেন। এটা কুরআনী আয়াতের স্পষ্ট লংঘন *(কাহফ ১৮/১১০)*। মূলতঃ এই অতিভক্তির আড়ালে তারা নিজেদের পাপগুলিকে ঢাকতে চায় মানবীয় দুর্বলতার অজুহাত দেখিয়ে। অথচ এতে আখেরাতে তাদের কোন লাভ হবে না।

(৫) শারঈ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র অহী ব্যতীত কোন কথা বলতেন না। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى- إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى 'তিনি নিজ ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না'। 'সেটা আর কিছুই নয় অহী ব্যতীত, যা তার নিকটে প্রত্যাদেশ করা হয়' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। পক্ষান্তরে দুনিয়াবী ব্যাপারে তিনি নিজের রায় মোতাবেক কথা বলতেন। যেখানে ভুল-শুদ্ধ দু'টিরই অবকাশ থাকত। এসব বিষয়ে মহান আল্লাহ্র হুকুম হ'ল وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ 'তুমি প্রয়োজনীয় বিষয়ে লোকদের সঙ্গে পরামর্শ কর' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সেটা সব সময় করতেন। বদর-ওহোদ-খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধকালে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে তিনি সর্বদা ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ বিষয়ে আবুবকর ও ওমর (রাঃ) সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন।

আলোচ্য হাদীছে মদীনাবাসীর খেজুর গাছে তা'বীর করার বিষয়ে নির্দেশ ছিল না। যেটা তিনি তাঁর বক্তব্যে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। অতএব এতে নবুঅতের গায়ে কালিমা লেপন করার সুযোগ নেই।

হাদীছটি বিস্তারিতভাবে এসেছে ছহীহ মুসলিমে ত্বালহা (রাঃ)-এর বর্ণনায়। যেখানে বলা হয়েছে,

إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوْهُ فَإِنِّيْ إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلاَ تُؤَاخِذُوْنِيْ بِالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا فَخُذُوْا بِهِ

'যদি এতে তাদের উপকার হয়, তবে তারা করুক। কেননা আমি ধারণার মাধ্যমে বলেছিলাম। তোমরা আমার ধারণাগুলিকে গ্রহণ করো না। কিন্তু যখন আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কিছু বলব, তখন সেটা তোমরা গ্রহণ কর'।[৪] ত্বালহা (রাঃ) থেকে মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায়

২. *আবুদাঊদ হা/৩৫৮০; মিশকাত হা/৩৭৫৩।*
৩. *মুসলিম হা/১৬০৫।*
৪. *মুসলিম হা/২৩৬১।*

এসেছে, الظَّنُّ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ ‘ধারণা ভুলও হ’তে পারে, সঠিকও হ’তে পারে’।[৫] আয়েশা ও আনাস (রাঃ) হ’তে ছহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ ‘তোমরা তোমাদের দুনিয়াবী ব্যাপারসমূহে (আমার চেয়ে) অধিক অবগত’।[৬] অতএব দুনিয়াবী জীবনোপকরণ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর ধারণা সাধারণ মানুষের ধারণার ন্যায়। সম্ভবতঃ একারণেই দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যূন ২৩টি বিষয়ে ওমর (রাঃ)-এর রায়কে নিজের রায়ের উপরে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা নবী-রাসূলগণের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য হ’ল মানুষকে আখেরাতে মুক্তির পথ বাৎলে দেওয়া। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সে বিষয়েই জগদ্বাসীকে পথপ্রদর্শন করে গেছেন এবং এপথেই তাঁর যাবতীয় প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছিলেন। দুনিয়াবী জীবনের লাভ-ক্ষতি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। আল্লাহ আমাদেরকে আখেরাতে মুক্তি দান করুন- আমীন!

উপসংহার :

দ্বীন ও দুনিয়া পৃথক বস্তু। কিন্তু দু’টিই আল্লাহ্র দেখানো পথে পরিচালিত হবে। পার্থক্য এই যে, দ্বীনী বিষয়গুলির মূল ও খুটিনাটি সবই তাওক্বীফী বা অপরিবর্তনীয়। পক্ষান্তরে দুনিয়াবী বিষয়গুলি আল্লাহ প্রদত্ত মূলনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে। যা হালাল ও হারামের স্পষ্ট সীমারেখা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বান্দা উক্ত সীমারেখার মধ্যে থেকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যেমন আলোচ্য হাদীছে খেজুর গাছের রেণু মিশানোর বিষয়টি অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এটি হারাম তখনই হ’ত, যদি ধারণা করা হ’ত যে, রেণুই খেজুরের ফলনদাতা। কেননা ফলন হওয়া না হওয়া আল্লাহ্র হাতে। অনুরূপভাবে খেজুর গাছ না হয়ে যদি ওটা তামাক গাছ বা গাঁজার গাছ হ’ত, তাহ’লে সেটাও হারাম হ’ত। কেননা তা নেশাকর বৃক্ষ। ব্যাপক অর্থে ইবাদত ও মু‘আমালাত সবই দ্বীন-এর অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ’ল ইসলাম। যার দ্বারা মুমিনের সার্বিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়।

৫. *আহমাদ হা/১৩৯৯, ইবনু মাজাহ হা/১৪৭০।*
৬. *মুসলিম হা/২৩৬৩।*

আত-তাহরীকের সাহিত্যিক মান

*প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম**

আত-তাহরীক অফিস থেকে 'আত-তাহরীক-এর সাহিত্যিক মান' এ বিষয়ের ওপর একটি নিবন্ধ লিখে দেবার পত্রটা যখন এল, তখন একেবারেই বিপন্ন বোধ করলাম। হাতের কাছে রাখা তাহরীকের একটি সংখ্যা চোখের সামনে তুলে ধরলাম। এর প্রথম প্রচ্ছদের ওপরেই লেখা আছে 'ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা'। পত্রিকাটির যতগুলো সংখ্যা আমি পড়েছি তার প্রত্যিকটিতেই এই একই কথা লেখা আছে। বার বার পড়েছি অথচ 'সাহিত্যিক মান' এ বিষয়টার গুরুত্ব কেন চিন্তায় এল না? কেন? এই কেন প্রশ্ন মাথায় যখন এল, তখনই বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় এক বিশাল সত্যের জগৎ চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। প্রথমত যাদের দিলের তামান্না থেকে এ পত্রিকার জন্ম হয়েছে, যাদের জ্ঞান, ইচ্ছা অভিপ্রায়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যা আমি বিলক্ষণ জানি এবং তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে যে দলটিকে তারা সংগঠিত করেছে এবং যার মুখপত্র করেছে এই পত্রিকাটিকে সে দলের ও সামগ্রিক গতি-প্রকৃতিও আমার দৃষ্টি সীমায় আছে। সেই সব জান্নাতী কাফেলার নকীব-রাহবার আর কর্মীদের চোখের আলো দিয়ে আত-তাহরীকের পাতায় চোখ ফেলতেই এ পত্রিকার সাহিত্যিক মান' কোথায় এবং তার গুরুত্ব কতটুক, আর প্রয়োজনীয়তাও বা কতটুকু সব কিছুই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে গেল। কিন্তু ভয় পেয়ে গেলাম সাথে সাথে যে পটভূমিকার ওপর দাঁড় করালে এ পত্রিকার 'সাহিত্যিক মান' সহজে নির্ণয় করা যায়, তার বিশাল পরিধির কথা চিন্তা করে। সারা দুনিয়ার, বিশেষ করে এশিয়া ও ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক প্রচলিত সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার, যশ ও খ্যাতির শীর্ষস্পর্শী অগণিত কবি ও সাহিত্যিক এবং স্তাবকবৃন্দের অজস্র লেখার পর্বতসম স্তূপ এক দিকে। অন্যদিকে মধ্য যুগের রুমী, হাফিজ, খৈয়াম, আত্তার, গাযালী, এদের অজস্র রচনাবলী, আধুনিক কালের ইখওয়ান, জামাত এসব দলের মুসলিম এবং ইসলামী নামের চোখ ধাঁধানো রচনাবলী, হাসানুল বান্না, কুতুব ভ্রাতৃদ্বয়, আউদা শহীদ, ভারতীয় অসংখ্য সাহিত্যিক এবং তাদের দলের প্রচণ্ড আন্দোলনের জোয়ার, এ বিশাল পটভূমির পাশে ক্ষীণকায় সাধু ফরমার আত-তাহরীক, যার নাক টিপলে এখনও দুধের গন্ধ পাওয়া যায় তাকে দাঁড় করিয়ে এর মান বিচার না করলে এ পত্রিকার মান যাচাই করা সম্ভব নয়। এই কঠিন চিন্তায় ভীত নয়, আতংকিত হয়ে পড়লাম। কীভাবে এ অসাধ্য সাধন করা যায়, পথ কোথায়, আলো কোথায়? ইসলামের জন্যে কারো বক্ষদেশ খুলে দিতে চাইলে আল্লাহ পাক তাকে 'নূর' দেন। পবিত্র কুরআনের অত্যন্ত পরিচিত আয়াত সেই 'নূর' হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল, সে আলোয় যখন দেখলাম তখন দেখলাম ওপরে বর্ণিত কবি-সাহিত্যিকের সংখ্যা যতই বেশী হোক না কেন এবং দেশ ও কালের যে স্থান ও সময়ে এরা জন্মাক না কেন, যত ভাষায় এবং ভঙ্গীতে এরা লিখুক না কেন, এরা সবাই এক শ্রেণীভুক্ত। এদের অন্য কোনই শ্রেণী নেই।

প্রিয় পাঠক! আপনি দয়া করে পবিত্র কুরআন খুলুন, দেখুন এই মহাগ্রন্থের ২৬নং সূরাটির নাম শু'আরা। অর্থঃ কবিগণ। এই সূরাটির ২২১ থেকে ২২৬ পর্যন্ত আয়াতের বাংলা অর্থ আমি আপনাদের শোনাই, আপনারা মূলের সাথে মিলিয়ে নিন।-

(২২১) তোমাদেরকে কি জানাবো কার নিকট শয়তানেরা অবতীর্ণ হয়? (২২২) তারা তো অবতীর্ণ হয় ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীদের নিকট। (২২৩) তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। (২২৪) আর কবিদের অনুসরণ করে যারা তারা বিভ্রান্ত (গা-ঊন)। (২২৫) তুমি কি দেখো না তারা বিভ্রান্ত হয়ে (কল্পনার জগতে) প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? (২২৬) এবং তারা যা বলে তা তারা করে না'।

এই তালিব আর তাদের মাতলূব, অনুসরণকারী আর কবিদের উভয়কে আল্লাহ কি আখ্যা দিলেন? এরা 'গা-ঊন' বিভ্রান্ত। এসব কবি-সাহিত্যিকগণের শ্রেণী একটাই, নাম একটাই এরা হ'ল আশ-শু'আরাউল গাউন 'বিভ্রান্ত কবিগণ'। মুশরিক সাহিত্যিকগণ সবাই এই শ্রেণীভুক্ত। 'সাব'আ মুয়াল্লাক্বা যুগের জাহিল আরব কবিদেরকেও আল্লাহ এই গা-ঊন শ্রেণীতে ফেলেছেন। দেখুন সূরা নাজমের ২নং আয়াত এবং সূরা আ'রাফের ১৭৫, ১৭৬ আয়াত দু'টি দেখে নিন।

এবার আসুন, অতি প্রশংসায় সিক্ত অভিষিক্ত 'মুসলিম' কবি সাহিত্যিকদের অবস্থা কি দাঁড়ায় তা পরখ করে ফেলি। গাযালী এবং ইরানী কবি-সাহিত্যিকগণ প্রত্যেকেই ছিলেন বাতিল ছূফী তরীকার মুক্বাল্লিদ। এদের প্রত্যেকের গলায় তাদের গুরুদের পাকানো মোটা উট বাঁধার রশি প্যাঁচানো। গুরুর তরীকার গোলক ধাঁধায় দিকভ্রান্ত। হাসানুল বান্না, কুতুব ভ্রাতৃদ্বয় এবং আউদা শহীদের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের বর্তমান অনুসারীদের দেখুন। দেখুন মিসরে মুরসি ছাহেবরা কি নাজেহাল অবস্থা করে ফেলেছে। কেন তাদের এই করুণ দশা! পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের পূজা করতে গিয়েই ঐ দশায় পড়েছে তারা। ইখওয়ানের জন্যে মিসরীয় পণ্ডিতগণ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জান্নাতী তরীকার সন্ধান তাদের সমগ্র রচনায় দিয়ে যাননি। তাদের লেখায় বিপ্লবের আগুনঝরা প্রেরণা সুনিশ্চিতভাবেই ছিল। কিন্তু হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর পথ দেখাতে তারা ব্যর্থতার গ্লানি রেখে গেছেন।

এবার নিজের দেশের বর্তমান গৃহযুদ্ধের আগ্নেয় পরিবেশটার দিকে দেখুন! এদেশের কোর্টগুলোতে আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? শাহবাগ চত্বরে কি দেখছেন? গণতন্ত্রের পূজা করতে গিয়ে কারা আজ দেশকে জাহান্নাম বানিয়ে ছেড়েছে? এরা সবাই পাশ্চাত্যের প্রভু আর স্বীয় গুরুদের মুক্বাল্লিদ সাজতে গিয়ে একদল সম্পূর্ণভাবে ইসলাম ছেড়েছে, অন্য দল বিশুদ্ধ হাদীছের পথ পরিহার করে এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এদের

* *প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সাবেক ভাইস প্রিন্সিপ্যাল (অবঃ) সরকারী এম.এম. কলেজ, যশোর।*

সম্পর্কে কথা আমার চেয়ে আপনারা কম জানেন না। বেশি বলার প্রয়োজন আছে কি?

এতক্ষণ তত্ত্বকথা শুনেছেন, এবারে আমি আপনাদের বাস্তব কিছু নিদর্শন দেখিয়ে এ প্রবন্ধের ইতি টানতে চেষ্টা করব। বিভ্রান্ত কবিদের শ্রেষ্ঠতম কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কে এবং তাদের রচনার নমুনা আপনাদেরকে দেখানো যাক। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকবি প্রাচীন গ্রীসের হোমার[৭], তার সম্পর্কে অন্যতম দার্শনিক সক্রেটিসের[৮] অতি শালীন মূল্যায়ন দেখুন-

(১) 'হোমার যে বলিয়াছেন, মিউসের অর্থাৎ সর্বপ্রভুর (আল্লাহ্‌র) সামনে ভাল ও মন্দের দুইটি পাত্র রহিয়াছে এবং সব ভাল ও মন্দ সেই দুই পাত্র হইতেই আসে। তাই যেই মানুষের ভাগ্যে কল্যাণের পাত্র পড়িয়াছে তাহার সর্বত্রই কল্যাণ দেখা দেয় এবং যাহার ভাগ্যে অকল্যাণের পাত্র রহিয়াছে, তাহার সব কিছুতেই অকল্যাণ দেখা দেয়। আর যাহার ভাগ্য উভয় পাত্র হইতে আসিয়াছে তাহার কল্যাণ ও অকল্যাণ দুই-ই দেখা দিবে'।- এই ধারণার সহিত একমত হওয়া যায় না'।... প্লেটোর Republic গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করেছেন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁর বিখ্যাত উম্মুল কুরআন তাফসীরে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

উল্লেখ্য যে, প্লেটো[৯] যে আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছিলেন সে রাষ্ট্রে তিনি কবিদের নাগরিকত্বের অধিকার দেননি।[১০]

(২) সারা ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কবি কে? শেক্সপিয়ার[১১]। শোনা যায় ইংরেজরা তাদের স্বর্গরাজ্য লন্ডন শহরও শেক্সপিয়ারের বিনিময়ে বিক্রি করতে পারে। এই মহাকবির নিকট মানুষ আর বেচারা সৃষ্টিকর্তার অবস্থা জেনে নেওয়া যাক।-

Life is but a walking shadow
It is a tale told by an Idiot
Full of sounds and fury
Signifying nothing
A poor player that struts and frets his hour
Upon the stage, then is heard no more.

'জীবন কিছুই নয় একটা চলমান ছায়া মাত্র। এটি একটি কাহিনী, যা বর্ণিত হয়েছে একজন বেওকুফের মাধ্যমে। যা স্রেফ হৈ-চৈ ও অসার কথামালা দ্বারা পূর্ণ। একজন হতভাগা অভিনেতা যে নাট্যমঞ্চে কিছু সময় সদম্ভে পদচারণা করে ও লম্ফ-ঝম্প করে। অতঃপর আর কিছুই শোনা যায় না'।

(৩) ইরানী কবি প্রিয়ার মুখের একটি লাল তিলের বিনিময়ে সমরকন্দ ও বোখারা বিক্রি করতে রাযী ছিলেন।[১২]

(৪) বিশ্বকবি[১৩] কে? আপনার ঘরের যে শিশুর মুখের দুধেদাঁত সব গিরে যায়নি, তার কাছেই জিজ্ঞেস করে জেনে নিন। মৃত্যুর মাত্র এগারো দিন আগে কি জীবন দর্শন নিয়ে চির বিদায় নিয়ে গেলেন? কোথায় গেলেন?

বৎসর বৎসর চলে গেল
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগর তীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
কে তুমি?
পেল না উত্তর ॥

প্রথম দিনের সূর্য/ ১১ই শ্রাবণ, ২৭ জুলাই ১৯৪১ = মৃত্যু ২২ শ্রাবণ।

মানুষের (সত্তার) আবির্ভাব কেন হ'ল এবং সে-ই বা কে, কবি তার কিছুই জানলেন না। শেষ গন্তব্য তার কোথায় তাও থেকে গেল অন্ধকারে। আশ্রয়হীন।

(৫) বাইবেল ঈসা (আঃ)-এর যবানী তৈরী করেছে 'খেকশিয়ালেরও একটা থাকবার গর্ত অন্তত থাকে। কিন্তু ঈশ্বরপুত্রের তা-ও নেই'। কি সাংঘাতিক দুর্দশা!

(৬) বাংলা সাহিত্যে শাহেনশাহ[১৪] (সাহিত্য সম্রাট) কে? তাও আপনার অপগণ্ড শিশুর কাছে জিজ্ঞেস করুন। ঝটপট বলে ফেলবে। তার কাছ থেকে বাঙালী মুসলমানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় জেনে নেয়া যাক-

'ইংরেজ এক জাতি, বাঙ্গালী বহুজাতি.... তাদের মধ্যে চারি প্রকারের বাঙ্গালী পাই। প্রথম আর্য, দ্বিতীয় অনার্য হিন্দু, তৃতীয় অর্যানার্য হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি, বাঙ্গালী মুসলমান। সমাজের নিম্নস্তরেই বাঙ্গালী অনার্য বা মিশ্রিত আর্য ও বাঙ্গালী মুসলমান' (বঙ্গদর্শন পত্রিকা ১২৮৭ অব্দ)। কি ভাই, কোন ক্লাসে পড়লেন? থার্ড ক্লাসে না তারও একধাপ নিচে? জাতি পাগল ভাই মাথায় হাত চেপে ধরেননি তো! দুনিয়ার প্রতীক দৃশ্য দেখলেন? এরাই তো গাউন শো'আরা। এটাই সাহিত্যিক দুনিয়া। এই হ'ল তাদের সাহিত্যের মান। কি দুর্দশা! কি দুর্দশা!

এবারে আসুন গাউনদের 'জান্নাত' (না, জাহান্নাম) ঘরে আপনাদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। আসুন ভাই আমার পেছনেই আসুন। মতিহারের বিশাল বিশাল ভবনের একটি হ'ল 'বইয়ের ঘর' (লাইব্রেরী) ঢুকে পড়ুন। দেখুন সারি সারি অগণিত আলমিরা। তাকের পর তাকে বই সাজানো। ধূলোর আর মাকড়সার জালের পুরু আস্তরে ঢাকা। উদাস কিছু তালিব। বেশীক্ষণ দাঁড়ানো ঠিক নয়। আসুন এসব বইয়ের পাঠকক্ষে একবার 'ঢু' মেরে আসি। ছায়াবাজি ভোজবাজির তামাশা

---

৭. *হোমার (খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দী) গ্রীসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মহাকাব্যের নাম The Iliad and The Odyssey.*
৮. *সক্রেটিস (খৃঃ পূঃ ৪৭০-৩৯৯) গ্রীসে জন্মগ্রহণ করেন।*
৯. *প্লেটো (খৃঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭) গ্রীসে জন্মগ্রহণ করেন।*
১০. *Republic 7th Vol.*
১১. *শেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬ খৃঃ) ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। উদ্ধৃত অংশটি তাঁর বিখ্যাত Macbeth নাটক থেকে নেয়া।*
১২. ইনি হ'লেন ওমর খৈয়াম (১০৪৮-১১৩১ খৃঃ), যিনি ইরানের নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। কাব্যগ্রন্থের নাম 'রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম'।
১৩. *ইনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খৃঃ) কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৩ সালে বাংলা সাহিত্যে 'নোবেল' পুরস্কার পান।*
১৪. *ইনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খৃঃ) কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭২ সালে তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন।*

দেখছেন কি? উঁচু ডায়াস পাতা, একজন কৃষ্ণচর্মের সাহেবী পোষাকের দেশী বঙ্গসন্তানকে দেখতে পাচ্ছেন? উনি বক্তব্য দিচ্ছেন। অপূর্ব বাচন ভঙ্গী, অনর্গল কথন, ঐসব বই-পত্তর সবই স্মৃতির ডিস্কে গাঁথা। লাইনের পর লাইন সমানে আওড়ানো। সামনে কাদেরকে দেখছেন? উভয় লিঙ্গের সমসংখ্যক তালিব। ওদের চোখের ভাষা দেখতে পাচ্ছেন, মাতলুবের দিকে? না কাদের সাথে ওদের চোখের বিনিময়? এখানে বেশী দাঁড়ানো নিরাপদ নয়। ধমক খাওয়ার বিপদ আছে।

আপনার কি জানা আছে এদেশের একজন স্বঘোষিত নাস্তিকের লাশটা কোথায় রক্ষিত আছে? ডাক্তার ছাত্রদের অস্থিবিদ্যার ল্যাবরেটরিতে। ফিরাঊনের লাশ যে কারণে আল্লাহ রক্ষা করেছেন, নাস্তিক আহমদ শরীফের লাশটাও সেই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্যে আল্লাহ স্বয়ং ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ডাক্তার ছাত্ররা দেখুক আর ভাবুক এই সেই অমুকের পুত্র অমুক।[১৫]

ছায়াছবির বিপরীত দিক

আশ- শু'আরাউল মুমিনূন

আত-তাহরীক

বন্ধুগণ! এবারে আপনার হাতের আত-তাহরীকের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠাটা উল্টান। প্রথমে দেখুন এক পাতার একটি সম্পাদকীয়। বিগত ১৫ বছরে বহু সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে এতে। এগুলির বিষয়বস্তু কী? আপনি দুনিয়ার খবর যতটুকু রাখেন দেখুন, এ দুনিয়া এখন কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত, সর্বাঙ্গ জুড়ে ব্যাধি। জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ আপনি পাবেন না যেখানে এ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। আত-তাহরীকের সম্পাদক তাঁর সুপারসোনিক দৃষ্টি দিয়ে প্রতিটি সম্পাদকীয়তে একেকটি ব্যাধি চিহ্নিত করেছেন। ব্যাধির মূল নির্ণয় করেছেন। নিরাময়ের নির্ভুল ব্যবস্থাপত্রও দিয়েছেন। শুধু এতেই ক্ষ্যান্ত হননি, স্বস্তি পাননি। দুনিয়া থেকে ব্যাধির জড় উপড়ে ফেলার জন্যে একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মী সৃষ্টি করেছেন এবং নিজে সে কাফেলার সিপাহসালার হিসাবে অগ্রে অগ্রে দৃপ্ত পদে এগিয়ে চলেছেন। একে শুধু অলস পণ্ডিতের অসার কথা বলবেন? আমি তো দেখি ঊর্ধ্বাকাশ বিহারী এক স্বর্গ ঈগল দুনিয়ার আকাশে বিচরণশীল। তীক্ষ্ণ চক্ষু, যা সুপার রাডারকে হার মানায়। দুনিয়ার সকল অন্ধি-সন্ধি কোনটাই তার চোখের বাইরে যেতে পারছে না। সব ধরনের সমস্যার প্রতি সজাগ দৃষ্টি। আপনি কি কখনও ভেবেছেন একটাই ব্রেণ, কত তার কোষ-কলা? প্রতিটি কলায় সাজানো রয়েছে জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখার বিপুল সম্পদ। বহুমুখী পাণ্ডিত্য কি শুধু? না বহুদর্শীতা, না ত্রিকাল দর্শীতা? বিশাল সুপার কমপিউটার। তার তথ্যের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। এ সম্পাদকীয় কেবল তারাই বুঝতে পারে যারা সম্পাদকের দেখানো পথে তার সাথে সাথে সৈনিক বেশে মার্চ করে। প্রতিটি বাক্য ঋজু, প্রাঞ্জল, বাহুল্য অলংকার একটুও নেই। যে নিজেই সোনা, তার আবার বাড়তি অলংকারের প্রয়োজন কি? সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শাখাকে সমুন্নত বা Sublime সাহিত্য বলে। সাবলাইম সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গুণ তার বিষয়বস্তুর গৌরব। তার সততা, কল্যাণময়তা, সার্বজনীনতা, সর্বমুখিনতা। কালকে জয় করার হার্দিক শক্তি। সম্পাদকীয়গুলোয় কি তার কিছুটা ঝলক দেখা যায় না?

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষের বিচারের তিনটি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছিলেন আমেরিকার ইহুদী অধ্যাপক জুয়েল ম্যাসারম্যান, আর একজন ফরাসি অধ্যাপক লা মার্টিন। সেই মানদণ্ড তিনটি হ'ল, এক. উদ্দেশ্যের সততা। দুই. সাধ্যের স্বল্পতা। তিন. উল্লেখযোগ্য সাফল্য। বাড়তি একটা প্রাসঙ্গিক তত্ত্বও তারা বলেছিলেন, সেটি ঐ মূল তিনটির অন্তর্ভুক্ত, অনুসারীদের জন্যে শান্তিময় নিরাপত্তা। বিজ্ঞ পাঠক! আপনি এই তিন মানদণ্ডে ফেলে আত-তাহরীকের সম্পাদকীয়গুলোর সাহিত্যিক মান যাচাই করে নিন।

আত-তাহরীকের অন্যান্য প্রবন্ধগুলোতে আমি দেখি ঐ সম্পাদকীয়ের অঙ্গে গাঁথা এক একটি সোনার অলংকার। এরপর আপনি দেখুন এ যাবৎ যতগুলো যুগ-জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নোত্তর আত-তাহরীকে এসেছে, সবগুলোর জবাব এসেছে মূল উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ তথা অহি-র উৎস থেকে। নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে উত্থান ঘটেছে আত-তাহরীকের। পত্রিকার সমস্ত দিক ও বিভাগে সেই তাওহীদের সুর-ঝংকার ছাড়া আর কিছু আছে কি? কি বলবেন আপনি? আপনার জানা দুনিয়ার এমন একটি দলের নাম বলুন, যারা এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে পথে নেমেছে। এমন একটি পত্রিকার নাম বলুন, যাতে শিরক নেই, বিদ'আত নেই, গোমরাহী নেই? প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ড. গালিব আত-তাহরীকের ১ম সম্পাদকীয়তে 'আত-তাহরীক' শব্দের অর্থ করেছেন 'বিশেষ আন্দোলন' The Movement বা That very Movement. আমি বলি, এর অর্থ একমাত্র আন্দোলন, লা শরীক আন্দোলন।

আমার জানা মতে, আত-তাহরীকে লিখিত সকল প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলোর মধ্যে এই লেখাটিই ভিন্ন ধরনের প্রথম লেখাই বলতে হবে। বিষয়বস্তু ছিল দুনিয়ার এপার-ওপার জোড়া। অথচ আত-তাহরীকের কায়া ক্ষীণ। সংক্ষেপ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তাই অনেক কথাই বলা সম্ভব ছিল না।

আমার না বলা কথাগুলির সার পাবেন ২০১২ সালের মার্চে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যায় বর্তমান সম্পাদক ড. সাখাওয়াতের লেখা 'মাসিক আত-তাহরীক : ফেলে আসা দিনগুলি' প্রবন্ধে। পড়ে নেবেন। আল্লাহ আত-তাহরীকের নেক মাকছূদ পূর্ণ করুন- আমীন!

১৫. ডঃ আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) পিতা : আবদুল আযীয। চাচা ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ। আহমদ শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের পটিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯৫ সালে ১৯শে মে তারিখে লিখিতভাবে তার মরদেহ ধানমণ্ডীর বেসরকারী মেডিকেল কলেজকে দান করে যান।

প্রসঙ্গ : মাসিক আত-তাহরীক

*মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রধান**

পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকের কথা। গোবিন্দগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের ছাত্র আমি। ইতিমধ্যে অজ মফঃস্বলেও ভাষা আন্দোলনের ঢেউ লেগেছে। আন্দোলনমুখী আজকের এই মানুষটি আমিও ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকায়। মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে কয়েকজন সহপাঠী বন্ধুসহ থানা হাজতেও কিছু সময় কাটাতে হয়েছে। যাক, সে অনেক কথা। কথা বললে ভুল হবে। সেটা সেদিনের অজপলী (আজকের আলোকিত) গোবিন্দগঞ্জের অতীত। প্রসঙ্গ সেটা নয়।

কিন্তু শিরোনামে উলেখিত প্রসঙ্গে কিছু লিখতে যাওয়ার আগে সে সময়ের জনৈক কবি বরের দু'টি ছত্র উলেখ না করে স্বস্তি পাচ্ছি না। কবি আক্ষেপ করে নিজেকে নিয়ে ব্যাঙ্গোক্তি করে বলেছেন,

ভেবেছিলাম আমি হবো মস্ত বড় কবি,
কিন্তু লিখতে বসলেই অক্ষরগুলো এলোমেলো হয় সবই।

কবির দশা আমার চলিশা। এই অক্ষরগুলো এলোমেলো হয়ে যাওয়ার চাইতেও আমার জন্য আরও একটি বড় প্রতিবন্ধক হ'ল লেখা-লেখিতে আলসেমির দারুণ প্রভাব আমার উপর কার্যকর। আমার স্কুলের স্বনামধন্য শ্রদ্ধাভাজন প্রাক্তন শিক্ষক বাবু সত্য নারায়ণ কর আমাকেসহ আমার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহপাঠীকে বড় নির্মম সত্য উচ্চারণে আখ্যায়িত করতেন, 'আলসের জাসু আর কুঁড়ের বাথান' হিসাবে। পরবর্তীতে কর্মজীবনে প্রবেশ করে দীর্ঘদিন ইউরোপ ও এশিয়ার কয়েকটি দেশ ভ্রমণের সুযোগ পাই। ফলশ্রুতিতে দেশে-বিদেশে অসংখ্য বন্ধু-বান্ধবেরও সৃষ্টি হয়। দেশে ফিরে আসার পর সেই সকল বন্ধুরা আমাকে স্মরণ করে একের পর এক পত্রাঘাত করতে থাকে। পত্র প্রাপ্তির পর বন্ধুদের স্মৃতি চরচর করে অন্তরের গহীনে মাথাচাড়া দেয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি সেই রাতেই বন্ধুর পত্রের জবাবটা লিখে ফেলবো। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আলসেমিই আমার উপর প্রবল প্রভাব বিস্তারে পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করে। ফলে কিছুদিন একতরফা ভালোবাসা বিতরণের পর বন্ধুরা সর্ব প্রকার পত্রালাপ একদম বন্ধ করে দেয়। বিষয়টা জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় অন্তরে বেজায় বাজছে।

কিন্তু না, **মাসিক আত-তাহরীক** প্রসঙ্গে হিজিবিজি হ'লেও কিছু একটা লিখতেই প্রাণটা বেজায় তাগাদা দিচ্ছে। আমি পাঠক হিসাবে নাকি একনিষ্ঠ। অনেক বন্ধু, অনেক গুরুজনকেই এমনটা বলতে শুনেছি আড়ালে-আবডালে। এমনকি সমালোচকও নাকি আমি কঠোর। তবে ওরা জানে না যে আমি সমালোচনায় মুখর হ'লেও লেখা-লেখীতে অথর্ব। আমাকে কথা বলতে বলুন, ঘন্টার পর ঘন্টা এমনকি দিনের পর দিন বকবক করেও আমার কথা শেষ হ'তে চায় না। আবার সেই রম্য কবির ভাষায়ই বলতে হয়,

হ'তে পারতাম মস্তবড় বীর
কিন্তু গোলাগুলির মাঝে গেলেই মাথা রয়না স্থির।

অতএব উপায় নেই গোলাম হোসেন, আমাকে দু'কলম লিখতেই হবে। তবে একটি ধ্রুব সত্য কথা বলে রাখি 'যা কেবল সত্য ও সুন্দর, যা কেবলই ভালো আর ভালো, তা নিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অনেক বড় অবয়বে লেখা আসলেই খুব কঠিন'। মানবকূল শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে ৮ম শ্রেণীতে পড়াকালীন হেড মাওলানা নাযীর হোসাইন ছাহেব আমাকে রচনা লিখতে দিয়েছিলেন। শুধু আমাকে নয় আরও অনেক সহপাঠীকেও এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল ঘোষিত ২০ নম্বরের সবটুকু আমিই পাবো। হ্যাঁ, আমি সবার চেয়ে বেশী অর্থাৎ ১৫ নম্বর পেয়েছিলাম। মাওলানা ছাহেব বললেন, কীরে 'নূরু' (আমার ডাক নাম) তুই ইসলামী কেতাব এতো পড়িস অথচ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে মাত্র এই এক পৃষ্ঠার রচনা তোর কাছে আশা করিনি। তুই আমাকে নিরাশ করেছিস। কিন্তু কেন? শিক্ষকের কাছে এ 'কেন' এর কি জবাব দেব ভেবে পাচ্ছি না। হঠাৎ একটি দারুণ মুখরোচক জবাব আমার ছোট্ট মাথায় এসে গেলো। বললাম, অন্যরাওতো আমার চাইতে বেশী লিখেনি। তিনি বললেন, ওরাতো কেউই ৮ নম্বরের বেশী পায়নি। তবে হ্যাঁ, লেখাটা তোর ছোট হ'লেও রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্রের সবচেয়ে উলেখযোগ্য, অনুসরণীয়, অনুকরণীয় এবং অতি মূল্যবান বিষয়গুলো কিন্তু তোর লেখায় উঠে এসেছে। স্যারের মন্তব্যে গদগদ হয়ে নিজেরও অজান্তে একটি মন্তব্য করেছিলাম। 'স্যার! খারাপ লোকের তথা নষ্ট চরিত্রের লোকদের সম্পর্কে অনেক কথা লিখে কাগজের পাতা ভরপুর করা যায় বটে, কিন্তু নির্ভেজাল নিষ্কলংক ভালো মানুষের ক্ষেত্রে একটিই মাত্র কথা উচ্চারণ উপযুক্ত তা হ'ল, ভালো, খুউব ভালো, অতি উত্তম। মাওলানা ছাহেব সেদিন আমার এই মন্তব্যের সাথে একমত পোষণ করে আমাকে করেছিলেন গর্বিত, আনন্দিত। কিন্তু আজ! পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই আমি নির্ধারিত পাঠ্য তালিকার বাইরের বই বেশী বেশী পড়তে আকৃষ্ট আর অভ্যস্ত হয়ে উঠি। এর পেছনে যে কারণটি তা হ'ল তৎকালীন সময়ে স্বনামধন্য সাংবাদিক, সাহিত্যিক নাসিরুদ্দিন সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'মাসিক মোহাম্মদী' এবং অপর চৌকষ ও ন্যায়বাদী আলেমে দ্বীন আব্দুলাহেল কাফী আল-কোরায়েশী সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ'-এর নিয়মিত পাঠাভ্যাস।

এরপর দীর্ঘ প্রায় ৪/৫ দশক পেরিয়ে গেল। এ সময়ে বিদেশী কিছু নামী-দামী পত্র-পত্রিকা, জার্নাল পাঠের সুযোগ হ'লেও দেশীয় তেমন কোন মননশীল সাহিত্য সমৃদ্ধ পত্র-পত্রিকা হাতে পাইনি। দীর্ঘ খরার পর পঞ্চাশের দশকে নিজের মধ্যে যে উদ্যমী সুপাঠকের সৃষ্টি হয়েছিল তার যখন মুমূর্ষু দশা, ঠিক সেই সংকটকালে এক শুভ মুহূর্তে আমার হাতে আসে **মাসিক**

* মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত সমবায় কর্মকর্তা, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

আত-তাহরীক। প্রথম পাঠ শুরু করেই পর পর দু'বার এপার ওপার পাঠ করলাম এর সম্পাদকীয়। তারপর রুদ্ধশ্বাস পাঠে প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যাকে বলে এ টু জেড পড়া শেষ করে মনে হ'ল এ যেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞায়িত কোন ছোট গল্প। যেমন বিশ্বকবি বলেছেন,

ছোট প্রাণ ছোট কথা
ছোট ছোট দুঃখ ব্যথা,
নাহি বর্ণনার ছটা,
নাহি ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তথ্য নাহি উপদেশ,
অন্তরে অতৃপ্তি রবে,
সাংগ করে মনে হবে,
শেষ হয়েও হইল না শেষ।

এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর ভিন্নতা থাকলেও আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের আলোকে সাহিত্যরসের ক্ষেত্রে এক কাতারে বিচার করা যায়। আমার বরাবরের লালিত ধ্যান-ধারণা আমূল পাল্টে গেল আত-তাহরীকের সম্পাদকীয় পাঠে। কারণ আরবী ভাষায় বা সাহিত্যে শিক্ষিত ব্যক্তি তথা মাওলানা ছাহেবদের বাংলা ভাষা প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠযোগ্য প্রতীয়মান হয় না। ভাষা সংগ্রামের সূচনা লগ্নে গোবিন্দগঞ্জের মত একটি অজপলী এলাকায় ভাষা সংগ্রামে ক্ষুদে সংগ্রামীদের নেতৃত্বও দিয়েছি। কিন্তু জীবনের পড়ন্ত বেলায় সেই বাংলা ভাষাটি নিজেই শুদ্ধ ও সঠিক উচ্চারণে বলতে ও লিখতে প্রায় অথর্ব হয়ে পড়েছি। এটা বড়ই লজ্জার, বড়ই কলংকের। এখন এক এক করে মাসের পর মাস যায় আর তৃষ্ণাকাতর চাতকের ন্যায় অপেক্ষায় থাকি আত-তাহরীকের পরবর্তী সংখ্যাটি হাতে পাওয়ার জন্য। পাওয়া মাত্র রুদ্ধশ্বাসে প্রথমেই পাঠ করি সম্পাদকীয়। এক সংখ্যার সম্পাদকীয়ের সাথে অন্য সংখ্যার সম্পাদকীয়ের বিপুল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গুণে-মানে, সাহিত্যরসে, বাচনভংগির উৎকর্ষতায় মনে প্রশ্ন জাগলো ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুলাহ আল-গালিব কি তাহ'লে বাংলা ভাষা-সাহিত্যে ডক্টরেট করেছেন? না, বরং তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলন বিশারদ হয়ে এর উপর বিশাল মাপের থিসিস করেছেন। অথচ বাংলা ভাষা-সাহিত্যে এই অভূতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব ব্যুৎপত্তির উৎস কোথায়? উপলব্ধিতে কষ্ট হয় না যে এর উৎস পরম করুণাময় আলাহ তা'আলা প্রদত্ত মেধা। স্বভাব নিন্দুকেরা আবার সোচ্চার হয়ে না উঠে যে, আমি মুহতারাম ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুলাহ আল-গালিবের ব্যক্তি বন্দনায় তোষামোদকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি। কখনই তা নয়। তবে সত্যকে সত্য বলা, মিথ্যাকে মিথ্যা বলার অধিকার সব মানুষেরই জন্মগত। সেই অধিকার ব্যবহারে আমি এই গোনাহগার বান্দা শৈশব থেকেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি আমার আদর্শবাদী পিতা স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন শহীদ আমিরুদ্দীন প্রধানের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠার ফলে। আলাহ তা'আলা আমার মরহুম পিতাকে পরকালে শহীদের মর্যাদা দান করুন- আমীন!

পরিশেষে আলোচ্য প্রবন্ধের অবয়ব না বাড়িয়ে এখানেই ক্যাঙ্গারু ক্লোজার (সংক্ষেপ সমাপ্তি) টানতে চাচ্ছি এই বলে যে, আত-তাহরীক এমন একটি স্বনামধন্য মাসিক পত্রিকা, যা বাংলাদেশ সরকারের সদ্য ঘোষিত ও জারীকৃত আইনের ধারায় আজও কৈশোর উত্তীর্ণ হয়নি। কৈশোরেই যার পদচারণায় চারিপাশ উচ্চকিত। আশা করি যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়ে সে আরও বেশী পরিপূর্ণতা আর পরিপক্কতায় সমৃদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে আরও দীপ্ত পদক্ষেপে সাফল্যের শিখরে আরোহণ করবে ইনশাআলাহ।

সাহিত্য সংস্কৃতি ভাবনা থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রেই দীপ্ত পদচারণা রয়েছে গবেষণাধর্মী এই মাসিক পত্রিকাটির। যার মধ্যে উলেখযোগ্য শিরোনাম সমূহ যথা- সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতির উপর আলোচিত ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ যেমন, সম্প্রতিক কালের রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ, ইসলামের সাথে পশ্চিমাদের গলদে ভরা গণতন্ত্রের সমালোচনা মূলক নিবন্ধ, সরকার পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত পরাক্রমশালীদের ভ্রান্তনীতির নির্মোহ-নির্ভীক পর্যালোচনান্তে যথার্থ সদুপদেশ প্রদান ইত্যাদি। এ ছাড়াও দরসে কুরআন, দরসে হাদীছ, প্রশ্নোত্তরের পাতায় ছহীহ সুন্নাহর উপস্থাপনায় সমৃদ্ধ সঠিক জবাবের কড়চা, ইসলামী জীবন বিধান, বিশ্বরাজনীতির উলে-যোগ্য পর্যালোচনা মূলক নিবন্ধ, সকল ক্ষেত্রেই আত-তাহরীক-এর তুলনা কেবল আত-তাহরীকই। যথার্থই আত-তাহরীক একটি সঠিক আন্দোলনের সফলতার পথে বজ্রকঠিন পদক্ষেপে অকুতোভয়ে ধাবমান একটি আন্দোলনের নাম। এর মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর।' পরিশেষে পরম দয়াময় সর্বশক্তিমান সাহায্যকারী আলাহ তাবারাক ওয়া তা'আলার দরবারে সবিনয় নিবেদন আত-তাহরীক-এর যাত্রাপথকে সহজ করে দিন, মসৃণ করুন, পৌঁছে দিন একে মনযিলে মাকছূদে- আমীন! ছুম্মা আমীন!!

ঝলক জুয়েলার্স
আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী
প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোন : দোকান- ৭৭৩৯৫৬।
বাসা- ৭৭৩০৪২।

দ্বীনে হক্ব প্রচারে 'আত-তাহরীক'-এর ভূমিকা

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসায়েন

'আল্লাহ্র নিকট মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। যা আমরা প্রাপ্ত হয়েছি মানবতার মুক্তির একমাত্র কাণ্ডারী বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে। যিনি দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওতী জীবনে নানা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও যুলুম-নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তাঁর উপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করেছেন। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণের এক পর্যায়ে ছাহাবীগণ সমবেতভাবে যার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ 'শুন! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?' (অর্থাৎ আমার উপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব কি পালন করেছি?) ছাহাবীগণ বললেন, نَعَـــمْ 'হ্যাঁ আপনি পৌঁছে দিয়েছেন'। রাসূল (ছাঃ) তখন বললেন,اللَّهُمَّ اشْهَدْ، ثَلاَثًا 'হে আল্লাহ তুমি সাক্ষ্য থেক। একথাটি তিনি তিনবার বললেন'।[১৬]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার মাধ্যমে জগৎবাসীকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন এই মর্মে যে, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُـــمْ دِيْـــنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْنًـــا 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করে সন্তুষ্ট হলাম' *(মায়েদা ৫/৩)*। অতএব পূর্ণাঙ্গ দ্বীনকে অপূর্ণাঙ্গ মনে করে তাতে নতুনভাবে কিছু সংযোজনের অপচেষ্টা চালানো নিঃসন্দেহে জঘন্য ও ঘৃণিত কাজ। অথচ দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, ভ্রান্ত আক্বীদা ও মনগড়া আমলের ভিড়ে দ্বীনে হক্ব আজ তার আসল অবয়ব হারাতে বসেছে। দেড় হাযার বছর আগের ইসলাম, মক্কা-মদীনার ইসলাম তথা ইসলামের আদি রূপ যেন আজ বিলীন হ'তে চলেছে। জাতির এমনই এক ক্রান্তিলগ্নে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক রচনার সমাহার নিয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা সহ আত্মপ্রকাশ করে আপোসহীন গবেষণা পত্রিকা মাসিক **'আত-তাহরীক'**। যার অর্থ 'একটি বিশেষ আন্দোলন'। এ আন্দোলন হচ্ছে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন, এলাহী বিধানের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনের নিরন্তর আন্দোলন।

১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশের পর থেকে **আত-তাহরীক** তার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী নিয়মিত ভাবে জাতির সামনে উপস্থাপন করে আসছে। অসংখ্য পাঠক **আত-তাহরীক** পড়ে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলে ফিরে এসেছেন। দিশেহারা পাঠক পেয়েছেন সঠিক পথের দিশা। আলোচ্য নিবন্ধে দ্বীনে হক্ব প্রচারে **'আত-তাহরীক'**-এর ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা পেশ করা হ'ল।-

দ্বীনে হক্ব কি?

এর অর্থ হচ্ছে 'সত্য দ্বীন'। অর্থাৎ এলাহী দ্বীন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে রক্ষিত জীবন বিধান। যে দ্বীনের অনুশীলনই একমাত্র মানুষকে আখেরাতে মুক্তি দিতে পারে। অন্যথায় জাহান্নামের জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত পুড়তে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا-

'বলুন! হক্ব তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে প্রেরিত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক, যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক; আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে; তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে; এটা নিকৃষ্ট পানীয়; আর জাহান্নাম কতইনা নিকৃষ্ট আশ্রয়' *(কাহাফ ১৮/২৯)*।

দ্বীনে হক্ব প্রচারে আত-তাহরীক-এর ভূমিকা :

মহান আল্লাহ প্রেরিত ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত 'দ্বীনে হক্ব' প্রচারে 'আত-তাহরীক'-এর ভূমিকা অপরিসীম। শিরক-বিদ'আত সহ যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আত-তাহরীক সবসময়ই আপোসহীন। কারো লেজুরবৃত্তি ও আপোসকামী মনোভাব কখনো আত-তাহরীক-এর পূত চরিত্রকে কলঙ্কিত করতে পারেনি। নিজের অনাকাঙ্খিত ত্রুটির ব্যাপারেও তাহরীক সোচ্ছার ও সচেতন। সেকারণ অবগতি মাত্রই সে সংশোধনী আকারে পুনরায় তার পাঠকদের সঠিক বিষয়টি জানিয়ে দেয়। আত-তাহরীক তাই নিরপেক্ষভাবে হক্বের লালনকারী। নিম্নে দ্বীনে হক্ব প্রচারে তাহরীকের ভূমিকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরা হ'ল।-

বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় :

সম্পাদকীয় এর ইংরেজী হচ্ছে `Editorial'। এর অর্থ হচ্ছে- An article in a publication expressing the opinion of its editor's or publishers. 'যে নিবন্ধে কোন প্রকাশনার সম্পাদক বা প্রকাশকের মতামত প্রকাশ পায়'। অক্সফোর্ড ডিকশেনারীতে বলা হয়েছে- An important article in a newspaper, that expresses the editor's opinion about an item of news or an issue. 'কোন পত্রিকার এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ, যা কোন সংবাদ বা বিষয় সম্পর্কে সম্পাদকের মতামত প্রকাশ করে'।[১৭]

মূলতঃ সম্পাদকীয় হচ্ছে একটি পত্রিকার হৃদপিণ্ড (Heart)। হৃদপিণ্ড ব্যতীত যেমন দেহ অচল। সম্পাদকীয় বিহীন তেমনি পত্রিকা অচল। সম্পাদকীয়র মাধ্যমেই আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য ফুটে ওঠে। সম্পাদকীয় পাঠে যে কেউ পত্রিকার অবস্থান বিচার করতে পারেন। বিশ্লেষণ করতে পারেন প্রকাশকদের

১৬. *বুখারী 'বিদায় হজ্জ' অনুচ্ছেদ নং-৭৭, হা/৪৪০৩।*

১৭. *A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary, P. 485.*

মানসিকতা। পরিস্কার হয়ে যায় বাতিলের সাথে উক্ত পত্রিকার আপোসহীনতা অথবা আপোসকামিতা। আত-তাহরীক -এর প্রতিটি সম্পাদকীয় এক্ষেত্রে গুরুত্বের দাবী রাখে। আত-তাহরীক-এর সম্পাদকীয় এর বক্তব্য যেমন আপোসহীন তেমনি এর ভাষাশৈলী চমৎকার। সাহিত্যক দ্যোতনায় রচিত আত-তাহরীক-এর প্রতিটি সম্পাদকীয় পাঠকদের হৃদয় কাড়ে। ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক সংস্কারে আত-তাহরীক-এর সম্পাদকীয় বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছে। আত-তাহরীক-এর বিষয় ভিত্তিক সম্পাদকীয় যেন একেকটি মণিমুক্তা। সমুদ্রের বুক থেকে সংগৃহীত মণিমানিক্য। বৃহত্তর একটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সারনির্জাস।

ছহীহ দলীল ভিত্তিক দরস ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ :

মুমিন জীবনের অন্যতম অনুসঙ্গ হচ্ছে দাওয়াত বা তাবলীগ। যা হ'তে হবে স্রেফ এলাহী বিধানের আলোকে। কোন কল্প-কাহিনী বা রায়ের ভিত্তিতে নয়। যে দাওয়াতের সর্বশেষ আসমানী দায়িত্বশীল ছিলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইয়ে ওয়া সাল্লাম। তাঁর ইন্তেকালের পরে এ দায়িত্বভার অর্পিত হয় উম্মতের দ্বীনী ইলমে পারদর্শী বিদ্বান ব্যক্তিবর্গের উপরে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইয়ে ওয়া সাল্লাম বলেন, إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ وَافِرٍ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ 'নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকার। আর নবীগণ কোন রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাননি; বরং তাঁরা (দ্বীনী) ইলমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করল, সে পূর্ণ অংশ লাভ করল'।[১৮] অপরদিকে এই দাওয়াতী কাজ যারা করবেন তাদেরকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করে তিনি বলেন, بَلِّغُوْا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি কথা হ'লেও তা পৌঁছে দাও এবং বনী ইসরাঈলের ঘটনা বর্ণনা করো, এতে কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপরে মিথ্যারোপ করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়'।[১৯]

উপরোক্ত হাদীছ থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নামে কোনরূপ মিথ্যাচার করা যাবে না। জাল-যঈফ হাদীছের ভিত্তিতে দাওয়াত দেওয়া যাবে না। অন্যথায় এই লাভজনক কর্ম করতে গিয়েও নির্মমভাবে নিক্ষিপ্ত হ'তে হবে বিভীষিকাময় জাহান্নামের অতল গহ্বরে।

একথা প্রনিধানযোগ্য যে, জাল-যঈফ হাদীছ এবং উদ্ভট কিচ্ছা-কাহিনীর মাধ্যমে দাওয়াত দান রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যাচার বৈ কিছুই নয়। এতে রাসূল (ছাঃ)-কে অপমান করা হয় এবং খেয়ানতকারী মনে করা হয়। ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ) বলেন, مَنِ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلاَمِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَانَ الرِّسَالَةَ– 'যে ব্যক্তি ইসলামে বিদ'আত চালু করল এবং এটিকে উত্তম গণ্য করে নিল, সে যেন ধারণা করে নিল যে, নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খিয়ানত করেছেন'।[২০]

দাওয়াত যেমন কথা বা বক্তব্যের মাধ্যমে দেওয়া যায় তেমনি লেখনীর মাধ্যমে তথা পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকের মাধ্যমেও প্রদান করা যায়। বরং মৌখিক দাওয়াতের চেয়ে লেখনীর দাওয়াতই স্থায়ী এবং সর্বাধিক গুরুত্ববহ। অসি যুদ্ধের চাইতে মসি যুদ্ধই অধিক ফলদায়ক। কেননা এর দ্বারা বাতিলের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝংকার সৃষ্টি করে। ফলে এক সময় সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে হকের রাজপথে ফিরে আসে।

আর এ কাজটিই নিরবচ্ছিন্নভাবে করে চলেছে মাসিক **আত-তাহরীক**। মানুষের আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের ভিত্তিতে সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে ক্লান্তিহীনভাবে এগিয়ে চলেছে আত-তাহরীক। ছহীহ দলীল ভিত্তিক দরসে কুরআন, দরসে হাদীছ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের অগণিত বাংলাভাষী পাঠকের নিকটে নিরপেক্ষভাবে দ্বীনে হক্ব এর দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছে। জাল ও যঈফ হাদীছ বর্জন করা আত-তাহরীক-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফলে অনেক লেখকের প্রবন্ধ মানসম্পন্ন না হওয়ায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। আবার অনেকে তাহরীকে লেখার পদ্ধতি ও মান বিশ্লেষণ করে কলম ধরতেও সাহস পান না। সদ্য মৃত্যুবরণকারী দেশের জনৈক প্রতিথযশা আলেম, যিনি নিজেই একাধিক পুস্তকের রচয়িতা তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'আত-তাহরীকে লেখার যোগ্যতা আমাদের নেই। এর রেফারেন্সের যে মান সে তুলনায় আমাদের লেখা চলবে না'।

বিরুদ্ধবাদীদের কপট লেখনীর জবাব দান :

মহান আল্লাহ বলেন, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا 'সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত, নিঃসন্দেহে মিথ্যা অপসৃয়মান' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৮১)*। হক্বের দুর্দণ্ড প্রতাপে বাতিল আজ পর্যুদস্ত ও সর্বত্র ধরাশায়ী। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আপোসহীন লেখনীর তীব্রতায় বাতিল প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। সেকারণ বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা ও শত্রুতার তীব্রতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকাশ্য জনসভায় গালাগালির পাশাপাশি যোগ হয়েছে বাতিল পন্থীদের উদ্ভট ও বিভ্রান্তিকর লেখনী। যা পাঠে পাঠক মহল পথভ্রষ্ট বা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়তে পারেন। সেকারণ মাসিক আত-তাহরীক এ ক্ষেত্রেও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। হক্বকে হক্ব আর বাতিলকে বাতিল বলার হিম্মত নিয়ে তাহরীক চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে হক্ব ও বাতিলের পার্থক্য। দেখিয়ে দিচ্ছে সঠিক পথের দিশা। তাহরীকের অন্যতম বিভাগ 'দিশারী'র মাধ্যমে এ জাতীয় বিভ্রান্তিকর লেখনীর দলীল ভিত্তিক জবাব

১৮. *আবূদাঊদ হা/৩৬৪৩; তিরমিযী হা/২৮৯৮; মিশকাত হা/২১২ 'ইলম' অধ্যায়, সনদ হাসান।*
১৯. *বুখারী, হা/৩৪৬১।*
২০. *আব্দুল মুহসিন, ফাতহুল কাবিইল মাতীন, ১/৮৬, ৯৮।*

দেওয়া হয়। আর এর ফলে পাঠক মহল প্রকৃত সত্য জেনে ব্যাপকভাবে উপকৃত হ'তে পারে।

শিরক-বিদ'আতের মূলোৎপাটনে বলিষ্ঠ ভূমিকা

আক্বীদার ক্ষেত্রে শিরকমুক্ত তাওহীদপন্থী এবং আমলের ক্ষেত্রে বিদ'আতমুক্ত সুন্নাতপন্থী হওয়া ব্যতীত পরকালে মুক্তি লাভের কোন উপায় নেই। শিরক এমন পাপ যা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবে না *(নিসা ৪৮, ১১৬)*। আর বিদ'আত এমন আমল, যার ফল হবে শূন্য।[২১] অথচ দেশে দেদারসে চলছে শিরক-বিদ'আত। শিরক-বিদ'আতের ব্যাপকতায় প্রকৃত তাওহীদ ও সুন্নাতই যেন হারিয়ে যাচ্ছে।

মানুষ তাওহীদ-শিরক, সুন্নাত ও বিদ'আতের মধ্যেকার পার্থক্য নিরূপণ করতেও ব্যর্থ হচ্ছে। অনেকে জেনে বিদ'আত করছে। আবার অনেকে না জেনে বিদ'আত করে আমল বিনষ্ট করছে। এই জানা অজানা বা ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় করা সকল প্রকারের শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে মাসিক **আত-তাহরীক** জন্মলগ্ন থেকেই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে আসছে। আত-তাহরীক-এর বিভিন্ন বিভাগে শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ লেখনী প্রকাশিত হয়ে আসছে। ফলে পাঠক মহল শিরকী আক্বীদা ও বিদ'আতী আমল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করে তা থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হচ্ছে।

ছহীহ দলীল ভিত্তিক ফৎওয়া দান :

ফৎওয়া বা 'প্রশ্নোত্তর বিভাগ' আত-তাহরীক-এর একটি নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও মানব হৃদয়ে জাগ্রত হওয়া হাযারো প্রশ্নের জওয়াব তারা নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানতে চায়। মাসিক আত-তাহরীক কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। এদেশের অধিকাংশ মানুষের ধারণা মানব জীবনের সকল প্রশ্নের উত্তর কেবল কুরআন-হাদীছে পাওয়া যায় না। এ ধারণার বিপরীতে আত-তাহরীক প্রমাণ করেছে যে, যুগ-জিজ্ঞাসার সমাধান কুরআন-হাদীছের মাধ্যমেই দেওয়া সম্ভব।

মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রতি সংখ্যায় ৪০টি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে প্রশ্ন বাছাইয়ের পর তা ফৎওয়া লেখকদের নিকটে পাঠানো হয়। সকলের লিখিত জবাব পাওয়ার পর 'দারুল ইফতা'-এর বৈঠক হয়। সেখানে প্রশ্নোত্তরগুলোর ব্যাপক পর্যালোচনা, যাচাই-বাছাই সম্পন্নের পর সর্বসম্মতিক্রমে যে ফৎওয়াগুলো প্রকাশের অনুমোদন লাভ করে কেবল সেগুলোই আত-তাহরীকে প্রকাশ করা হয়। এভাবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে ৪০টি প্রশ্নোত্তর প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে, আত-তাহরীক-এর ফৎওয়া বিভাগের মাধ্যমে সমাজের ব্যাপক সংস্কার সাধিত হচ্ছে। সমাজে প্রচলিত ভুল ফৎওয়ার কারণে বিভ্রান্ত মানবতা কুরআন-হাদীছ ভিত্তিক সঠিক ফৎওয়া জেনে তাদের আমলী যিন্দেগীকে বিশুদ্ধভাবে ঢেলে সাজাতে সক্ষম হচ্ছে।

২১. *কাহফ ১০৩-১০৪; মুসলিম হা/১৭১৮।*

পাঠকদের দৃষ্টিতে আত-তাহরীক :

মাওলানা মাহফূযুর রহমান, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত: 'হঠাৎ একদিন আমার বড় ছেলে ডাঃ হাবীবুর রহমান মাসিক 'আত-তাহরীক' জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী'৯৮ সংখ্যা আমার হাতে তুলে দেয়। খুব মনোযোগ সহকারে পত্রিকা দু'টি পড়ে শেষ করি। পত্রিকা দু'টো আমাকে এতই উদ্বুদ্ধ ও আকৃষ্ট করল, যা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। আমি হানাফী মতাবলম্বী হলেও আহলেহাদীছকে শ্রদ্ধা করতাম। তবে অনেক পূর্বে আমি তাদের বিদ্বেষের চোখেও দেখতাম।

আত-তাহরীকের মধ্যে আমার মনোজগতে লুক্কায়িত বহু প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পেলাম। **তাহরীক** মৃত ইসলামকে সঞ্জীবিত করে, ইহকালীন সমস্যা সমূহের মূল্যায়ন করে, পরকালীন মুক্তির পথ দেখায় ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আহ্বান জানায়। আত-তাহরীক সত্যিকার অর্থে নির্ভেজাল আদর্শের অবিরাম সামুদ্রিক ঢেউয়ের কল্লোল, যা সারা বিশ্বকে স্তব্ধ করে ছাড়বে। যদি 'আত-তাহরীক' আজও না পেতাম, আমার মনে হয় জাহান্নামও আমাকে পোড়াতে ঘৃণা করত। আমার এ অমূল্য জীবনকে ঢেলে সাজানোর জন্য কেউ যদি বৃহৎ অংকের ঋণ দিয়ে থাকে, তবে সেটি হ'ল 'আত-তাহরীক'।[২২]

যহুর বিন ওছমান, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর : 'বাংলাদেশের মাটিতে প্রতিদিন অসংখ্য ইসলামী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ যাবৎ এমন কোন পত্রিকা পাইনি যা প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর সরল-সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। অবশ্য হৃদয়ে সাময়িক আনন্দ-অনুভূতি সৃষ্টির জন্য অনেক লেখাই প্রকাশিত হয় প্রতিনিয়ত। অথচ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক লেখা আমাদের দেশে খুবই অপ্রতুল। দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক লেখার সমাহার নিয়ে সম্প্রতি একটি খাঁটি ইসলামী দাওয়াতী পত্রিকা বের হয়েছে যার তুলনা দ্বিতীয়টি আর নেই। প্রকৃত আলোর বিস্ফোরণ এই পত্রিকাটির নাম হল **'মাসিক আত-তাহরীক'**। আমি মনে করি প্রতিটি মুমিন নর-নারীর জন্য এই পত্রিকাটি ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের পথ দেখাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দিতে পারবে ছহীহ শুদ্ধ আত্মার খোরাক'।[২৩]

মাওলানা যিল্লুর রহমান নদভী, হরিরামপুর, দিনাজপুর : 'মাসিক আত-তাহরীক পাঠ করে আমি কেন বাংলার মাটিতে যাদের অন্তরে বিন্দুর বিন্দু ঈমানী জাযবা আছে তারা সকলেই এক নবজীবন লাভ করেছে। বিশেষ করে আগষ্ট'৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'হায়াতুন্নবী' প্রবন্ধটি তাওহীদী মনভাব সম্পন্ন যুবকদেরকে শিরক ও বিদ'আতের দুর্যোগময় আখড়া থেকে লক্ষ কোটি মাইল দূরে সরিয়ে এনেছে। আর যারা হায়াতুন্নবীতে বিশ্বাসী তাদের মাথায় চরমভাবে বজ্রাঘাত ও এ্যাটমবোম নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ফাসেদ আক্বীদা পোষণকারীগণ তাহরীক পাঠ করে থমকে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত দিয়ে ধরাশায়ী হয়ে হস্তপদ লাফাচ্ছে। আপনাদের এই খেদমত আল্লাহ পাক

২২. *আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ'৯৯, পাঠকের মতামত, পৃ: ৪৯।*
২৩. *আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মে'৯৯, পাঠকের মতামত, পৃ: ৪৫।*

কবুল করুন এবং পরকালে এর বিনিময়ে জাযায়ে খায়ের দান করুন-আমীন'![২৪]

মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ (ম্যাজিষ্ট্রেট অবঃ), রাজশাহী : 'মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকাটির আমি একজন নিয়মিত পাঠক ও সৌজন্য কপি প্রাপ্ত ব্যক্তি। ইসলাম ধর্ম নীরব নিথর একটি জড়পদার্থ বিশেষ নয়। এটি একটি চলন্ত অতি বেগবান ও সমস্যা সমাধানের বাস্তব ধর্ম। অতীতে এরূপ আবেগ অনুভূতি নিয়েই জন্ম নিয়েছিল কলিকাতা থেকে মাসিক 'আহলে হাদীস' ও পাবনা থেকে মাসিক 'তর্জুমানুল হাদিছ' পত্রিকা। যার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মোহাম্মদ আব্দুল হাকীম (হানাফী) ও মোহাম্মদ বাবর আলী (আহলেহাদীছ) এবং মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী ছাহেব। আমি মনে করি 'ইসলাম যেন্দা হোতা হায় হার কারবালা কে বা'দ' এ ব্যাখ্যা সত্য নয়। ইসলাম একটা চঞ্চল গতিধারা নিয়ে চলমান পরিপূর্ণ ধর্ম। যার বিকাশ শুরু হয়ে দীর্ঘ ১৪ শত বছর অতিক্রম করে আজও যিন্দাবাদ সর্বস্ব না হয়ে অর্থবাহী এক পূর্ণ ও গতিশীল জীবন ব্যবস্থা। ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সত্যিই এ পথ অনুসরণে তৎপর এবং এ সংগ্রামে তিনি অতীতের জয়ী মুসলিম সেনাপতিদের পথ অনুসরণে কৃতী ব্যক্তিত্ব'।[২৫]

কুমকুম আখতার খানম, খুরমা, ছাতক, সুনামগঞ্জ : 'আমার স্বামী সঊদী আরবের জুবাইল শহরে কর্মরত আছেন। তাঁর পরামর্শে আপনাদের প্রকাশিত মাসিক 'আত-তাহরীক' আমি এবং আমার দু'ননদ নিয়মিত পড়ে থাকি। এই পত্রিকার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে আমরা অনেক অজানা বিষয় জানতে পারছি। বিশেষ করে আক্বীদাগত বিষয় এবং প্রচলিত শিরক-বিদ'আত সম্পর্কিত আলোচনাগুলি আমাদের কাছে অত্যন্ত ভাল লাগে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল 'প্রশ্নোত্তর' পর্ব। এসব কিছু পড়ে আমাদের কাছে যেটা স্পষ্ট হয়েছে, তাহ'ল ছহীহ আক্বীদা ছাড়া কোন আমল বিশুদ্ধ হবে না। আর আমলের ক্ষেত্রে ছহীহ হাদীছ ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করা যাবে না'।[২৬]

মুহাম্মাদ গোলাম রহমান, তায়েফ, সঊদী আরব : 'যুগ সন্ধিক্ষণে 'আত-তাহরীক' একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ। শিরক-বিদ'আত সহ যাবতীয় কুসংস্কারের কুহেলিকায় 'আত-তাহরীক'-এর ষাঁড়াসি অভিযান প্রশংসার দাবী রাখে। আমি আত-তাহরীক কর্তৃপক্ষের উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করছি। আর সাথে সাথে হক্ব পিপাসুদের 'আত-তাহরীক'-এর হরকতে আন্দোলিত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি'।[২৭]

মুহাম্মাদ আকবর আলী খাঁন, (অবঃ নৌ-বাহিনীর সদস্য, ভূ-পর্যটক), কানসোনা, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জঃ 'আত-তাহরীক' সারা বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও তাওহীদী পত্রিকার নাম।.. পত্রিকাটি পড়ে এর নানা অঙ্গে বিচরণ করে সত্যিই আমি বিমোহিত হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি তথ্যবহুল সব আলোচনার জন্য।.. আমি মনে করি মুসলমানদের চরম এ দুঃসময়ে কেবল 'আত-তাহরীক'ই তাদের পাশে বন্ধু হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে পরিচালনা করতে পারে। এমতাবস্থায় পত্রিকাটি যদি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তাহ'লে বিশ্ব মুসলিম এর থেকে অনেক ফায়দা অর্জন করতে পারবে।

আশা রেখে মনে
দুর্দিনে কভু
নিরাশ হয়ো না তাই,
কোনদিন যাহা
পোহাবে না হায়
তেমন রাত্রি নাই'।[২৮]

এ. কে. মহিউদ্দীন আহমাদ, হাইলাকান্দি, আসাম, ভারত : 'আমার পারিবারিক আক্বীদা অনুযায়ী আমি প্রথমে বেরেলভী পন্থী ছিলাম। পরে সংস্কারপন্থী দল হিসাবে দেওবন্দী পীরের কাছে মুরিদ হ'লাম। বই পড়ার খুবই অভ্যাস ছিল। সেহেতু মওলানা আব্দুর রহীমের 'সুন্নাত ও বিদ'আত' বইটি পড়ে বুঝতে পারলাম দেওবন্দী-বেরেলভী সবাই বিদ'আতী। তখন থেকেই জামায়াতে ইসলামীর বই-পুস্তক পড়া শুরু করলাম এবং তাদের প্রোগ্রামে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম। তখন আমার কাছে কেবল জামায়াতে ইসলামীই পূর্ণ মুসলমান দল বলে মনে হ'ল। প্রায় পাঁচ বৎসর জামায়াতে কাজ করার পর ওরা আমাকে 'রুকন' হওয়ার জন্য প্রস্তাব দিল। আমি ব্যস্ততার কারণে কিছু সময় চাইলাম। আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবাণী, তিনি আমাকে হেদায়াতের রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। আজ থেকে প্রায় দু'বছর আগে একদিন ইন্টারনেটের মাধ্যমেই পেয়ে যাই 'আত-তাহরীক' ও 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকা। আমার জীবনের সমস্ত কিছুকেই বদলে দিল এই দু'টি পত্রিকা। ভাল করে বুঝতে পারলাম যে, আমি আসল জিনিষের নাগাল পেয়ে গেছি'।[২৯]

উপসংহার :

যে বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে 'আত-তাহরীক'-এর অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল সে লক্ষ্যে 'আত-তাহরীক' আজও স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে অগ্রসৈনিকের ন্যায় এগিয়ে চলছে। কোন অবস্থাতেই বাতিলের সাথে আপোস করছে না। স্রেফ এলাহী বিধানের আলোকে দলীল সহ আত-তাহরীক তার দাওয়াতী মিশন অব্যাহত রেখে চলেছে। *ফালিল্লা-হিল হামদ*। পরিশেষে আত-তাহরীক-এর এই পিচ্ছিল পথের সহযাত্রী সহ সকল শুভানুধ্যায়ীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং বিশ্ব প্রভুর নিকটে এই প্রার্থনা যে, তিনি যেন সকলকে এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিদান প্রদান করেন, এই হক্ব দাওয়াতী মাধ্যমকে যুগ যুগ ধরে টিকিয়ে রাখেন এবং নানাবিধ ষড়যন্ত্র থেকে হেফাযত করেন- আমীন!!

২৪. *আত-তাহরীক, ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, নভেম্বর'৯৯, পাঠকের মতামত, পৃ: ৪৭।*
২৫. *আত-তাহরীক, ৩য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা, জুলাই'২০০০ পাঠকের মতামত, পৃ: ৪৯।*
২৬. *আত-তাহরীক, ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মে'২০০১ পাঠকের মতামত, পৃ: ৪৪।*
২৭. *আত-তাহরীক, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, অক্টোবর'২০০১ পাঠকের মতামত, পৃ: ৪৫।*
২৮. *আত-তাহরীক, ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ'২০০২ পাঠকের মতামত, পৃ: ৪৮।*
২৯. *আত-তাহরীক, ১৬তম বর্ষ তয় সংখ্যা, ডিসেম্বর'২০১২ পাঠকের মতামত, পৃ: ৪৯।*

স্মৃতির আয়নায় আত-তাহরীক-এর সূচনা

*শামসুল আলম**

যখন পৃথিবীর আবহাওয়া ছিল উত্তপ্ত, পরিবেশ ছিল বিষাক্ত, চারিদিকে লংঘিত মানবতার করুণ আর্তনাদ, মযলূম জনতার হাহাকার, শোষকের অত্যাচারে শিশু-নারী-অসহায় মানুষের ক্রন্দনরোল দ্যুলোক-ভূলোককে করেছিল কম্পমান; একই ভাবে দেশে যখন চরম আকার ধারণ করেছিল শাসনের নামে দুঃশাসন, ধর্মের নামে অধর্ম, রাজনীতির নামে কুরাজনীতি, বিচারের নামে অবিচার, তখনই নবসূচনা হয়েছিল দেশের সাড়া জাগানো বিশুদ্ধ আক্বীদার গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত-তাহরীক-এর।

১৯৮৯-৯০ সালের কথা। তখন আমি নতুন আহলেহাদীছ হ'তে যাচ্ছি। প্রথম দাওয়াত আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র বলিষ্ঠ কর্মী ভাই শেখ শফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা)-এর মাধ্যমে। অতঃপর তিনি রাজশাহী শহরের রাণী বাজারস্থ 'যুবসংঘ' অফিসে পরিচয় করিয়ে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের সাথে। সে সময়ে তিনি আমাকে অনেক উপদেশ প্রদান করেন। যাতে আমার জীবনের মোড় ঘুরে যায়।

একদিন শফীক ভাই শহীদ শামসুযযোহা হলের ২১৬ নং কক্ষে আমাকে নিয়ে যান 'যুবসংঘে'র একটা অনুষ্ঠানে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র তৎকালীন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), মেহেরপুরের গোলাম মোস্তফা, আব্দুর বর (মেহেরপুর) আরো অনেকে। সেদিন 'যুবসংঘে'র বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গঠন করা হয়েছিল। এ রিপোর্টটি আমার সাংবাদিকতা জীবনের প্রথম পত্রিকা দৈনিক স্ফুলিঙ্গে (যশোর) ছাপানো হয়েছিল। সেদিনের বৈঠকে আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছিল আহলেহাদীছদের একটা ভাল পত্রিকার প্রয়োজনীয়তার কথা।

অতঃপর দীর্ঘ ৭টি বছর কখন যে শেষ হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণিল জীবনের শেষ প্রান্তে এসে গেলাম। ১৯৯৫ সাল এলএলএম (মাষ্টার্স অব ল) পরীক্ষা শেষ হয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমি সাথী ভাইদেরকে নিয়ে নওদাপাড়া মাদরাসায় যেতাম। এ সূত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের তৎকালীন ছাত্র দুররুল হুদা (গোদাগাড়ী), শেখ রফীক (সাতক্ষীরা), শহীদুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), আব্দুল গফূর (সাতক্ষীরা), মোফাক্ষার হোসাইন (পাবনা), আহসান হাবীব (গাইবান্ধা), আব্দুর রউফ (বগুড়া), আবুল কালাম (জয়পুর হাট) প্রমুখের সাথে সখ্য গড়ে ওঠে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে 'যুবসংঘে'র সঙ্গী ছিলেন শেখ রফীক (সাতক্ষীরা), আব্দুর রব (মেহেরপুর), শিমুল (সাতক্ষীরা), মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা), হাবীবুল্লাহ বাহার (সাতক্ষীরা), মঞ্জুরুল ইসলাম (দিনাজপুর), মঞ্জুরুল ইসলাম (যশোর), হেলালুদ্দীন (দিনাজপুর), আব্দুল্লাহ (নাটোর) এবং নাম না জানা আরও অনেকে। বন্ধুবর দুররুল হুদা, আব্দুর রাযযাক, আব্দুর রউফ প্রমুখের সহযোগিতায় ডঃ গালিব স্যার আমাকে নওদাপাড়া মাদরাসায় শিক্ষকতার কাজ করতে বললেন। ভাবলাম সবে মাষ্টার্স পরীক্ষা শেষ করলাম। কাটাই কিছু দিন, পরে দেখা যাবে। কিন্তু কে জানে জীবনের বহু অংশ এখানে কাটবে?

২৫ মে ১৯৯৫ সালে যোগদান করি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ায় শিক্ষকতার পেশায়। সে সময় মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার বলেছিলেন, আমাদের একটি পত্রিকা বের করতে হবে। আহলেহাদীছদের তেমন কোন পত্রিকা নেই। তিনি বললেন, এটা আমার বহু দিনের স্বপ্ন। কিন্তু দায়িত্বটি কাকে দেব এমন কোন লোক খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি সাংবাদিকতার কাজে জড়িত আছ। এ দায়িত্বটি তুমি গ্রহণ করো। বললাম, স্যার চমৎকার সিদ্ধান্ত। প্রকৃত অর্থে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক কোন পত্রিকা নেই। এটা খুবই প্রয়োজন। তবে এ কাজ আমি পারব কি-না চিন্তার বিষয়। কেননা অনিয়ম-দুর্নীতিতে দেশের সকল সেক্টর ছেয়ে গেছে। ঘুষ প্রদান না করলে কোন অফিসে কাজ হয় না। আর আমি তো ঘুষ দিতে অভ্যস্ত নই। স্যার বললেন, আমার বিশ্বাস তুমি সঠিক নিয়মেই এটা করতে পারবে। আল্লাহ্র নাম নিয়ে শুরু কর, দেখবে কাজ সহজ হয়ে গেছে।

বিশাল এ দায়িত্ব প্রাপ্তির পর আমি রুমে গিয়ে চিন্তা করতে থাকি, কিভাবে বিনা ঘুষে এত বড় একটা কাজ সম্পন্ন করা যায়। এমন কোন বিভাগ নেই, যেখানে অনিয়ম-দুর্নীতি নেই। সাংবাদিক হয়ে অনার্সের সার্টিফিকেট উঠাতে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট সেকশনে। সেখানে সার্টিফিকেট দিবে যে লোক সে আমার কাছে দশ টাকা চেয়ে বসল। বলল, অন্যের কাছ থেকে বেশী নেই আপনার কাছ থেকে কম নিব। লোকটি আমাকে চিনে। আমি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললাম, বেটা বেতন পাওনা, ঘুষ খেয়ে বেঁচে আছ না-কি? জাননা 'ঘুষদাতা, ঘুষগ্রহীতা উভয়ে অভিশপ্ত'। কোন অন্যায় কাজে বাধা দেয়াও নেকীর কাজ, 'যুবসংঘে'র কাজ করতে গিয়ে এ শিক্ষা পেয়েছি। যাক লোকটিকে এমন ধমক ও ভয় দেখানো হ'ল যে, টাকা তো দূরের কথা সে লজ্জিত হয়ে বলল, ভাই টাকা লাগবে না।

এক্ষণে ভাবতে শুরু করলাম, কিভাবে বিনা ঘুষে পত্রিকার অনুমোদন ও রেজিষ্ট্রেশনের কাজ সম্পন্ন করতে পারি। মহান আল্লাহ্র উপর ভরসা করে কাজ শুরু করলাম। প্রথমে আবেদন করতে হবে ডিসি অফিসে। স্যারের পূর্ণ বায়োডাটা ও বহু কাগজপত্র সহ আবেদন পত্র জমা দিলাম রাজশাহী ডিসি অফিসে। কয়েকদিনের মধ্যে পুলিশী তদন্ত গেল স্যারের আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায়। পুলিশ

* *শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

কর্মকর্তা স্যারের সাক্ষাৎকার নিলেন। বেচারা স্যারের পরিচয় পেয়ে আর আমার সাংবাদিকতার কথা জেনে টাকা চাওয়ার সাহস করতে পারেনি। ভাবলাম টাকাতো দিব না, তবে কি করা যায়? আবার ভাল রিপোর্টও দরকার। সাথে ছিল 'যুবসংঘে'র তৎকালীন তাবলীগ সম্পাদক আহসান হাবীব। আমরা দু'জন বলাবলি করছি পুলিশকে কি বলা যায়? পুলিশের বিশ্বাস আমরা তাকে অবশ্যই কিছু দিব। কারণ তার ধারণা এটা দেয়া-নেয়া কোন দোষের কিছু নয়। শুধু পত্রিকা অফিস কেন দেশের সবখানে এই বখশিসের নিয়ম চালু আছে। এটাকে তো ঘুষ বলা যাবে না (?) শুধু পুলিশ কেন, ডিসি, এসপি, সচিব, মন্ত্রী, বিচারক, শিক্ষক, সাংবাদিক সহ সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষ এই অদ্ভূত (?) নিয়মের সাথে জড়িত।

বললাম, চলেন তিন জন মিলে তাকে সি.এণ্ড.বি মোড় সংলগ্ন মেট্রোপলিটন পুলিশ সদর দপ্তরে তার অফিসে পৌঁছে দিয়ে আসি। আহসান ভাই বলল, তাই-ই হোক। মটর সাইকেলে তিনজনে রওনা হয়ে সাহেব বাজারে পৌঁছলাম। সেখানে তিনজনে হালকা নাস্তা সেড়ে পুলিশ কর্মকর্তাকে তার অফিসে পৌঁছে দিলাম। ফেরার পথে তিনি আমাদের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, আপনারা চলে যাচ্ছেন? বললাম, হ্যাঁ ভাই, আপনার তেমন কোন খেদমত করতে পারলাম না। এজন্য দুঃখিত। যদি আপনার একটি ভাল রিপোর্টে পত্রিকাটি বের হয় তাহ'লে আপনার উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হবে এবং অনেক নেকী পাবেন, সমাজও উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ। তিনি তাতেই যেন খুশী হ'লেন। ওখান থেকে বিদায় নিলাম। ভাবলাম কাজটি তো কেবল শুরু মাত্র। বহুদূর এখনও বাকী। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ডিসি অফিস, ডিএফপি, তথ্য মন্ত্রণালয় প্রভৃতি অফিস হয়ে অনুমতির ফাইল আমাদের হাতে আসবে। ঐ সমস্ত সেক্টরে তো আরও নামী-দামী ঘুষখোর বসে আছে।

যাই হোক পুলিশ দপ্তর ভালই রিপোর্ট দিল। কিন্তু অনেক দেরী হ'ল। রিপোর্ট পাওয়ার পর ১৯৯৬ সালে 'তাওহীদের ডাক' নামে পত্রিকার অনুমোদনের জন্য প্রথম ডিসি অফিস, অতঃপর ডিএফপি অফিস, ঢাকাতে ছাড়পত্রের জন্য পাঠানো হ'ল। প্রায় ১ বছর পর জানা গেল সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ে এই নামে আরেকটি পত্রিকা রয়েছে। সুতরাং এই নামে রেজিষ্ট্রেশন দেয়া যাবে না। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! হতাশাগ্রস্ত না হয়ে স্যার বললেন, আবার একটি নাম পাঠাও। এবারে নাম দিলেন **মাসিক আত-তাহরীক**। সেই নামে আবার পুলিশী তদন্ত হল এবং ডিসি অফিসে পাঠানো হ'ল। কাজ এবার কিছুটা সহজে হ'ল। কারণ কাগজপত্র গোছানো ছিল। ডিসি অফিস 'মাসিক আত-তাহরীক' নামে ছাড়পত্রের জন্য ঢাকাতে আবার পাঠিয়ে দিল। এজন্য পূর্বে ও পরে ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে কতবার যে যাওয়া-আসা করতে হয়েছে, কত সময় ও অর্থ যে ব্যয় হয়েছে তার হিসাব নেই। এজন্য আহসান হাবীব, মোফাক্ষার ভাইকে নিয়েও অনেক সময়ে বিভিন্ন স্থানে মটর সাইকেল যাতায়াত করেছি। দুররুল হুদা ভাই সহ অনেকে সহযোগিতা করেছেন। একদিন ডিএফপি অফিসের এক অফিসার বললেন, আপনাদের পত্রিকার ছাড়পত্র হয়ে গেছে। আপনি রাজশাহী চলে যান। রাজশাহী জেলা প্রশাসক আপনাদের ছাড়পত্রের কাগজ দিয়ে দিবেন। তখন ছিল আগষ্ট মাস, ১৯৯৭ সাল। ডিসি আমাদেরকে ছাড়পত্রের কাগজ দিলেন এবং বললেন, পোষ্টাল একাডেমি নওদাপাড়া রাজশাহী (পিএমজি) অফিসে যান। সেখান থেকে আপনাদের পত্রিকার রেজিষ্ট্রেশন নম্বর দিবে। সাথে সাথে কাগজ নিয়ে এলাম। জমা দিলাম রেজিষ্ট্রেশন নম্বর পেয়ে গেলাম। রেজিঃ নম্বর হ'ল রাজ-১৬৪। *আলহামদুলিল্লাহ!* দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল এবার পাওয়া গেল। যার পর নাই আনন্দিত হ'লাম। এক ভিন্ন অনুভূতি হৃদয়তন্ত্রীকে আন্দোলিত করে তুলল। স্যারকে রেজিষ্ট্রেশন ও ছাড়পত্রের কাগজ দিলাম। তাঁর চোখে-মুখে সেদিনের হাসি ও উচ্ছাস আমাকে আরও আনন্দিত করল। তিনি আমার জন্য দো'আ করলেন, এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাকে ইহকালে কল্যাণ ও পরকালে মুক্তি দান করেন। সেদিন স্যারকে বলেছিলাম, এর যাত্রা যেন আরও সুন্দর ও লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়, সেটাই আমাদের এখন অন্যতম কাজ।

অতঃপর ১ম সংখ্যা হিসাবে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ সালে বের হল সাড়া জাগানো মাসিক পত্রিকা আত-তাহরীক। মাত্র ২০০০ কপি দিয়ে যাত্রা শুরু হ'ল। রূপান্তরিত হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুখপত্র হিসাবে। আমীরে জামা'আত হ'লেন প্রধান সম্পাদক। আব্দুল ওয়াজেদ সালাফী হ'লেন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। মুহাম্মাদ হারুন হোসাইন হ'লেন নির্বাহী সম্পাদক। সার্কুলেশন ম্যানেজার ও হিসাব রক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পড়ল আমার উপর। এ বিষয়ে তত অভিজ্ঞতা না থাকলেও শিক্ষকতার পাশাপাশি ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে বিকেলে, কখনও দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত ক্লান্তিহীনভাবে আত-তাহরীক-এর দায়িত্ব পালন করতে শুরু করলাম। তাহরীক ১ম সংখ্যা ২০০০ বের হওয়ার পর কয়েকদিনের মধ্যে আরও ২০০০ কপির অর্ডার এল। মুহূর্তে পত্রিকার প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পেতে থাকল। শুরু হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক নির্ভেজাল আক্বীদা সমূহ প্রচারের এক নব যাত্রা। সে যাত্রা ছিল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী বার্তা নিয়ে। সে যাত্রা ছিল মানব জীবনের ইহকাল-পরকালের মুক্তির পথ দেখানোর যাত্রা।

তিন মাস পর পত্রিকার দায়িত্বশীল পরিবর্তন হ'ল। মুহাম্মাদ হারূণের পরিবর্তে দায়িত্বে এলেন বর্তমান সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সে সময়ে তিনি নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন শুরু করেন। এর ৭/৮ মাস পর সার্কুলেশন ম্যানেজারের দায়িত্বে এলেন আবুল কালাম আযাদ (গাইবান্ধা)। যিনি গত ২০ অক্টোবর ২০১২ তারিখে স্ট্রোক করে স্ত্রী-সন্তান রেখে চিরবিদায় নিয়েছেন *(ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন)*। তার নিজ হাতে লেখা তাহরীকের বিভিন্ন খাতা এখনও আমার নিকট রয়েছে।

যখন এগুলো দেখি তখনই তার সাথে দীর্ঘ দিনের কাজের মধ্যে তার হাস্যময় চেহারার কথা আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে।

তাহরীকের প্রথম জীবনের জনশক্তির দৈন্যতা এখন আর নেই। এখন কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে তাহরীক একটি বিশাল পরিবার। সেই সাথে সার্কুলেশনও বৃদ্ধি পেয়েছে আশানুরূপ। এছাড়া ইন্টারনেটে বিশ্বব্যাপী তাহরীকের প্রচার-সুনাম ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সঠিক দ্বীনের মশাল জ্বালিয়ে এগিয়ে চলেছে একগুচ্ছ জিহাদী কলম। বাতিলের ভীত কাঁপিয়ে দিয়েছে এই তরুণ বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর 'আত-তাহরীক'। তাই তো মনে পড়ে আত-তাহরীক পত্রিকার স্বপ্নদ্রষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের সেই দিনের কথা। মনে পড়ে আজ তাঁর দূরদর্শিতা ও পত্রিকার মান রক্ষায় বিভিন্ন পরামর্শের কথা। মনে পড়ে আমার সেই দিনগুলোর কথা। জানি না কতদিন আত-তাহরীক-এর খেদমত করতে পারব। জানি না কে কখন হারিয়ে যাব। কিন্তু যেন তাহরীক বেঁচে থাকে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের গহীনে।

হে আল্লাহ! এই প্রার্থনা তোমার কাছে, ক্বিয়ামত অবধি তুমি এ প্রাণের পত্রিকা আত-তাহরীককে বাঁচিয়ে রাখ, লক্ষ-কোটি তাওহীদপন্থী মানুষের অন্তরে, সকল মানুষের মুখে, সমাজে, রাষ্ট্রে, ইসলামী রেনেসার বিজয়বার্তা নিয়ে। কবির ভাষায় বলতে হয়-

কেটেছে রঙিন মখমল দিন নতুন সফর আজ,
শুনেছি আবার লোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোওয়ার মউজের ফিরে সফেদ চাঁদির তাজ
পাহাড় বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;
নতুন পানিতে সফর এবার হে মাঝি সিন্দাবাদ।

হে আল্লাহ! যার বিনিদ্র রজনীর অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা এবং অগ্নিঝরা খুরধার লেখনীর মাধ্যমে পত্রিকাটি আন্তর্জাতিক মানে অভিষিক্ত হয়েছে সেই শ্রদ্ধাভাজন লেখক, সাহিত্যিক শিক্ষক ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার এবং যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম পত্রিকার অগ্রগতিতে সাহায্য করেছে তাদের সকলের দীর্ঘায়ু কামনা করছি। আত-তাহরীকের মান শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাক। কায়মনোবাক্যে মহান আল্লাহ্‌র কাছে এই দো'আ ও প্রার্থনা করি। আল্লাহ তুমি কবুল কর।-আমীন!

MEATLOAF

Fast Food, Kabab & Ice-Cream Parler
এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার কেক, বিরিয়ানী, কাচ্চি বিরিয়ানী,
তেহেরী, হালিম অর্ডার অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়।
সকলের শুভ কামনায় MEATLOAF

প্রধান শাখাঃ সাহেব বাজার (জিরো পয়েন্ট), রাজশাহী-৬১০০। ফোনঃ ৭৭৩২৮৭।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৩ সফল হোক
NUMERA PROPERTIES AND TECHNOLOGY LTD
Laxury flat for sell in Dhaka and Rajshahi.
আবাস সেবায় শীর্ষে

House # 5, Road # 5 (2nd F
Shenpara Parbata
Mirpur-10,
Dhaka-1216
Mobile : 01731-809156,
01929-727372, 01929-916850,
01199-196194 Tell : 8060594
l :nazrul@numeraproperties.com
eb : www. numeraproperties.com

শিশুদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা

*ইমামুদ্দীন**

চরিত্র মানুষের মুকুট স্বরূপ। মানব জীবনের জন্য চরিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চরিত্র অর্থ-সম্পদ দিয়ে ক্রয় করার মতো কোন বস্তু নয়। বরং তা জীবন চলার পথে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ সাধনার মাধ্যমে তিলে তিলে অর্জন করতে হয়। পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক-গুরুজন সহ পরিচিত জনদের মাধ্যমে তা নির্ণীত হয়। তাদের সাথে চলাফেরা, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সততা, নিষ্ঠা, ভালবাসা, সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা, ধৈর্যশীলতার মত নানাবিধ কাজের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের বিচার-বিশ্লেষণে একজন ব্যক্তি সচ্চরিত্রবান হিসাবে চিহ্নিত হন। সচ্চরিত্রবান নামক সনদটি নিতে তাকে অনেক বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হন। অনেক দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা নীরবে সইতে হয়। বহু দিনের সাধনালব্ধ এই সনদটি আবার সামান্য ত্রুটির জন্য নিমিষেই চুরমার হয়ে যায় কাঁচের পাত্রের ন্যায়। দেখা যায়, কোন ব্যক্তি সচ্চরিত্রবান উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন, ক'দিন পর স্বীয় প্রবৃত্তি বা শয়তানের প্ররোচনার জালে জড়িয়ে বিভিন্ন হীন কর্মে লিপ্ত হয়ে মুহূর্তেই চরিত্রহীন বলে আখ্যায়িত হয়। সুতরাং নীচে নামাটা যত সহজ উপরে উঠা তত সহজ নয়।

ধরাপৃষ্ঠে মানুষ যখন সচ্চরিত্রের মত মহৎগুণ অর্জনে সক্ষম হবে তখন শান্তির সুবাতাস সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রবাহিত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'লেও সত্য যে, আমরা সচ্চরিত্রের সনদটি অর্জনের ব্যাপারে খুবই উদাসীন। তাই মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত উর্দূ কবি আল্লামা ইকবাল আক্ষেপ করে বলেন, মানুষ সূর্যের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, মাটির মানুষ হয়ে বিচরণ করতে পারে চাঁদের রাজ্যে, অথচ সে এ পৃথিবীতে মানুষের মত হয়ে চলতে পারে না।[৩০]

আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের জন্য চরিত্রবান মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুন্দর সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত হ'ল সচ্চরিত্রবান মানুষ। মানুষকে চরিত্রবান হ'তে হ'লে শৈশবকাল হ'তে চেষ্টা করতে হয়, তাহ'লে উক্ত প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হয়। এক্ষেত্রে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভূমিকা প্রশংসনীয়। এদেশের মানুষের সুন্দর জীবন গড়ার লক্ষ্যে সাংগঠনিক স্তরকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছে। বয়স্কদের মাঝে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', যুবকদের মাঝে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ', মহিলাদের মাঝে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' এবং শিশু-কিশোরদের মাঝে 'সোনামণি' সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। চারটি স্তরই একই কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

তন্মধ্যে 'সোনামণি' শিশু-কিশোরদের সার্বিক জীবন সুন্দর করে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। শিশুর চরিত্র নির্মল ও সুন্দর করার বাস্তব পদক্ষেপও রয়েছে 'সোনামণি' সংগঠনের কার্যক্রমে। এক্ষণে আমরা 'শিশুদের চরিত্র গঠনে সোনামণি সংগঠনের ভূমিকা' সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

'সোনামণি' সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হ'ল 'শিশু-কিশোরদের মাঝে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি ও তদনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।[৩১] মূলতঃ চরিত্রবান হওয়া ছাড়া কোন ক্রমেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। আর সচ্চরিত্রবান হওয়ার জন্য নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ করতে হবে। কেননা এ পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম ও অনুসরণীয় হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। মহান আল্লাহ তাঁর সুমহান চরিত্রের সনদ দিয়েছেন এভাবে, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ 'নিশ্চয়ই আপনি মহত্তম চরিত্রে অধিষ্ঠিত' *(কলম ৪)*।

এ আয়াতে মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সর্বোত্তম চরিত্রের মানুষ বলে অভিহিত করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর ছাহাবীগণের ঘোষণায়ও তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে। যেমন আনাস (রাঃ) বলেন, خَدَمْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِيْنَ، فَمَا قَالَ لِى أُفٍّ، وَلاَ لِمَ صَنَعْتَ وَلاَ أَلاَّ صَنَعْتَ– 'আমি একাধারে দশ বছর নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমত করেছি। কিন্তু তিনি কোন দিন আমাকে 'উফ' শব্দটি পর্যন্তবলেননি। এমনকি একাজটি কেন করেছ আর তা কেন করনি- এমন কথাও কোন দিন বলেননি।[৩২]

আনাস (রাঃ) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের মানুষ। একদা কোন এক কাজে আমাকে পাঠাতে চাইলেন। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি যাব না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে কাজের জন্য আমাকে আদেশ করেছেন, আমি সে কাজে অবশ্যই যাব। অতঃপর আমি বের হ'লাম এবং এমন কতিপয় বালকদের নিকট এসে পৌঁছলাম যারা বাজারের মধ্যে খেলাধুলা করছিল। এমন সময় হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পিছন হ'তে আমার ঘাড় চেপে ধরলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি হাসছেন। তখন তিনি স্নেহের স্বরে বললেন, হে উনাইস! আমি তোমাকে যে কাজের জন্য আদেশ করেছিলাম সেখানে কি তুমি গিয়েছিলে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এইতো আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।[৩৩] তিনি আরো বলেন, আমার বয়স যখন

* কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি ও সহকারী শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩০. মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, অনুবাদ: মুহাম্মাদ যইনুল আবেদীন, প্রবন্ধ : একটি আদর্শ সমাজের সন্ধানে, মাসিক অগ্রপথিক (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ইং), ঈদ-ই মিল্লাদুন্নবী সংখ্যা, পৃঃ ২৮১।

৩১. গঠনতন্ত্র, (রাজশাহী : সোনামণি, ৩য় সংস্করণ, ২০১০), পৃঃ ৪।

৩২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮০১।

৩৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮০২।

আট বছর তখন রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে যোগ দেই এবং দশ বছর যাবৎ তার খেদমত করেছি। কোন সময় কোন জিনিস নষ্ট হয়ে গেলেও তিনি আমাকে কখনো তিরস্কার করতেন না। যদি পরিবার বর্গের কেউ আমাকে তিরস্কার করতেন, তখন তিনি বলতেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা যা হওয়ার ছিল তা তো হবেই।[৩৪]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ– অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদরত অবস্থা ব্যতীত কখনো কাউকে নিজ হাতে প্রহার করেননি। নিজের স্ত্রীগণকেও না, খাদেমকেও না। আর যদি তাঁর দেহে বা অন্তরে কারো পক্ষ হ'তে কোন প্রকার কষ্ট বা ব্যথা লাগত, তখন নিজের ব্যাপারে সে ব্যক্তি হ'তে কোন প্রকারের প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজ করে বসত, তখন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে শাস্তি দিতেন'।[৩৫]

আনাস (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) একটি নাজরানী চাদর গায়ে জড়িয়ে পথ চলছিলেন। পথিমধ্যে এক বেদুইন তার চাদর ধরে হেঁচকা টান দেয়। ফলে চাদরের টানে তাঁর গলায় দাগ পড়ে যায়। এরপর ঐ বেদুইন বলল, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আল্লাহ তা'আলার যে সকল সম্পদ আপনার হাতে আছে তা হ'তে আমাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিন। তখন নবী করীম (ছাঃ) তার দিকে ফিরে তাকালেন এবং হেসে ফেললেন। অতঃপর তাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[৩৬]

উপরোক্ত হাদীছগুলো থেকে এটাই প্রতিভাত হয় যে, রাসূল (ছাঃ) পৃথিবীতে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। চারিত্রিক দিক দিয়ে তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তাঁর আদর্শ গ্রহণ করার মধ্যেই মুসলিম জাতির কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই 'সোনামণি' সংগঠনের মূলমন্ত্র নির্ধারণ করা হয়েছে 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেকে গড়া'।[৩৭] উক্ত মূলমন্ত্র নিম্নোক্ত আয়াতের আলোকে গ্রহণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে' *(আহযাব ২১)*। 'সোনামণি' সংগঠন প্রতিটি শিশুকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর চরিত্রে গড়ে তুলতে চায়। এজন্য সোনামণির ৫টি নীতিবাক্যের (খ) নম্বরে বলা হয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি'।[৩৮]

৩৪. বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/১৪২৯; মিশকাত হা/৫৮১৯, সনদ ছহীহ।
৩৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮১৮।
৩৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮০৩।
৩৭. গঠনতন্ত্র, পৃঃ ৪।
৩৮. গঠনতন্ত্র, পৃঃ ১৩।

'সোনামণি' সংগঠন ঘোষণা করেছে যে, প্রত্যেক সোনামণিকে নবী করীম (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেকে গড়তে হবে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁকেই সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। কেননা তাঁর আদর্শ মান্য করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, قُلْ أَطِيْعُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ، 'হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহকে মান্য কর ও রাসূলের অনুসরণ কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও তাহ'লে নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩১-৩২)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ– 'রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং তিনি যা নিষেধ করেন তা বর্জন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর' *(হাশর ৭)*।

তিনি আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে মান্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমাদের মধ্যকার নেতাকেও মান্য কর। যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মাঝে মতনৈক্যের সৃষ্টি হয় তাহ'লে বিবদমান বিষয়কে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও' *(নিসা ৫৯)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلاَ تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং তদীয় রাসূলের। আর তোমাদের আমলগুলো ধ্বংস করে দিও না' *(মুহাম্মাদ ৩৩)*।

উক্ত আয়াতগুলো থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুসরণের মধ্যেই মুসলিম জাতির কল্যাণ নিহিত। পক্ষান্তরে তাঁর অনুসরণ না করলে আমল বরবাদ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাঁর অনুসরণের জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى– 'আমার সকল উম্মতই জান্নাতে যাবে কেবলমাত্র অস্বীকারকারী ব্যতীত। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! অস্বীকারকারী কে? উত্তরে তিনি বললেন, যে আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে আমার অবাধ্যতা করবে সে অস্বীকারকারী'।[৩৯]

৩৯. ছহীহ বুখারী, হা/৭২৮০।

অন্যত্র তিনি বলেন, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! যদি এখন মূসা (আঃ) প্রকাশিত হন। আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ কর তাহ'লে তোমরা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হবে। মূসা (আঃ) পুনরায় যদি জীবিত হন আর আমার নবুওয়াত কাল পেয়ে যান তাহ'লে তিনি আমারই অনুসরণ করবেন।[৪০]

তিনি আরো বলেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ– 'তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এমনকি সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তর হব'।[৪১]

সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে মানব জাতির মুক্তি। তাঁর হুবহু অনুসরণ করেই ছাহাবায়ে কেরাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। তাই আমরা সোনামণি শিশু-কিশোরদেরকে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তুলতে চাই। সে লক্ষ্যেই সোনামণির মূলমন্ত্র ও নীতিবাক্য সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।

'সোনামণি'র পাঁচটি নীতিবাক্যের (গ) নম্বরে বলা হয়েছে- 'নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ি তুলি'।[৪২] অর্থাৎ সোনামণির প্রত্যেক সদস্য সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে জীবন গঠনে সচেষ্ট থাকবে। কেননা সচ্চরিত্রই হচ্ছে পুণ্য। যা আদর্শ মানুষ, সমাজ ও জাতি গঠনের মূল উপাদান। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ– 'পুণ্য হ'ল উত্তম স্বভাব বা চরিত্র। আর পাপ হ'ল যে কাজ তোমার অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে এবং তুমি ঐ কাজটি জনসমাজে প্রকাশ হওয়াটা অপসন্দ কর'।[৪৩] অর্থাৎ চরিত্রের মাঝেই রয়েছে পুণ্য বা কল্যাণ। বস্তুতঃ সমাজে উত্তম তারাই যাদের চরিত্র ভাল। চরিত্রবান মানুষকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ভালবাসে। পক্ষান্তরে দুশ্চরিত্রের লোককে সকলেই ঘৃণার চোখে দেখে। সুতরাং সমাজের মানুষের কাছে প্রিয় পাত্র হওয়ার জন্য উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। উত্তম চরিত্রের মানুষ সবচেয়ে ভাল। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلاَقًا– 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার কাছে অধিক প্রিয় যার বয়স বেশী ও চরিত্র ভাল'।[৪৪] তিনি আরো বলেন, إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا– 'তোমাদের মধ্যে আমার নিকটে প্রিয় সে ব্যক্তিই যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম'।[৪৫] মুযাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি একদা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সর্বোত্তম জিনিস কোন্টি যা মানব জাতিকে দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন, الْخُلُقُ الْحَسَنُ 'উত্তম চরিত্র'।[৪৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে শিশু-কিশোরদের জীবন গঠনের জন্য দরকার যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ মানুষকে বিভিন্ন বিষয় বুঝতে সহজ করে দেয়। জটিল কোন বিষয়ও আয়ত্ত্ব করতে সহজ করে দেয়। তাই শিশুদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে প্রয়োজন সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ। যেমন ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সন্তানদের প্রশিক্ষণের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেন। পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লিখিত হয়েছে, رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ 'হে আমাদের রব! তাদের প্রতি তাদের জাতির মধ্য হ'তেই এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। নিশ্চয়ই আপনি বড় শক্তিমান ও বিজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ১২৯)*।

প্রশিক্ষণ সম্পর্কে মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে ব্যক্তি কুরআন নিজে শিক্ষা করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়।[৪৭] প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উপরের আলোচনা থেকে সহজেই অনুমিত হয়। তাই সোনামণির চার দফা কর্মসূচীর তৃতীয় দফা হ'ল- তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল সুষ্ঠু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদেরকে চরিত্রবান ও যোগ্য করে গড়ে তোলা।[৪৮]

ওমর ইবনু আবু সালমা (রাঃ) বলেন, كُنْتُ غُلاَمًا فِيْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِيْ تَطِيْشُ فِي الصفحة. فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سم الله وكل يَمِيْنِكَ وكل مِمَّا يَلِيْكَ– 'আমি শৈশবে রাসূল (ছাঃ)-এর গৃহে ছিলাম। আমার হাত খাবার পাত্রের চতুর্দিকে যাচ্ছিল। তখন রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'বিসমিল্লাহ' বল, ডান হাতে খাও এবং নিজের সম্মুখ হ'তে খাও'।[৪৯] এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, শিশুকে সার্বিক বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে।

'সোনামণি' সংগঠনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আদর্শ জাতি গঠন করা। এজন্য শাখা সংগঠনের এক পর্যায়ে বলা হয়েছে, 'বাস্ত ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইসলামী আদব ও আচরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা'।[৫০] 'সোনামণি' কেন্দ্রের দায়িত্ব-কর্তব্যের

৪০. দারেমী, মিশকাত হা/১৯৪, সনদ ছহীহ।
৪১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, হা/১৫।
৪২. গঠনতন্ত্র, পৃঃ ১৩।
৪৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭৩।
৪৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭৪।
৪৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০৭৫।
৪৬. বায়হাক্বী, ছহীহ তারগীব ২৬৫২; মিশকাত হা/৫০৭৮; হাদীছ ছহীহ।
৪৭. বুখারী, মিশকাত হা/২১৯০।
৪৮. গঠনতন্ত্র, পৃঃ ৫।
৪৯. মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/৪১৫৯।
৫০. গঠনতন্ত্র, পৃঃ ৬।

অন্যতম হচ্ছে, 'শিশু কিশোরদের চরিত্র গঠন মূলক অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করা'।[৫১]

'সোনামণি'র পাঁচটি নীতিবাক্য ও দশটি গুণাবলীর প্রতিটিই শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনমূলক। প্রবন্ধের কলেবরের দিকে খেয়াল রেখে দশটি গুণাবলীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'ল। সোনামণি গুণাবলীর দু'নম্বরে বলা হয়েছে, 'মাতা-পিতা, শিক্ষক ও মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা। মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা'।[৫২] সকলকে সালাম দিতে হবে মর্মে হাদীছে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন কাজ সর্বোত্তম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ- 'তুমি অন্যকে (দরিদ্রকে) খাওয়াবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করবে'।[৫৩] আর মুছাফাহা সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন দু'জন মুসলমান পরস্পর একত্রিত হয়ে মুছাফাহা করে, তখন তাদের দু'জনের পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়কে ক্ষমা করে দেওয়া হয়'।[৫৪]

তিন নম্বর গুণাবলীতে বলা হয়েছে, 'ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা'।[৫৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيْرِنَا 'যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের অধিকার সম্পর্কে ভ্রুক্ষেপ করে না (অর্থাৎ বড়দের সম্মান করে না), সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৫৬]

নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসার আন্তরিক কামনা করে অথবা এই কামনা-বাসনা করে যে, তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) ভালবাসবেন, সে যেন সদা সত্য কথা বলে, যদি আমানত রাখা হয় তাহ'লে যেন যথারীতি ফেরৎ দেয় এবং প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করে'।[৫৭] অন্য হাদীছে মিথ্যা কথা বলা, ওয়াদা বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও আমানতের খেয়ানত করাকে মুনাফিকের চিহ্ন বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৫৮]

ছয় নম্বর গুণাবলীতে বলা হয়েছে, 'সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা'।[৫৯] মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন বলবেন, 'তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দা পীড়িত অবস্থায় ছিল, অথচ তুমি তার সেবা করনি। তুমি যদি তার সেবা করতে তাহ'লে তার নিকট আমাকে পেতে'।[৬০] প্রতিটি সোনামণি এ গুণাবলী অর্জন করে পরবর্তী জীবন গঠন করতে পারলে তাদের দ্বারা আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব।

সাত নম্বর গুণাবলীতে বলা হয়েছে, 'বৃথা তর্ক, ঝগড়া, মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা'।[৬১] প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তির কাজ হ'ল উত্তম কথা বলা নতুবা চুপ থাকা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে'।[৬২] আল্লাহ বলেন, وَأَطِيعُوْا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوْا 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। আর পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করবে না' *(আনফাল ৪৬)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তির পেটকে কদর্য পুঁজ দ্বারা পরিপূর্ণ করা, যে পুঁজ শরীর নষ্ট করে দেয়, তা (চরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল) কবিতা, গান দ্বারা ভর্তি হওয়া অপেক্ষা উত্তম'।[৬৩] সৎসঙ্গ গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও' *(তওবা ১১৯)*। শিশুদের চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলতে চাইলে অবশ্যই তাদেরকে সৎসঙ্গীর সাথে চলাফেরা করাতে হবে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَلاَ صَخَّابًا فِى الأَسْوَاقِ وَلاَ يَجْزِى بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ- অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং অশোভন কথা বলার চেষ্টাও করতেন না। তিনি হাট-বাজারে শোরগোলকারী ছিলেন না এবং তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা নিতেন না; বরং তা ক্ষমা করে দিতেন এবং উপেক্ষা করে চলতেন'।[৬৪]

আট নম্বর গুণাবলীতে বলা হয়েছে, 'আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা'।[৬৫] এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৬৬] তিনি আরো বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ 'ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়, যার অত্যাচার, অনিষ্ট ও উৎপীড়ন-নিপীড়ন থেকে

৫১. গঠনতন্ত্র, পৃঃ ৮।
৫২. গঠনতন্ত্র, পৃঃ ১৪।
৫৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/২৮।
৫৪. ছহীহ আবূদাঊদ, হা/৫২১২।
৫৫. গঠনতন্ত্র, পৃঃ ১৪।
৫৬. ছহীহ তিরমিযী হা/২০০২, আবুদাঊদ, হা/৪১৩৪।
৫৭. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৯৯০, সনদ হাসান।
৫৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৩৩।
৫৯. গঠনতন্ত্র, পৃঃ ১৪।
৬০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮০১।
৬১. গঠনতন্ত্র, পৃঃ ১৪।
৬২. ছহীহ বুখারী হা/৬০১৭।
৬৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৬১৫৪-৫৫।
৬৪. তিরমিযী হা/১৯৭৫, সনদ ছহীহ।
৬৫. গঠনতন্ত্র, পৃঃ ১৪।
৬৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৫৯৮৪।

তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়'।[৬৭] শিশুদেরকে এসব গুণাবলী অর্জনের তাকীদ করতে হবে।

শিশু-কিশোরদের নৈতিক চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' এক অতুল্য প্লাটফরম। একে পরশ পাথর বললেও অত্যুক্তি হবে না। কেননা 'সোনামণি'র সদস্য হয়ে একজন শিশু জ্ঞান লাভ করে কিভাবে বাড়ীতে প্রবেশ করতে হয়, সকালে ঘুম থেকে উঠে সারা দিনের কাজগুলি কিভাবে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করতে হয়; ছোট-বড় সকল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক-গুরুজন সবার সাথে কেমন ব্যবহার করতে হয়; টেলিফোন রিসিভ করে বা কল করে কি বলতে হয়; এসব সে অতি সহজেই রপ্ত করে। সাথে সাথে সততা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী ও অঙ্গীকার রক্ষা, দায়িত্ব সচেতন ও কর্তব্য পালনে তৎপর হয়ে ওঠে। এক কথায় মানবীয় সকল সৎগুণাবলীর সমাবেশ ঘটে তার মাঝে। তাই 'সোনামণি' এদেশের এক অনন্য শিশু-কিশোর সংগঠন; যা দেশ ও জাতির সেবায় সতত নিয়োজিত।

শেষকথা : মহানবী (ছাঃ) তমসাচ্ছন্ন জাহেলী যুগে মনুষত্য বিকিয়ে পশুত্ববরণকারী মানুগুলোর হৃদয়ের গহীনে সচ্চরিত্রের কিরণ জ্বেলে একেকজনকে হীরার টুকরায় পরিণত করেছিলেন। ঘোর অন্ধকার দূর করেছিলেন ইসলামী আদর্শের কেতন উড়িয়ে। শত-সহস্র বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে অপ্রতিরোধ্য গতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন চূড়ান্ত লক্ষ্য পানে। কালজয়ী আদর্শে গড়ে তুললেন নিবেদিত প্রাণ এক ঝাঁক মুসলিম সৈন্য বাহিনী। বিশ্ববাসীকে চমকে দিলেন, দ্রুত গতিতে মানুষগুলোর পরিবর্তন দেখিয়ে। জাতিকে উপহার দিলেন অকল্পনীয় এক আদর্শ সমাজ। আর এতসব কিছু করেছিলেন আদর্শ ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন করেই। তাই বলা যায়, চারিত্রিক উন্নতি ছাড়া কোন জাতির উন্নতি সাধিত হ'তে পারে না। এ প্রসঙ্গে প্রয়াত মার্কিন প্রেসিডেন্ট লুথার কিং যথার্থই বলেছেন, The Prosperity of a Country dose not consists in its fabulous wealthor magnificent buildings, but in its men of education culture and character. 'বিপুল সম্পদ ও মনোরম প্রাসাদের মধ্যে কোন দেশের উন্নতি নিহিত থাকে না; বরং তা নির্ভর করে শিক্ষা-দীক্ষায় ও উন্নত চরিত্রবান অধিবাসীদের উপর'।[৬৮] ইমাম গাযযালী বলেন, আল-কুরআন ও হাদীছ দ্বারা ইসলাম ব্যক্তি চরিত্রে যে সকল গুণাবলীর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে, তাহ'ল চারিত্রিক আদর্শ। কোন দেশ বা জাতি যতক্ষণ পর্যন্ত নৈতিক মূল্যবোধের বা আদর্শের ভিত্তিতে নিজের জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে, তারা ততদিন ধ্বংস প্রাপ্ত হবে না। এটাই আল্লাহ্র চিরন্তন বিধান।[৬৯]

'সোনামণি' সংগঠন শিশু-কিশোরদের পুরো জীবনই মহানবী (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজ অব্যাহত রেখেছে। শিশুদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। 'সোনামণি'র লক্ষ্য উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র, কর্মসূচী, কার্যক্রম, পাঁচটি নীতিবাক্য ও দশটি গুণাবলী যার সুস্পষ্ট প্রমাণ। সোনামণির গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আদর্শ চরিত্রবান জাতি গঠনই এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন -আমীন!

শরীফুল ইসলাম রচিত

সদ্য প্রকাশিত বই

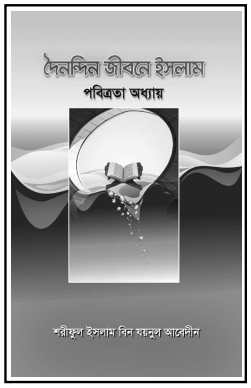

দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম
পবিত্রতা অধ্যায়
মূল্য : ৪৫ টাকা

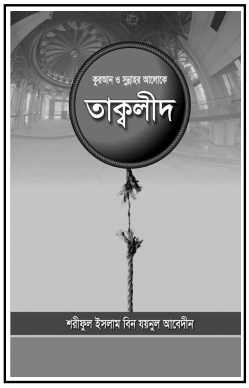

কুরআন সুন্নাহ্র আলোকে
তাক্বলীদ
মূল্য : ৩৫ টাকা

এম. এস. মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, ইউরো, পাউণ্ড স্ট্যালিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফ্ট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

এম. এস. মানি চেঞ্জার
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(যমুনা ব্যাংকের পার্শ্বে)
ফোন : ৭৭৫৯০২; মোবাইল : ০১৭১১-৯৩০৯৬৬

৬৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৬০১৬।
৬৮. সৈয়দ বদরুদ্দোজা, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার শিক্ষা ও অবদান, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ইং), পৃঃ ১০৪।
৬৯. ইমাম গাযযালী, খুলুকে মুসলিম, অনুবাদ মাওলানা মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ (ঢাকা : নওমুসলিম কল্যাণ সংস্থা, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯০ইং), পৃঃ ৬৬।

জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে 'আত-তাহরীক'-এর ভূমিকা

*বযলুর রহমান**

ভূমিকা :

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক 'আত-তাহরীক' 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর একমাত্র মুখপত্র। শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সদৃশ এ পত্রিকার খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। এটি বিজাতীয় ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, ইসলামী সাহিত্যিক সৃষ্টির চূড়ান্ত ঠিকানা, মুসলিম মিল্লাতের অখণ্ডতা রক্ষায় প্রয়াসী, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক কিংবা ধর্মীয় ক্ষেত্রে যাবতীয় ষড়যন্ত্রের বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে সোচ্চার, যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাবদানে সিদ্ধহস্ত। যার ব্যাঘ্র হুংকারে পর্যুদস্থ হয় বাতিলের প্রাসাদ। সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, হরতাল, ধর্মঘট, খুন-রাহাজানি, ভাংচুর-লুটপাট, গুম-হত্যা-ধর্ষণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে আদর্শিক স্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জীবিত এক আপোষহীন পত্রিকার নাম 'আত-তাহরীক'। জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা ও মস্তিষ্ক প্রসূত যাবতীয় ভ্রান্ত মতবাদের যুক্তি খণ্ডনে এবং চিরতরে উৎখাত ও স্তব্ধ করতে বদ্ধপরিকর। এজন্যই মাসিক 'আত-তাহরীক' ঐ সমস্ত হক্বপিয়াসী নিরপেক্ষ মানবতার মুখপত্র, যারা নিজের চিন্তা-চেতনা ও বুদ্ধিমত্তার উপরে কেবলমাত্র অহি-র জ্ঞানকে বিনা শর্তে গ্রহণ করে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত প্রত্যেকটি নির্দেশকে সানন্দে মাথা পেতে নেয়, সর্বক্ষেত্রে আখেরাতকে দুনিয়ার উপরে প্রাধান্য দেয়। মূলতঃ আধুনিক জাহিলিয়াতের গাঢ় তমিস্রায় নিমজ্জিত মুসলিম মানবতাকে জাগ্রত করার প্রত্যয়েই 'আত-তাহরীক'-এর আত্মপ্রকাশ ও অগ্রযাত্রা। সমাজ সংস্কারে নিবেদিত এ পত্রিকাটি দেশের আইন-শৃংখলা ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে এবং সকল প্রকার নেতিবাচক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সোচ্চার। নিম্নে জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে 'আত-তাহরীক'-এর ভূমিকা উপস্থাপন করা হ'ল।-

জঙ্গীবাদের উত্থান ও বিকাশ :

'জঙ্গীবাদ' শব্দটি মূলত আধুনিক বিশ্বের তথাকথিত পরাশক্তি ও বিশ্বমোড়ল বলে খ্যাত এবং ইসলাম ও মুসলমানের চিরন্তন শত্রু ইহুদী-খ্রিষ্টান সাম্রাজ্য কর্তৃক চালুকৃত একটি নব্য পরিভাষা। এর দ্বারা তারা শুধুমাত্র মুসলমানদেরকেই বুঝিয়ে থাকে। যদিও উক্ত পরিভাষাটি প্রাচীন 'চরমপন্থা'র সাথে ব্যবহারগত ও কর্মগতভাবে পুরোপুরি সম্পৃক্ত। আর চরমপন্থা হ'ল কোন বিষয়ে সর্বোচ্চ বা চূড়ান্ত পন্থা অবলম্বন করা। উগ্রতা প্রদর্শন পূর্বক মধ্যম ও উৎকৃষ্ট পদ্ধতিকে চরমত্বে আসীন করানোই চরমপন্থা।

পৃথিবীতে ধর্মকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম চরমপন্থা বা জঙ্গীবাদের উত্থান হয়। অপরিপক্ক, জ্ঞানহীন অপরিণামদর্শী একশ্রেণীর অতি প্রবৃত্তিপুজারী নির্বোধ লোকের মাধ্যমে এর প্রকাশ ঘটে। ইসলামের ইতিহাস যাদেরকে 'খারেজী' নামে আখ্যায়িত করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিকে চরমপন্থা, জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যেমন ছিলেন সোচ্চার, অনুরূপভাবে তিনি তাদের সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে তিনি বলেন,

يَأْتِى فِى آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لاَ يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'শেষ যামানায় একদল তরুণ বয়সী নির্বোধ লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা সর্বোত্তম কথা বলবে। তারা ইসলাম থেকে এত দ্রুত গতিতে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করবে। কারণ যে তাদেরকে হত্যা করবে তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট নেকী রয়েছে'।[৭০] অন্য বর্ণনায় আছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তাদের ছালাতের তুলনায় তোমাদের ছালাতকে তুচ্ছ মনে করবে, তাদের ছিয়ামের তুলনায় তোমাদের ছিয়ামকে এবং তাদের আমলের তুলনায় তোমাদের আমলকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে...। তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে এবং মূর্তিপূজকদের ছেড়ে দিবে...'।[৭১]

চরমপন্থার বহিঃপ্রকাশ চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে হ'লেও মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে তাঁর জীবদ্দশাতেই মানবতার এই সর্বগ্রাসী হিংস্রতা প্রকাশ পেয়েছিল। আলী (রাঃ) কর্তৃক ইয়ামন থেকে প্রেরিত গণীমতের মাল যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বণ্টন করছিলেন, তখন চরমপন্থীদের তৎকালীন ও প্রাথমিক নেতা বনু তামীম গোত্রের যুল-খুওয়াইছির নামক জনৈক ব্যক্তি বণ্টনে সন্দিহান হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেছিল, يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللهَ 'হে মুহাম্মাদ! (বণ্টনের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় কর। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَمَنْ يُطِيْعُ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ 'আমিই যদি আল্লাহ্র অবাধ্যতা করি, তবে কে তাঁর অনুসরণ করবে?'[৭২]

যুগের বিবর্তনে চরমপন্থার ক্রমবিকাশ বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। পরবর্তীতে ওছমান (রাঃ)-কে নির্মম ও নৃশংসভাবে হত্যা, আলী ও মু'আবিয়ার মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও পরিশেষে আলীর নির্মম হত্যা যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতঃপর তা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে প্রকাশ লাভ করে।

* *কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি ও এম.এ (শেষ বর্ষ), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

৭০. *বুখারী হা/৩৬১১, ৫০৫৭, ৬৯৩০; মুসলিম হা/২৫১১; আবূদাঊদ হা/৪৭৬৭; নাসাঈ হা/৪১০২; মিশকাত হা/৩৫৩৫।*
৭১. *বুখারী হা/৫০৫৮; মুসলিম হা/২৪৫৩ ও ২৪৪৮; মিশকাত হা/৫৮৯৪।*
৭২. *বুখারী হা/৭৪৩২; আবূদাঊদ হা/৪৭৬৪; নাসাঈ হা/৪১০১; মুসানাদে আহমাদ হা/১১৬৬৬; মিশকাত হা/৫৮৯৪।*

জঙ্গীবাদ : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটে মূলতঃ ১৯৮৯ সালে। সে সময়ে 'হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী' বা হুজি নামে এদেশে প্রথম জঙ্গী গ্রুপ আত্মপ্রকাশ করে। অতঃপর ১৯৯৮ সালে আত্মপ্রকাশ করে 'জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ' বা জেএমবি নামে আরেকটি জঙ্গী সংগঠন। যার প্রধান ছিলেন শায়খ আব্দুর রহমান। অতঃপর 'জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ' বা জেএমজেবি নামক উত্তরবঙ্গে আরেকটি জঙ্গী গ্রুপের আবির্ভাব ঘটে। এর প্রধান ছিলেন ছিদ্দীকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাই। এছাড়া পূর্ববাংলা কমিউনিষ্ট পার্টি, জাসদ গণবাহিনী, সর্বহারা প্রভৃতি নামে প্রায় ডজন খানেক জঙ্গী গ্রুপের আবির্ভাব হয়।

১৯৯৯ সালে জেএমবি সর্বপ্রথম কুষ্টিয়ার বড়কান্দি গ্রামে সন্ত্রাসবিরোধী জনসভায় সন্ত্রাসী হামলা চালায়। এর কিছু দিন পর যশোরে উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এক শক্তিশালী বোমা হামলা চালায়। এতে সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিল্পীসহ ১০ জন নিহত হয় এবং আহত হয় অর্ধশতাধিক। অতঃপর তারা ২০০১ সালে রমনার বটমূলে, গোপালগঞ্জের এক ক্যাথলিক গীর্জায়, ২০০২ সালে পল্টন ময়দানে কমিউনিষ্ট পার্টির জনসভায়, ময়মনসিংহের ৪টি সিনেমা হ'লে, টঙ্গীর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলনে, একই বছরের ২১ আগষ্টে আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলা, ২০০৫ সালে হবিগঞ্জের বৈদ্যের বাজারে গ্রেনেড হামলা চালায়। এভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে একের পর এক বোমা হামলা, গ্রেনেড হামলাসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী হামলা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। এসব হামলায় বহু নিরীহ মানুষ নিহত হয়। ধ্বংস্তূপে পরিণত হয় দেশের মূল্যবান স্থাপনা সমূহ। কিন্তু সরকারীভাবে এদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ায় তারা আরো বিধ্বংসী হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে ২০০৫ সালে ১৭ আগষ্টে নারায়ণগঞ্জ ব্যতীত দেশের ৬৩টি যেলার প্রায় ৫ শতাধিক স্থানে একযোগে বোমা হামলা করে। ত্রাসের রাজ্য কায়েম করে সাধারণ জনগণকে এক ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে নিমজ্জিত করে। তারা দ্বীন ক্বায়েমের ধুয়া তুলে জিহাদের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে জনসাধারণকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার নীল-নক্সা বাস্তবায়নে লিপ্ত হয়।

সরকার তাদের দমন করার চেষ্টা করলেও তাদের তৎপরতা থেমে থাকেনি। এমনকি ২০০৫ সালের অক্টোবর ও নভেম্বরে ঝালকাঠি, গাজীপুর ও চট্টগ্রামের আদালত প্রাঙ্গনে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়ে বিচারকসহ বহু নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে। অতঃপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একদিকে যেমন ক্ষুণ্ন হয় দেশের ভাবমূর্তি, বিনষ্ট হয় দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা; অন্যদিকে বিপাকে পড়ে যায় দেশের হক্বপন্থী মুসলিম জনসাধারণ। 'উদোর পিণ্ডী বুদোর ঘাড়ে' চাঁপানোর মত সমস্ত দোষ চাপানো হয় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ঘাড়ে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় শীর্ষ চার নেতাকে গ্রেফতার করে তাঁদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন মিথ্যা মামলা। দীর্ঘদিন কারাভোগ করে তাঁরা জামিনে মুক্তি লাভ করেন। *ফালিল্লাহিল হামদ্।*

ইসলাম বনাম জঙ্গীবাদ :

জঙ্গীবাদের সাথে ইসলামের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা পরোপকার কর যেমন আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে সন্ত্রাস করতে যেও না। আলাহ শান্তি ভঙ্গকারীকে (সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীকে) ভালবাসেন না' *(ক্বাছাছ ৭৭)*। তিনি আরো বলেন, وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ– 'ফিৎনা (সন্ত্রাস) নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ' *(বাক্বারাহ ২১৭)*। তিনি আরও বলেন, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. 'ফিৎনা (সন্ত্রাস) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর' *(বাক্বারাহ ১৯১)*। মহান আল্লাহ্র বাণী হচ্ছে, وَلاَ تُفْسِدُوْا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا 'দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় ঘটাবে না' *(আ'রাফ ৫৬)*। মোদ্দাকথা জঙ্গীবাদের সাথে ইসলামের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। অনুরূপভাবে কোন প্রকৃত মুসলমানও জঙ্গী হ'তে পারে না।[৭৩]

জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে আত-তাহরীক-এর ভূমিকা :

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে জঙ্গীবাদ যখনই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তখনই তাদের স্বরূপ-প্রকৃতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, আক্বীদা-বিশ্বাস ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতা এবং এর বিষময় পরিণতি সম্পর্কে তত্ত্ব ও তথ্যবহুল আলোচনা উপস্থাপন করে সর্বপ্রথম তার বিরোধিতা করে মাসিক 'আত-তাহরীক'। জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে 'আত-তাহরীক' যে ভূমিকা পালন করেছে নিম্নে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

১. সম্পাদকীয় :

'সম্পাদকীয়' একটি পত্রিকার হৃদপিণ্ড সদৃশ। সম্পাদকীয় পাঠের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় পত্রিকার নীতি-আদর্শ ও তার মান, অবস্থান। আত-তাহরীকের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। জঙ্গীবাদ প্রতিরোধকল্পে 'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদকীয় বিভাগ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন- 'প্রকৃত জিহাদই কাম্য' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে জঙ্গীবাদের অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে '...তবে বর্তমান অবস্থায় এগুলি জিহাদের নামে সন্ত্রাস ব্যতীত কিছুই নয়। এ সবের সাথে প্রকৃত জিহাদের কোনই সম্পর্ক নেই। মুমিন হিসাবে আমাদের নিকটে প্রকৃত জিহাদই কাম্য'। তার পূর্বে আহলেহাদীছ মাদরাসাগুলোকে জঙ্গীবাদী বলে প্রচারের বিরুদ্ধে 'আত-তাহরীক' তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দেয় যে, 'যদি আহলেহাদীছ মাদরাসাগুলোকে এভাবে ঢালাওভাবে চিহ্নিত করা হয় এবং তাদের শ্রদ্ধেয় আলেমদের সম্পর্কে এ ধরনের ভিত্তিহীন ও নোংরা মন্তব্য করা হয়, তাহ'লে এদেশের দু'কোটি আহলেহাদীছের মধ্যে ক্ষোভ ধূমায়িত হবে, যা এক

৭৩. *বিস্তারিত দ্র. মাসিক আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃঃ ১০।*

সময় জাতীয় ক্ষোভে পরিণত হবে'।[৭৪] 'আবারো বোমা বিস্ফোরণঃ কথিত জাদীদ আল-কায়েদার দায়িত্ব স্বীকার' শিরোনামের সম্পাদকীয়তে আরো সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, 'ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। কোনরূপ চরমপন্থাকে ইসলাম সমর্থন করে না। বোমা মেরে সমাজে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ইসলামী পদ্ধতি নয়। আমাদের নবীকে আল্লাহপাক সশস্ত্র 'দারোগা' রূপে প্রেরণ করেননি'।...'প্রচলিত জঙ্গীবাদ কখনো জিহাদ নয়'। এতে আরো বলা হয়েছে, 'সুতরাং আজকেও যারা জিহাদের নামে প্রচলিত জঙ্গী তৎপরতায় লিপ্ত, যারা বোমা মেরে মানুষ হত্যা করে, আত্মঘাতী বোমার মাধ্যমে নিজেদের ধ্বংস করে তারা দেশ, জাতি, ইসলাম ও মানবতার শত্রু'।[৭৫] এভাবে বিভিন্ন সময়ে 'প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রসঙ্গে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ', 'জঙ্গীবাদ সম্পর্কে বাবরের স্বীকারোক্তি: প্রাসঙ্গিক কিছু কথা', 'ধর্মের নামে বোমা হামলার নেপথ্যে', 'সুইসাইড বোমা হামলা: অশুভ শক্তির ষড়যন্ত্রের বিস্তার আর কতদূর', 'আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ করুন!', 'আহলেহাদীছের বিরুদ্ধে বিষোদগার', 'সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় হৌক', 'আদর্শ চির অম্লান', 'রাজনৈতিক আদর্শ' প্রভৃতি শিরোনামে লিখিত সম্পাদকীয়তে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জঙ্গীবাদ বা চরমপন্থার তীব্র বিরোধিতা করে তা দমনের পথ বাৎলে দেয়া হয়েছে।

২. দরসে কুরআন :

'দরসে কুরআন' আত-তাহরীক-এর একটি নিয়মিত বিভাগ। যেখানে মুসলিম জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ নিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়। জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে 'দরসে কুরআন' কলামেও দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য রয়েছে। যেমন- 'জিহাদ ও ক্বিতাল' নামক এক দরসে কুরআনে প্রকৃত জিহাদের স্বরূপ ও প্রকৃতি এবং জিহাদের নামে প্রতারণা করে সশস্ত্র যুদ্ধ ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দ্বীন ক্বায়েমের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'কবীরা গোনাহগার মুসলমনাদের খতম করে সমাজকে নির্ভেজাল করার জঙ্গীবাদী তৎপরতা কোন জিহাদ নয়, ক্বিতালও নয়'।[৭৬]

অতঃপর 'দ্বীন ক্বায়েমের সঠিক পদ্ধতি' শীর্ষক দরসে আরো সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, 'জানা আবশ্যক যে, আমাদের নবীকে আল্লাহ পাক সশস্ত্র 'দারোগা' রূপে প্রেরণ করেননি। বরং তিনি এসেছিলেন জগদ্বাসীর জন্য 'রহমত' হিসাবে। তাই 'জিহাদ'-এর অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন ক্বায়েমের জন্য জিহাদের প্রস্তুতির ধোঁকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ সরলমনা তরুণদেরকে ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত মাত্র'।... 'দেশের ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হৌক বা নিরস্ত্র হৌক যেকোন ধরনের অপতৎপরতা, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং সরকারের জনকল্যাণমূলক যেকোন ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ মেনে চলতে যেকোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য'।[৭৭] এতে আরো বলা হয়েছে যে, '...সাম্প্রতিককালে জিহাদের ধোঁকা দিয়ে বহু তরুণকে বোমাবাজিতে নামানো হচ্ছে। অতএব হে জাতি! সাবধান হও'![৭৮]

সুতরাং জঙ্গীবাদ বা চরমপন্থা মোকাবিলায় 'আত-তাহরীক'-এর অবস্থান কতটা স্বচ্ছ ও সুদৃঢ় সেটা উপরোক্ত বক্তব্যে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

৩. প্রবন্ধ-নিবন্ধ :

সুনির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণালব্ধ বিশুদ্ধ তত্ত্ব ও তথ্যনির্ভর সুচিন্তিত অভিমতই 'প্রবন্ধ'। যা বিশ্ব মানবতার কল্যাণকামীতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। 'আত-তাহরীকে' জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে চরমপন্থা, জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জোরালো ও সাহসিকতার সাথে দৃপ্তকণ্ঠে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। যেমন 'ইসলাম ও মুসলমানদের চিরন্তন শত্রু চরমপন্থীদের থেকে সাবধান!' নামক প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, 'জঙ্গী তৎপরতা হ'ল ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের নীলনকশা। জিহাদের নামে বা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার ধুয়া তুলে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বিধান ইসলাম ও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর বিশ্ববিজয়ী মৌলিক আদর্শের উপর কালিমা লেপনের অতি সূক্ষ্ম চক্রান্ত। এ তো ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবীতে কথিত জিহাদের নামে আকস্মিক বোমাবাজি করে মানুষের প্রাণ হরণ করা, ত্রাসের রাজ্য কায়েম করা, বুলেটের আঘাতে পাখির মত মানুষ হত্যা করা। এটা স্রেফ গোপনে মানুষ হত্যার গোপন কৌশল। ইসলাম ও ইসলামের কোন নবী এই শিক্ষা দেননি। অতএব জঙ্গী তৎপরতার সাথে (ইসলাম ও) জিহাদের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই, বরং প্রশ্নই আসে না'।[৭৯]

জনগণকে সন্ত্রস্ত করা ও ত্রাস করে পরিবেশকে অস্থিতিশীল করা ও ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। যেমন 'সন্ত্রাস ও ইসলাম : সংবাদপত্রের ভূমিকা' নামক নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, '..সভ্য, স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থানে জিহাদ ও ক্বিতালের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই'।[৮০] এমনি করে 'কে সন্ত্রাসী?', 'আমীরে জামা'আতের গ্রেফতার : সরকারের অদূরদর্শিতা ও জনগণের ধিক্কার', 'মিডিয়া সন্ত্রাস ও আমাদের করণীয়', 'মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা ও সরকারের দায়িত্বহীনতা : হয়রানী ও লাঞ্ছনার শিকার আলেম সমাজ', 'অতিক্রান্ত তিনটি বছর: আমীরে জামা'আত আজও কেন

---

৭৪. মাসিক আত-তাহরীক, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৩-এর সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য।
৭৫. মাসিক আত-তাহরীক, ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, মে ২০০৭-এর সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য।
৭৬. মাসিক আত-তাহরীক, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০১, পৃঃ ১৩।
৭৭. মাসিক আত-তাহরীক, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০০৩, পৃঃ ৮ ও ১১।
৭৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।
৭৯. মাসিক আত-তাহরীক, ৮ম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃঃ ১০।
৮০. মাসিক আত-তাহরীক, ৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৫, পৃঃ২৫-২৬।

কারাবন্দী?', 'মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির বলার শর্তাবলী ও খারেজী মতবাদ', 'জঙ্গীবাদের কবলে আহলেহাদীছ জামা'আত' প্রভৃতি প্রবন্ধ-নিবন্ধে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে যে আপোষহীন বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে তা জঙ্গীবাদ উৎখাতে যেমন পত্রিকার সুদৃঢ় অবস্থান সুস্পষ্ট করে, তেমনি শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণেও গুরুত্বপূর্ণ সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

৪. সংগঠন বিষয়ক রিপোর্ট পরিবেশন :

মাসিক আত-তাহরীক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুখপত্র। এ সংগঠনের সার্বিক কর্মতৎপরতার রিপোর্ট 'সংগঠন সংবাদ' শিরোনামে জাতির সামনে পেশ করা হয়। এতেও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য সমূহ তুলে ধরা হয়। যেমন- ২০০৫ সালের ১৭ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'জাতীয় প্রতিনিধি ও সুধী সমাবেশ'-এ বক্তাগণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জঙ্গীবাদের চরম বিরোধিতা করে বলেন, 'সমাজ চরিত্র বিধ্বংসকারী সিনেমা হল আর ঐ সূদখোর এনজিও অফিসগুলোতে বোমা হামলা ও মানুষ হত্যার নাম জিহাদ নয়। এটা মুসলিম সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদী ঘাতকদের নীলনকশা বাস্তবায়ন করা এবং তাদেরকে এদেশ দখলের সুযোগ করে দেওয়া মাত্র। এর সাথে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমলের কোন সম্পর্ক নেই'।[৮১] ২০০৫ সালের ১৩ ও ১৪ অক্টোবর রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত 'বার্ষিক কর্মী ও কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন'-এ বলা হয় যে, 'বোমা মেরে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আদর্শে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা ইসলামের শান্তিপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক আদর্শে বিশ্বাসী। যারা দেশব্যাপী বোমা হামলা করে বিশৃঙ্খল ও অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার রঙ্গিন স্বপ্ন দেখে এরা নিঃসন্দেহে দেশ, জাতি, ইসলাম ও মানবতার শত্রু'।[৮২] অতঃপর ৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭-২০ মিনিটে 'বিটিভি'-তে প্রচারিত এক বিশেষ টকশোর উদ্ধৃতি দিয়ে 'আত-তাহরীক' আরো ঘোষণা করে যে, 'ইসলাম শান্তিপূর্ণ আদর্শের নাম। এখানে জোর-জবরদস্থির কোন সুযোগ নেই। জঙ্গীবাদকে ইসলাম কখনো সমর্থন করে না'।[৮৩] সেখানে আরো বলা হয়েছে যে, 'জিহাদ ও জঙ্গীবাদ কখনো এক নয়। সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তারা কোনভাবেই জিহাদ করে না। যারা নিরীহ মানুষ হত্যা করে, মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, বোমাবাজি করে তারা কখনো ইসলামের বন্ধু নয়...'।[৮৪] এমনিভাবে 'মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তির দাবীতে এবং দেশব্যাপী বোমা হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ' এবং বিভিন্ন সময়ে সাংবাদিক সম্মেলন, আঞ্চলিক সম্মেলন, মানববন্ধন প্রভৃতি সাংগঠনিক তৎপরার রিপোর্ট পরিবেশনের মাধ্যমে 'আত-তাহরীক' জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন সৃষ্টি করে।

৫. পাঠকের মতামত :

প্রত্যেক পত্রিকায় বিজ্ঞ পাঠকদের মত প্রকাশের সুযোগ থাকে। আত-তাহরীকেও 'পাঠকের মতামত' নামক বিভাগ রয়েছে। এ বিভাগের মাধ্যমেও 'আত-তাহরীক' জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ তুলে ধরে। যেমন 'অপরাধীরা ধরাছোয়ার বাইরে' নামক এক লেখায় বলা হয়েছে যে, 'ইসলাম সন্ত্রাসকে কখনো প্রশ্রয় দেয় না। ইসলামে জঙ্গীবাদ সন্দেহাতীতভাবে নিষিদ্ধ'।[৮৫] অনুরূপভাবে 'প্রকৃত সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করুন', 'সাবধান!', 'ড. গালিবকে নিয়ে মঞ্চায়িত নাটকের অবসান করুন: দেশের মানুষ এত বোকা নয়', 'সকল চক্রান্ত নস্যাতে আমরা ঐক্যবদ্ধ', 'প্রতিবারই নতুন বেশ: এভাবেই কি চলবে দেশ?' প্রভৃতি শিরোনামে বিভিন্ন পাঠকের উন্মুক্ত মতামত প্রকাশের মাধ্যমে 'আত-তাহরীক' জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করেছে।[৮৬]

৬. কবিতা :

কাব্যিক ছন্দে হৃদয়ের ভাব প্রকাশের নাম 'কবিতা'। এটি মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর এক নিয়মিত বিভাগ। এর মাধ্যমেও 'আত-তাহরীক'-এর নীতি-আদর্শ প্রস্ফুটিত হয়। কারণ সে পাঠকের হৃদয় কুটিরে ঝংকার তোলে। আন্দোলিত করে পাঠক সমাজের হৃদয়তন্ত্রী। তাই জঙ্গীবাদের বিরোধিতা করতেও সে কছুর করেনি। যেমন- 'আত-তাহরীক' নামক এক কবিতায় জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে,

ধর্মের ধ্বজাধারীরা আজ বড় ত্রস্ত
তোমারই দিকে তুলে ধরে খড়্গহস্ত
নও তুমি জঙ্গীবাদের পৃষ্ঠপোষক
মূল ইসলামের একমাত্র ধারক
সহসা যাবে না হারিয়ে কালের স্রোতে
যুগ যুগ ধরে ওদের জবাব দিবে।[৮৭]

এভাবে 'আমরা আহলেহাদীছ' নামে একটি কবিতায় বলা হয়েছে,

আমরা পরাধীন রাষ্ট্র স্বাধীন করেছি
ইংরেজ করেছি দূর,
আমাদের তাই আজ দাও সন্ত্রাসী অপবাদ
তোল জঙ্গীবাদী নব সুর।
আমরা কোন সন্ত্রাসী নই
নই জঙ্গীবাদী চরমপন্থী
মোরা স্বাধীনতার অগ্রদূত
যুগে যুগে মোরা এনে দিয়েছি এই বাংলায়
স্বাধীনতার চির সুখ।[৮৮]

এমনি করে 'সন্ত্রাসী প্রেতাত্মার নগ্ন অবয়ব', 'জোট সরকার জবাব চাই', 'হক্বের উত্থান', 'অবৈধ কারা', 'বোমা হামলা', 'সন্ত্রাস', 'ভয় নেই ড. গালিব' প্রভৃতি কবিতার মাধ্যমে মাসিক

৮১. মাসিক আত-তাহরীক, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০০৫, পৃঃ ৪৩-৪৪।
৮২. মাসিক আত-তাহরীক, ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৫, পৃঃ ৪২, ৪৫, ঐ, ৪র্থ-৫ম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০৬, পৃঃ ৪২।
৮৩. মাসিক আত-তাহরীক, ৯ম বর্ষ, ৪র্থ-৫ম সংখ্যা, জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী ২০০৬, পৃঃ ৪২।
৮৪. ঐ, পৃঃ ৪৩-৪৭।
৮৫. মাসিক আত-তাহরীক, ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৫ পৃঃ ৪৬।
৮৬. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মাসিক আত-তাহরীক-এর ৮ম বর্ষের ২০০৫ সালের মে থেকে ১০ বর্ষের ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 'পাঠকের মতামত' বিভাগ।
৮৭. মাসিক আত-তাহরীক, ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৫, পৃঃ ৩৩।
৮৮. মাসিক আত-তাহরীক, ৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুন ২০০৫, পৃঃ ৩৪।

'আত-তাহরীক' প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জঙ্গীবাদের প্রতিবাদ করেছে।

৭. ফৎওয়া বা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে :

যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাবদানে আপোষহীন সাহসী কণ্ঠস্বর হ'ল মাসিক 'আত-তাহরীক'। এর প্রশ্নোত্তর পর্বটি এক অন্যন্য বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। এর মাধ্যমে হক্ব পিয়াসী মানুষেরা বিশুদ্ধ ও দলীল ভিত্তিক ফৎওয়া পেয়ে আক্বীদা-আমল সংশোধন করে নিজেদের জীবন গঠনে সচেষ্ট হ'তে পারে। সুযোগ পায় শান্তিপূর্ণভাবে ও নিবিষ্টমনে ইসলামী জীবন-যাপন করার। আর এ বিভাগটির মাধ্যমেও আত-তাহরীক জঙ্গীবাদ দমনে অবদান রাখছে। যেমন ২০০০ সালের আগষ্ট মাসের এক প্রশ্নোত্তরে (২৪/৩২৪) বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশে মৌখিক ও আন্তরিক কালেমা পাঠকারী জনগণ ও নেতাদের বিরুদ্ধে কোন সশস্ত্র যুদ্ধ করা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না।'... কোনরূপ জঙ্গী দলের সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কোন স্তরের নেতা বা কর্মীর যোগদান করা বৈধ হবে না'।[৮৯]

জিহাদ আন্দোলন এবং বাংলাদেশে নামে-বেনামে চরমপন্থী জঙ্গী সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে (৩৭/১৯৭) বলা হয়েছে যে, 'বাংলাদেশে ইসলামের নামে কথিত চরমপন্থী আন্দোলন সমূহ পরিচালিত হচ্ছে দেশীয় মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে, যা ইসলামের দৃষ্টিতে কবীরা গোনাহ। এরা বিগত যুগের খারেজী চরমপন্থীদের অনুসারী। এদের থেকে বিরত থাকার জন্য রাসূলের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে'।[৯০] অতঃপর ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৪০/২০০ নং প্রশ্নোত্তরে আরো পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে, বস্তুতঃ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ব্যতীত অন্য কারু প্রতি অস্ত্র ধারণ ইসলামে নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনাদর্শই বাস্তব প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। অতএব জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ না করেই যারা চটকদার কথা বলে জিহাদের নামে জঙ্গীবাদকে উসকে দিচ্ছে, তারা ইসলামের বন্ধু তো নয়ই, বরং ইসলামের শত্রু এবং খারেজী চরমপন্থীদের দলভুক্ত। যাদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বহুপূর্বেই মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে গিয়েছেন'।[৯১]

রূঢ় বাস্তবতা :

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! যে পত্রিকা জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ সহ যাবতীয় নাশকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং যা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে সেই পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি, দেশবরেণ্য আলেমে দ্বীন, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** জঙ্গীবাদের মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। অতঃপর পাঠক নন্দিত পত্রিকা 'আত-তাহরীক'-কে চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার নীল-নকশা আঁকা হয়। যেলা প্রশাসক বরাবরে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান করে আত-তাহরীক বন্ধের চূড়ান্তষড়যন্ত্র করা হয়। কিন্তু তা ধোপে টেকেনি। অতঃপর শুরু হয় 'আত-তাহরীক'-কে আদর্শিকভাবে খতম করার অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র। কিন্তু ফায়ছালা হয় আসমান থেকে। সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে 'আত-তাহরীক' প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ অবধি স্বগৌরবে ও স্বমহিমায় প্রকাশিত হয়ে আসছে। বিচ্ছেদ ঘটেনি এর ধারাবাহিকতায়। সর্বদা তার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে সমুন্নত থেকেছে এক দিপ্তীমান নক্ষত্রের ন্যায়। যার তেজোদীপ্ত আলোকময় জ্যোতির তীব্র ছটায় অন্যায় ও অসত্যকে দূরে ঠেলে দিয়ে আলোকিত করেছে বিশ্ব ধরিত্রীকে। পদানত করেছে যাবতীয় চরমপন্থা ও জঙ্গীবাদের হিংস্রতাকে। আর এখানেই 'আত-তাহরীকে'র স্বচ্ছতা এবং সম্মুখ পানে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা।

পরিশেষে বলব, হে মানুষ! বিশ্ব আজ চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। বিভক্তির উৎকণ্ঠা, ধর্মীয় বাড়াবাড়ি, যান্ত্রিক সভ্যতা, আদর্শ ও চেতনাহীন কর্মতৎপরতার বাহুল্য এবং জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থার রাহুগ্রাসে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে বিশ্ব মানবতা। কোথায়ও এতটুকু শান্তি নেই। নেই জীবন ও ধর্ম পালনের পূর্ণ নিশ্চয়তা। আছে শুধু উৎকণ্ঠা, ভয়-ভীতি আর নোংরা সাম্প্রদায়িকতার নগ্ন আক্রমণ। তাই জাতির এই ক্রান্তি লগ্নে একক তাওহীদী চেতনায় উদ্ভাসিত, আপোষহীন লেখনী সমৃদ্ধ, সত্য প্রকাশের অন্যতম পথিকৃত, বাতিলের বিরুদ্ধে আদর্শ ও বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনার উন্মেষ সাধন এবং শান্তি ও নিরাপত্তার আলোকবর্তিকা সদৃশ ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক 'আত-তাহরীক' তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এসো হে বিশ্ব বিবেক! সত্যের পক্ষে জাগ্রত হও। মিথ্যাকে পদানত কর। হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকারকে অবদমিত কর। ন্যায় ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ন্যায়ানুগ পন্থায় জীবন বাজি রেখে সম্মুখ পানে অগ্রসর হও। তোমার সুচিন্তিত অভিমত জাতির সামনে পেশ কর। তোমার মাধ্যমেই আবির্ভাব ঘটবে মেঘমুক্ত আকাশে আলোকময় চন্দ্রের উজ্জ্বলতা। সংঘটিত হবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। প্রস্ফুটিত হবে ন্যায় ও সত্যে ভরপুর এক নতুন বিশ্বের। অতএব হে মানুষ! আদর্শ ও অস্থিত্ব রক্ষায় দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হও। বিশ্ববাসীর নিকট এটিই 'আত-তাহরীক'-এর চূড়ান্ত আহ্বান। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

---

৮৯. মাসিক আত-তাহরীক, ৩য় বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, আগষ্ট ২০০০, পৃঃ ৫৪-৫৫।

৯০. মাসিক আত-তাহরীক, ১২তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০৯, পৃঃ ৫৫; ঐ, ২য় বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৯৯, পৃঃ ৫৫-৫৬।

৯১. মাসিক আত-তাহরীক, ১৬তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, পৃঃ ৫৫-৫৬।

এপ্রিল ফুল্‌স

-আত-তাহরীক ডেস্ক

মুসলমানদের স্পেন বিজয় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। স্পেন বিজয়ের পূর্বমুহূর্তে সেখানে উইতিজা নামক এক রাজা রাজত্ব করত। হঠাৎ উইতিজাকে সিংহাসনচ্যুত করে রডারিক সিংহাসন অধিকার করে। রডারিক ছিল অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ও অত্যাচারী ব্যক্তি। সে সম্রাট উইতিজাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

অতঃপর রডারিকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর প্রতি। সে প্রথমে আক্রমণ করে স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলের সিউটা দ্বীপের স্বাধীন রাজা কাউন্ট জুলিয়ানকে। জুলিয়ান প্রথমে পরাজিত হয়ে রাজ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে জুলিয়ান সিউটা ও আলজিসিরাসের গভর্ণরের দায়িত্ব পালন করতে থাকে। ইউরোপের সমসাময়িক নিয়ম ছিল যে, প্রদেশের গভর্ণর অথবা সামন্তরাজাদের পুত্র-কন্যাকে কেন্দ্রীয় রাজ দরবারে প্রেরণ করা। সম্ভবতঃ এর দু'টি কারণ ছিল। গভর্ণর অথবা সামন্তরাজাগণ যেন সহজেই বিদ্রোহ ঘোষণা করতে না পারে। অন্য কারণটি ছিল, রাজকীয় পরিবেশে আদব-কায়দা, সৈন্য-পরিচালনা ও রাজনীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও ধারণা অর্জন করা। তাই কাউন্ট জুলিয়ান তার অত্যন্ত সুন্দরী কন্যা ফ্লোরিন্ডাকে রাজধানী টলেডোতে প্রেরণ করে। রাজধানীতে অবস্থানকালে রাজা রডারিক ফ্লোরিন্ডার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। জুলিয়ান তনয়ার প্রতি সে কামনার হাত প্রসারিত করে। এই আচরণ ছিল যেমন গুরুতর তেমনি মর্যাদাহানিকর। এই অপমানজনক ঘটনার বিবরণ দিয়ে ফ্লোরিন্ডা গোপনে তার পিতার নিকট সংবাদ পাঠায়। এমনিতেই কাউন্ট জুলিয়ানের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক ভাল ছিল না। রাজ্য হারানোর বেদনার সঙ্গে যুক্ত হ'ল কন্যার অবমাননা। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এবং রডারিক নামক নরপশুর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য জুলিয়ান মূসা ইবনু নুসাইরকে স্পেন আক্রমণের সাদর আমন্ত্রণ জানান। সেনাপতি মূসা বিন নুসাইর প্রথমে পরীক্ষামূলক অভিযানের জন্য তারিফ বিন মালিককে চারশ' পদাতিক এবং একশ' অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে স্পেনের আলজিসিরাসে প্রেরণ করেন। তারিফ সেখানে সফল অভিযান চালান। তারিফের এই অভিযানের সংবাদ পেয়ে মূসা বিন নুসাইরের সহকারী সেনাধ্যক্ষ তারিক ইবনু যিয়াদ সাত হাযার সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত এক মুজাহিদ বাহিনী অতি সফলতার সাথে ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর সংযোগকারী প্রণালিটি অতিক্রম করে ৯২ হিজরীর রজব অথবা শা'বান মোতাবেক ৭১১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল অথবা মে মাসে স্পেন ভূখণ্ডে অবতরণ করেন। যে পাহাড়ের পাদদেশে তারিক অবতরণ করেছিলেন তার নামকরণ করা হয় 'জাবালুত তারিক' (Gibralter)।

এ সংবাদ স্পেনের শাসনকর্তা রডারিকের কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি যথাসাধ্য প্রস্তুতি নিলেন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য। অন্যদিকে সেনাপতি তারিকও তাঁর অভিযানকে স্পেনের মূল ভূখণ্ডের দিকে পরিচালনা করলে সেনাধ্যক্ষ মূসা পাঁচ হাযার সৈন্য প্রেরণ করেন। সর্বমোট ১২০০০ সৈন্যসহ সেনাপতি তারিক অগ্রসর হন। ১৯ জুলাই ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম বাহিনী এবং গথিক রাজা রডারিকের নিয়মিত বাহিনীর মধ্যে ওয়াদী লাজু নামক স্থানে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে গথিক বাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পলায়ন করে। হাযার হাযার গথিক সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। রডারিক উপায়ান্তর না দেখে পলায়ন করতে গিয়ে নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারান। তারিক আরো অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে এই ভাষণ দেন যে, 'তোমাদের সম্মুখে শত্রুদল এবং পিছনে বিশাল বারিধি। তাই আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, যে কোন পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ ও অবিচল থাকা এবং আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়ন করা ব্যতীত তোমাদের বিকল্প কোন পথ নেই'। সৈনিকগণও সেনাপতির ভাষণের জবাব দেয়, জয় না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। কারণ আমরা সত্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মুসলিম সৈনিকদের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে গথিক রাজ্যের একটির পর একটি শহরের পতন হ'তে থাকে। ৭১১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে মুসলমানরা কর্ডোভা জয় করেন। মুসলমানরা স্পেন জয় করার পর প্রথমে সেভিল (Seville)-কে রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করেন। কিন্তু সুলায়মান ইবনু আব্দিল মালিকের যুগে স্পেনের গভর্ণর সামাহ বিন মালেক খাওলানী রাজধানী সেভিল থেকে কর্ডোভায় স্থানান্তরিত করেন। এরপর এই কর্ডোভা শতাব্দীর পর শতাব্দী স্পেনের রাজধানী হিসাবে থেকে যায়। এভাবে পযার্য়ক্রমে বৃহত্তর স্পেন মুসলমানদের নেতৃত্বে চলে আসে। ইসলামী শাসনের শাশ্বত সৌন্দর্য ও ন্যায়বিচারে মুগ্ধ হয়ে হাযার হাযার মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিল্প-সভ্যতার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হ'তে থাকে।

এদিকে ইউরোপীয় খ্রীষ্টান রাজাদের চক্ষুশূলের কারণ হয় মুসলমানদের এই অগ্রগতি। ফলে ইউরোপীয় মাটি থেকে মুসলিম শাসনের উচ্ছেদ চিন্তায় তারা ব্যাকুল হয়ে উঠে। অতঃপর আরগুনের ফার্ডিন্যান্ড এবং কাস্তালিয়ার পর্তুগীজ রাণী ইসাবেলা এই দু'জনই চরম মুসলিম বিদ্বেষী খ্রীষ্টান নেতা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাঁরা সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করে মুসলমানদের উপর আঘাত হানার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। তারা মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ খুঁজতে থাকে। এমন এক মুহূর্তে ১৪৮৩ সালে আবুল হাসানের পুত্র আবু আব্দিল্লাহ বোয়াবদিল খ্রীষ্টান শহর লুসানা আক্রমণ করে পরাজিত ও বন্দী হন। তখন ফার্ডিন্যান্ড বন্দী বোয়াবদিলকে গ্রানাডা ধ্বংসের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। একদল সৈন্য দিয়ে বোয়াবদিলকে প্রেরণ করে তাঁরই পিতৃব্য আল-

জাগালের বিরুদ্ধে। বিশ্বাসঘাতক বোয়াবদিল ফার্ডিন্যান্ডের ধূর্তামি বুঝতে পারেননি এবং নিজেদের পতন নিজেদের দ্বারাই সংঘটিত হবে এ কথা তখন তার মনে জাগেনি। খ্রীষ্টানরাও উপযুক্ত মওকা পেয়ে তাদের লক্ষ্যবস্তুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পরিকল্পনা কার্যকর করতে থাকে। বোয়াবদিল গ্রানাডা আক্রমণ করলে আল-জাগাল উপায়ন্তর না দেখে মুসলিম শক্তিকে টিকিয়ে রাখার মানসেই বোয়াবদিলকে প্রস্তাব দেন যে, গ্রানাডা তারা যুক্তভাবে শাসন করবেন এবং সাধারণ শত্রুদের মোকাবেলার জন্য লড়াই করতে থাকবেন। কিন্তু আল-জাগালের দেয়া এ প্রস্তাব অযোগ্য ও হতভাগ্য বোয়াবদিল প্রত্যাখ্যান করেন। শুরু হয় উভয়ের মাঝে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

ফার্ডিন্যান্ড ও রাণী ইসাবেলা মুসলমানদের এই আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে গ্রাম-গঞ্জের নিরীহ মুসলিম নারী-পুরুষকে হত্যা করে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে দিতে ছুটে আসে শহরের দিকে। অতঃপর রাজধানী গ্রানাডা অবরোধ করে। এতক্ষণে টনক নড়ে মুসলিম সেনাবাহিনীর। তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে। তাতে ভড়কে যায় সম্মিলিত কাপুরুষ খ্রীষ্টান বাহিনী। সম্মুখ যুদ্ধে নির্ঘাত পরাজয় বুঝতে পেরে তারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। তারা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় শহরের বাইরের সকল শস্য খামার এবং বিশেষ করে শহরের খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস 'ভেগা' উপত্যকা। ফলে অচিরেই দুর্ভিক্ষ নেমে আসে শহরে। খাদ্যাভাবে সেখানে হাহাকার দেখা দেয়। এই সুযোগে প্রতারক খ্রীষ্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড ঘোষণা করে, 'মুসলমানেরা যদি শহরের প্রধান ফটক খুলে দেয় এবং নিরস্ত্র অবস্থায় মসজিদে আশ্রয় নেয়, তাহ'লে তাদেরকে বিনা রক্তপাতে মুক্তি দেয়া হবে। আর যারা খ্রীষ্টান জাহাজগুলোতে আশ্রয় নিবে, তাদেরকে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেয়া হবে। অন্যথা আমার হাতে তোমাদেরকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে'।

দুর্ভিক্ষতাড়িত অসহায় নারী-পুরুষ ও মা'ছুম বাচ্চাদের কচি মুখের দিকে তাকিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সেদিন খ্রীষ্টান নেতাদের মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন করে শহরের প্রধান ফটক খুলে দেন ও সবাইকে নিয়ে আল্লাহ্র ঘর মসজিদে আশ্রয় নেন। কেউবা জাহাজগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু শহরে ঢুকে খ্রীষ্টান বাহিনী নিরস্ত্র মুসলমানদেরকে মসজিদে আটকিয়ে বাহির থেকে প্রতিটি মসজিদে তালা লাগিয়ে দেয়। অতঃপর নরপশুরা একযোগে সকল মসজিদে আগুন লাগিয়ে দিয়ে বর্বর উল্লাসে ফেটে পড়ে। আর জাহাজগুলোকে মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে দেয়া। কেউ উইপোকার মত আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল, কারো হ'ল সলিল সমাধি। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় দগ্ধীভূত ৭ লক্ষাধিক অসহায় মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের আর্তচিৎকারে গ্রানাডার আকাশ-বাতাস যখন ভারী ও শোকাতুর হয়ে উঠেছিল, তখন হিংস্রতার নগ্নমূর্তি ফার্ডিন্যান্ড আনন্দের আতিশয্যে স্ত্রী ইসাবেলাকে জড়িয়ে ধরে ক্রূর হাসি হেসে বলতে থাকে, Oh! Muslim! How fool you are! 'হায় মুসলমান! তোমরা কত বোকা'।

যেদিন এই হৃদয় বিদারক, মর্মান্তিক ও লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছিল, সে দিনটি ছিল ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল। সেদিন থেকেই খ্রীষ্টান জগৎ প্রতি বছর ১লা এপ্রিল সাড়ম্বরে পালন করে আসছে April fools Day তথা 'এপ্রিলের বোকা দিবস' হিসাবে। মুসলমানদের বোকা বানানোর এই নিষ্ঠুর ধোঁকাবাজিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে সমগ্র ইউরোপে প্রতিবছর ১লা এপ্রিল 'এপ্রিল ফুল' দিবস হিসাবে পালিত হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে ঠাণ্ডা মাথার এই নিষ্ঠুর প্রতারণা ও লোমহর্ষক নির্মম হত্যাকাণ্ডের আর কোন নযীর নেই। কিন্তু এত বড় ট্রাজেডীর পরেও আজ পর্যন্ত খ্রীষ্টান বিশ্ব কখনোই অপরাধ বোধ করেনি। বরং উল্টা তারা গত ১৯৯৩ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে গ্রানাডা বিজয়ের পাঁচশ' বর্ষপূর্তি উপলক্ষে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আড়ম্বরপূর্ণ এক সভায় মিলিত হয়ে নতুন করে শপথ গ্রহণ করে একচ্ছত্র খ্রীষ্টীয় বিশ্ব প্রতিষ্ঠার। বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণ প্রতিহত করার জন্য গড়ে তোলে 'হলি মেরী ফাণ্ড'। বিশ্বের বিভিন্ন খ্রীষ্টান রাষ্ট্র উক্ত ফাণ্ডে নিয়মিত চাঁদা জমা করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য বিশ্বব্যাপী গড়ে তুলেছে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেটওয়ার্ক। আজ এই জঘন্য উৎসব আমাদের মুসলমানদের জাতীয় জীবনেও প্রবেশ করেছে। প্রতি বছর ইংরেজী মাসের ১লা এপ্রিল ভোরে উঠেই একে অপরকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর ন্যক্কারজনক কাজে শরীক হয়ে বেশ আনন্দ উপভোগ করে থাকে ছেলে থেকে শুরু করে বুড়ো পর্যন্ত অনেকে। লক্ষ্য করা যায়, গ্রামে-গঞ্জে-শহরে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত এমনকি সর্বোচ্চ শিক্ষিত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একে অপরকে নানাভাবে বিভিন্ন কৌশলে বোকা বানিয়ে আনন্দ পায়। শ্রেণীকক্ষের টেবিল-চেয়ার উল্টিয়ে, কলমের নিব সরিয়ে ইত্যাদি বিবিধ কৌশলে শিক্ষকদের বোকা বানানো হয়। আর শিক্ষক কিংবা শিক্ষিকারাও একটু মুচকি হাসির মাধ্যমে খুব সহজেই তা বরণ করে নেন। এ দিনটিতে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, ছলনা ও মিথ্যা বলার মাধ্যমে নিজেকে চালাক প্রমাণ করার মানসে একশ্রেণীর মানুষকে খুব তৎপর দেখা যায়। তারা ধোঁকার এই নাটক রচনা করে প্রচুর কৌতুকও উপভোগ করে থাকে। এই নির্মম কৌতুকের কারণে প্রত্যেক বছর কত যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই।

১লা এপ্রিলের ঐতিহাসিক ঐ হৃদয়বিদারক ঘটনায় কার না গা শিউরে উঠে, কার না হৃদয় কেঁদে উঠে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই, নেই কোন ভাবনা। ১লা এপ্রিলের ঘটনা স্মরণ করে মুসলমানরা সতর্ক হবে, শিক্ষা নিবে এমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং এর উল্টো প্রভাবই বিরাজ করছে। ১লা এপ্রিল অনেক মুসলিম অমুসলিমদের হাতে হাত

মিলিয়ে বিজাতীয় আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠে। খ্রীষ্টান সংগঠন এ দিনে যখন বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, তখন মুসলমানেরাও তাতে অংশ নেয়। মুসলিম সমাজের জন্য এর চেয়ে দুঃখ ও লজ্জার কারণ আর কি হ'তে পারে? মুসলমানরা কেন 'এপ্রিল ফুল' দিবস পালন করবে? তারা কি ইতিহাস জানে না? যদি ইতিহাস না জেনে পালন করা হয়, তাহ'লে বলতে হবে, আমরা আসলেই বোকা। কারণ না যেনে কেন একটা দিবস পালন করব? আর যদি ইতিহাস জেনেই পালন করা হয়, তাহ'লে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের মত অনুভূতিহীন অসচেতন জাতি গোটা বিশ্বে দ্বিতীয়টি নেই।

দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও যখন এরূপ বোকা বানানোর সংস্কৃতি চোখে পড়ে, তখন লজ্জায় বিস্মিত হ'তে হয়। কারণ উচ্চ ডিগ্রী অন্বেষণকারী শিক্ষিত সমাজ কেন গোলক ধাঁধায় পড়বে? এসব শিক্ষিতজনদের নিকট থেকে এই দেশ ও জাতি কোন্ সংস্কৃতি শিক্ষা লাভ করবে? ১লা এপ্রিল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, আমাদের পূর্বপুরুষদের ৭৮০ বছরের গৌরবোজ্বল স্পেনে মুসলিম সভ্যতার ইতিহাসের কথা, খ্রীষ্টানদের প্রতারণার শিকার ৭ লক্ষাধিক মুসলিম ভাই-বোনদের সর্বশেষ আর্তচিৎকারের কথা, খ্রীষ্টানদের মুসলিম বিদ্বেষী মিশনের কথা, মুসলিম নিধনের মর্মান্তিক ইতিহাসের কথা।

আজো ইতিহাসের সেই কালপিট ইহুদী-খ্রীষ্টান জগতের নির্মম অত্যাচারের শিকার মুসলিম জাতি ও মুসলিম বিশ্ব। তাদেরই হিংস্র ছোবলে প্রতিনিয়ত হাযার হাযার মুসলমানের জীবনের যবনিকাপাত ঘটছে। তাদেরই ষড়যন্ত্রে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে ইরাকে, আফগানিস্তানে, কাশ্মীরে; ফিলিস্তীনের মানুষ সদা-সর্বদা রণক্ষেত্রে বসবাস করছে। তাদের রক্তলোলুপ জিহ্বা এখন ইরানের দিকে প্রসারিত। মুসলিম বিশ্বের অন্যতম পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র পাকিস্তানে চলছে ড্রোন হামলা। দেশে দেশে পাঠাচ্ছে তারা সাহয্যের নামে তাদের এনজিও সমূহকে। পশ্চিমা দর্শন চালান করে একদিকে তারা ভাইয়ে ভাইয়ে হিংসা-হানাহানির রাজনীতি চালু করেছে, অন্যদিকে মানবাধিকার রক্ষা ও সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলিম দেশ সমূহে যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে। এদেরই পোষ্য একশ্রেণীর মিডিয়ায় তথ্য সন্ত্রাস করে আমাদেরকে ভুলেভরা ইতিহাস শিক্ষা দিচ্ছে। এসব থেকে জাতিকে বাঁচাতে জাতির সঠিক ইতিহাস তাদেরকে জানানো অতি যরূরী। প্রয়োজন তাদেরকে সজাগ ও সচেতন করা। বিজাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তাদের ষড়যন্ত্রকে অনুধাবন করে মুসলমানরা যেন নিজেদের আদর্শের দিকে ফিরে আসতে পারে সেজন্য যথাযথ চেষ্টা করতে হবে।

পরিশেষে বলব, সবকিছু সুস্পষ্ট হওয়ার পরও আমরা আর কতকাল বোকা হয়ে থাকব? অতএব আসুন! গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে প্রথমে জানতে হবে, ১লা এপ্রিল কি? অতঃপর বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ পরিত্যাগ করে আমরা আমাদের হারানো সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম

রাজশাহী শুধু শিক্ষা নগরী বা রেশম নগরীই নয়, স্যুট তৈরীর জন্যও প্রসিদ্ধ।

এম এন টেইলার্স

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

৬৮, ৭৩ ও ৭৪ নং নিউমার্কেট (২য় তলা), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২১-৭৭৫৭৭৫।

তাবলীগী ইজতেমা'১৩ সফল হোক

'শিক্ষা যেমন মানুষকে স্বাবলম্বী করে, তেমনি সুন্দর পোষাক ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে'।

হোটেল এশিয়া

(আবাসিক)

(0721) 773721

HOTEL ASIA

(RESIDENTIAL)

0721-773721, 01712-439021

* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা

তাবলীগী ইজতেমা'১৩ সফল হোক।

ইয়াসিন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী

সাক্ষাৎকার

[প্রফেসর শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। একজন বিজ্ঞ ইসলামী অর্থনীতিবিদ হিসাবে তিনি দীর্ঘ ২৩ বছর 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড'-এর শরী'আহ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। মাসিক আত-তাহরীক-এর সাথে তাঁর লেখনীর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বিশেষ সংখ্যা উপলক্ষে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে তাঁর এ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম]।

১. আত-তাহরীক : মাসিক আত-তাহরীক সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

শাহ হাবীবুর রহমান : আমার ব্যক্তিগত মতামত হ'ল, এ পত্রিকাটি একটি গবেষণামূলক পত্রিকা। কুরআন ও হাদীছের আলোকে মুসলমানদের জীবনকে সুন্দর এবং সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ পত্রিকাটি খেদমত করে যাচ্ছে। সেই সাথে গত কয়েক বছর ধরে সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি নিয়েও পত্রিকাটিতে বিস্তর আলোচনা আসছে। সাথে সাথে দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ পণ্ডিতদের অনূদিত লেখনী প্রকাশ করায় এর মানও বেড়েছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ হ'ল এটি অনলাইনে যাওয়ার কারণে দেশ-বিদেশে এর পাঠক সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি মনে করি, এর প্রশ্নোত্তর পর্বটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং এর সম্পাদকীয় কলামটির কতগুলি সম্পাদকীয় এত বেশী মূল্যবান বলে মনে হয়েছে যে, সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতিকে অনুরোধ করেছি যে, আপনার এ সম্পাদকীয়গুলি বাছাই করে আলাদা বই হিসাবে প্রকাশ করলে এটি স্থায়ীভাবে পাঠকের হাতে একটি তথ্যসমৃদ্ধ সংকলন হিসাবে থেকে যাবে।

২. আত-তাহরীক : একজন বিশেষজ্ঞ ইসলামী অর্থনীতিবিদ হিসাবে জাতিকে সূদভিত্তিক অর্থনীতির অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে আপনার পরামর্শ কী?

শাহ হাবীবুর রহমান : ধন্যবাদ। আমার পরামর্শকে আমি তিনভাগে ভাগ করতে পারি। **প্রথমতঃ** মানুষকে সূদভিত্তিক অর্থনীতির অভিশাপ সম্পর্কে জানাতে হবে। এ সম্পর্কে মানুষ খুব অল্পই জ্ঞান রাখে। ওলামায়ে কেরাম শুধু জানেন যে, সূদ হারাম। কিন্তু এর অভিশাপ সম্পর্কে তাদের অনেকেরই কোন ধারণা নেই। তাই এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম এবং বুদ্ধিজীবীদের একত্রে জানা ও কাজ করা উচিৎ। বর্তমানে সূদের কুফল নিয়ে বাংলা, আরবী, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় অনেক বই বের হয়েছে। এগুলো পঠন-পাঠনের সুযোগ তৈরী হওয়া উচিৎ। কারণ এ বিষয়ে যত বেশী জনগণকে জানানো যাবে, তত বেশী তারা সচেতন হবে। কিন্তু দুঃখজনক হ'ল এ বিষয়ে স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে তো দূরের কথা, সাধারণভাবেও অনেকের কাছেই বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পৌঁছেনি। সূদের অভিশাপ সম্পর্কে যতক্ষণ আমরা জানাতে না পারব যে, এটা শুধু হারাম নয় বরং সমাজের জন্য একটি অভিশাপ, উন্নতির পথে অন্তরায়, জাতির জন্য অকল্যাণকর ততক্ষণ এটা দূর করা যাবে না।

দ্বিতীয়তঃ এ ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি করতে হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, জনমত সৃষ্টি করতে পারলে, এর অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। যদিও তাতে সময়ের প্রয়োজন। আমরা জানি, একজন মা-ও সন্তান না কাঁদা পর্যন্ত দুধ খাওয়ায় না। সেখানে জনগণ চাইবে না আর সরকার আপনাআপনিই কোন পরিবর্তন করে দেবে এটা হ'তেই পারে না। তাই জনগণকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। জনগণ এটি চাইতে পারে সভা-সমিতির মাধ্যমে, প্রচারপত্র ও পত্রিকার মাধ্যমে, লেখালেখির মাধ্যমে, সংসদ সদস্যদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে, যেন তারাই সংসদে এ ব্যাপারে দাবী জানাতে পারেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এ ব্যাপারে উদ্যোগ না নেব, ততক্ষণ আমরা সফলকাম হ'তে পারব না।

তৃতীয়তঃ প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা। বাংলাদেশে বর্তমানে সূদ উচ্ছেদের জন্য কিছু কাজ করে যাচ্ছে ইসলামী ব্যাংকসহ বিভিন্ন ইসলামী ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠানসমূহ। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে কাজ শুরু করেছিল। এরপর অনেকগুলি ইসলামী ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। এসব প্রতিষ্ঠান কতখানি সূদ উচ্ছেদ করতে পারছে সে প্রশ্নে না গিয়ে বলা যায় যে, অন্তত কিছু লোক সূদ থেকে বাঁচতে চেষ্টা করছে এবং ইসলামিক ফাইন্যান্স এখন বাংলাদেশের অর্থনীতির একটা বড় অংশ জুড়ে ব্যাপ্তি লাভ করেছে। যেসব ব্যক্তিবর্গ ও ব্যবসায়ীগণ এর সাথে যুক্ত হয়েছেন, তারা মূলতঃ সূদের অভিশাপ থেকে বাঁচতেই এর সাথে যুক্ত হয়েছেন। তাই এটা যত বেশী প্রসার লাভ করবে, ততবেশী আমরা সূদ থেকে বেঁচে থাকতে পারব। এ প্রসঙ্গে বলা ভাল, দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যতীত বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সূদের অভিশাপ থেকে কখনোই মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। আরেকটি বিষয় হ'ল, আমাদের পাঠ্যসূচীতে ইসলামী অর্থনীতি নেই। দু'একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যা আছে, তা খুবই সামান্য এবং অতিরিক্ত পাঠ্য হিসাবে। সূদ বিষয়ক আলোচনা ইসলামিয়াতের সাথে অবশ্যপাঠ্য করা গেলে আরো সচেতনতা সৃষ্টি হ'ত। যে ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করছে, তারা সূদ কি তাই জানে না। আর এর অভিশাপ সম্পর্কে জানা তো অনেক দূরের ব্যাপার। আমার মনে হয়, সপ্তম শ্রেণী থেকে কলেজ পর্যন্ত হ'লেও ইসলামিয়াতের সাথে ইসলামী অর্থনীতি পাঠ্য হিসাবে থাকা আবশ্যক। কেবল সভা-সমাবেশ করে এ থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। কারণ ছোটবেলা থেকে এ ব্যাপারে মৌলিক ধারণা না পেলে বড় হয়ে কেউ এ থেকে বেরিয়ে আসার কোন নৈতিক তাকীদ অনুভব করবে না।

৩. আত-তাহরীক : জনমত সৃষ্টির জন্য আর কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?

শাহ হাবীবুর রহমান : জনমত সৃষ্টির জন্য কতকগুলি ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন (১) ওয়ায মাহফিলের বিশাল ক্ষেত্র। আমার জানা মতে, এগুলো মূলতঃ মসজিদ-মাদরাসার জন্য চাঁদা উঠানো, কুরআনের তাফসীর, রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী আলোচনা, মাসআলা-মাসায়েল ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সূদের যে কঠিন গুনাহ এবং সমাজের উপর এর যে ক্ষতিকর প্রভাব, সে সম্পর্কে সেখানে বলা গেলে জনমত গঠনে তা ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারত। (২) সূদ সম্পর্কে গণসচেতনতামূলক পোস্টার তৈরী করা। প্রয়োজন কুরআন ও হাদীছের উদ্ধৃতি সমৃদ্ধ এ ধরনের পোষ্টার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারলে এ সম্পর্কে আরো সচেতনতা সৃষ্টি হ'ত। এছাড়া (৩) সূদের উপর ৮ পৃষ্ঠা বা ১৬ পৃষ্ঠার ছোট ছোট বই ছেপে যদি লক্ষ লক্ষ কপি মানুষের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা যেত এবং সমাজের অর্থশালী সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ যদি ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে একাজে আত্মনিয়োগ করতেন, তাহ'লে এগুলো জনমত সৃষ্টিতে খুবই কার্যকর হ'ত। (৪) ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট খবরের কাগজগুলিতে এ সম্পর্কে ব্যাপক লেখালেখি হওয়া দরকার। আমি বলছি না যে সেখানে লেখা হচ্ছে না। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম। আসলে সূদ উচ্ছেদ কার্যক্রমকে একটি আন্দোলন হিসাবে রূপ না দিতে পারলে আমাদের সামাজিক কাঠামো থেকে কখনোই এ অভিশাপ দূর করা সম্ভব নয়।

৪. আত-তাহরীক : এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী অর্থনীতি কি কি ভূমিকা রাখতে পারে?

শাহ হাবীবুর রহমান : সর্বপ্রথম আমাদেরকে জানতে হবে যে, আমরা যে রাষ্ট্রে বসবাস করছি, সেটা কি ইসলামী রাষ্ট্র না মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র? মুসলিম প্রধান দেশ হিসাবেই যদি স্বীকার করি, তাহ'লে বলতে হবে, মুসলিম হিসাবে আমাদের মধ্যে যে ইসলামী জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ছিল তা আমাদের নেই। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, রামাযানে ছিয়াম পালন, হজ্জের মৌসুমে হজ্জ, জানাযা পড়তে যাওয়া প্রভৃতির মধ্যেই আমাদের ধর্মীয় চেতনা সীমাবদ্ধ। ইসলাম যে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা; যার সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণ দিক-নির্দেশনা রয়েছে, তা অধিকাংশের নিকটেই স্পষ্ট নয়। আর যাদের স্পষ্ট ধারণা আছে, তারা এগুলি বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার জন্য কোন প্লাটফরম পাচ্ছে না। তাছাড়া দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী অর্থনীতি কি কি ভূমিকা রাখতে পারে তার আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই টেক্সচুয়াল। যদিও তার বাস্তব প্রয়োগ খুবই কম।

যেমন ধরুন, বাংলাদেশে বৃটিশ আমল থেকে মীরাছ আইন চালু রয়েছে। কিন্তু আজকে কোর্টগুলিতে দেখুন, এসংক্রান্ত কত মামলা জমে রয়েছে। যদি এ বিষয়ে চালু থাকা আইনগুলিও বাস্তবায়ন করা যেত, তাহ'লেও অনেকখানি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জিত হ'ত। এর পিছনে অনেক কারণ বিদ্যমান। যেমন আমাদের অজ্ঞতা, লোভ, হিংসা, মামলার দীর্ঘসূত্রিতা ইত্যাদি। যেমন দেওয়ানী মামলা মানেই প্রায় ৫০ বছর। অথচ এতদিন কারো হায়াত থাকে না। ফলে এসব মামলা থেকে সুফল পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম দাবী হ'ল, ওযনে ফাঁকি না দেওয়া, কারচুপি না করা, সম্পদ মজুদ না করা ইত্যাদি। ইসলামী শরী'আতে নিষিদ্ধ এসব বিষয়ে বিধিবদ্ধ আইন রয়েছে। তারপরও সবকিছুই চলছে সরকারের নাকের ডগায়। আরো মজার কথা হ'ল, চট্টগ্রামের এক ব্যবসায়ী সম্পর্কে আমি জানি, যিনি নিয়মিত সম্পদের যাকাত দেন, আবার জাহাযে পণ্য আসলে কয়েকদিন সেগুলি আটকে রেখে পণ্যের দাম ইচ্ছামত বাড়িয়ে বিপুল মুনাফা অর্জন করেন। অতঃপর সেই টাকা দিয়ে প্রতিবছর কয়েকজনকে হজ্জে পাঠান আর ভাবেন আমি তো হাজী পাঠিয়েছি। তাদের দো'আর বরকতেই আমার সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তিনি যদি ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে জানতেন এবং মজুদদারীর শাস্তি সম্পর্কে অবগত থাকতেন, তাহ'লে তিনি হয়তো এরূপ পাপের কাজে পা বাড়াতেন না।

সার্বিকভাবে ইসলামী অর্থনীতির কার্যকর ভূমিকার জন্য প্রশাসনিক সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় যথাযথ আইনের শাসন দিন দিন যেন সুদূর পরাহত হয়ে যাচ্ছে। সকলেরই লক্ষ্য ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করা। আর একবার ক্ষমতায় আসতে পারলে তারা মনে করেন, সবকিছু উচ্ছন্নে যায় যাক, নিজেকে কিভাবে ক্ষমতায় স্থায়ী রাখা যায় সেটাই মুখ্য ব্যাপার। তাই এর জন্য যেমন জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে, তেমনি সরকারকেও আন্তরিকভাবে দেশের উন্নয়নের স্বার্থে এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ইসলামী অর্থনীতির অনুকূলে বিদ্যমান যে আইন রয়েছে, সেটুকুও যদি বাস্তবায়নে আমরা এগিয়ে আসতে পারি, তাহ'লে বাকীগুলির প্রতি মানুষ আগ্রহী হয়ে উঠবে।

৫. আত-তাহরীক : ইসলামী ব্যাংকিং কি সমাজের বুকে ইসলামী অর্থনীতির সুফল ছড়িয়ে দিতে পারছে?

শাহ হাবীবুর রহমান : প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপুর্ণ। আমার দৃষ্টিতে ইসলামী ব্যাংকগুলো এক্ষেত্রে ইতিবাচক কিছু কাজ করতে পেরেছে।

প্রথমতঃ ইসলামী ব্যাংকগুলির কারণে সমাজের কিছু মানুষ সূদ থেকে কিছুটা হ'লেও বেঁচে থাকতে পারছে। আমি অনেককেই জানি, যারা বিভিন্ন সূদী ব্যাংক থেকে ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙ্গিয়ে ইসলামী ব্যাংকগুলিতে আমানত রেখেছে। এক্ষেত্রে তারা কিন্তু কেবলমাত্র ঈমানের দাবীতেই সূদ থেকে বাঁচার প্রচেষ্টায় একাজ করেছেন। ফলে দেখা যাচ্ছে, ইসলামী ব্যাংকগুলির গ্রাহক হু হু করে বাড়ছে। এখান থেকে বুঝা যায়, তারা এতদিন ইসলামী অর্থনীতির কোন প্লাটফরম পাননি বিধায় সূদী ব্যাংকে টাকা রাখতে বাধ্য হয়েছেন। তবে এখনও

পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা খুবই অল্প। তাও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ছাড়া অন্য ইসলামী ব্যাংকগুলি সবাই প্রায় নবীন।

দ্বিতীয়তঃ যে ব্যবসায়ী বা বিনিয়োগকারীরা এসব ইসলামী ব্যাংকে আমানত রাখছেন, আমি যতদূর জানি তারা অন্তত জেনে বুঝে অন্যায় কাজ করেন না। তারা অনেকখানি চেষ্টা করছেন ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার। এর সাথে আরো বলা যায়, ইসলামী ব্যাংক তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে এসএমই বা ছোট ছোট বিনিয়োগের মাধ্যমে। ফলে অনেক সাধারণ বা নিম্ন আয়ের মানুষ যারা অল্প বিনিয়োগে কাজ করতে চান, তারা কিন্তু সূদী ব্যাংকে না গিয়ে ইসলামী ব্যাংকের কাছে চলে এসেছেন। কারণ সূদের বাহ্যিক সমস্যাটি তারা বুঝেন যে, সূদী ব্যাংকে তারা নির্ধারিত সূদ দিতে বাধ্য। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদেরকে মুনাফার অংশ দিতে হবে মাত্র। আমরা অনেকে সূদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য বুঝি না। বরং আমরা দু'টিকে এক করে ফেলি। আমরা যদি পার্থক্যটা বুঝতাম, তাহ'লে এর কল্যাণকারিতাও বুঝতে সক্ষম হ'তাম।

তৃতীয়তঃ ইসলামী ব্যাংকগুলো ক্ষুদ্রঋণের বিকল্প হিসাবে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে। এছাড়াও তাদের 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' (Rural Development Scheme) রয়েছে। যার মাধ্যমে তারা লক্ষ লক্ষ গ্রাহকের কাছে পৌঁছে গেছে। তাদের মাধ্যমে আমি তিনটি পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। যেমন তাদের সাথে যুক্ত মহিলাদের অনেকে হয়ত জানতই না যে হিজাব কি। তারা আজ হিজাব পরিহিতা অবস্থায় বাইরে আসছে, ব্যবসা করছে। তারা এখন নিজেরা স্বাবলম্বী হয়ে সূদমুক্ত জীবন যাপনের চেষ্টা করছে। এটা একটা বিশাল ব্যাপার। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অন্যান্য এনজিওগুলি যেভাবে ক্ষুদ্রঋণ দিচ্ছে, তাতে তাদের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। যেমন পত্রিকার পাতায় দেখা যায়, তারা কিস্তি পরিশোধের জন্য কারো ঘরের চাল খুলে নিচ্ছে, কারো অলংকার ছিনিয়ে নিচ্ছে, এমনকি অনেক মহিলা আত্মহত্যা করছে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ব্যাপারে আজ পর্যন্ত এরূপ কোন রিপোর্ট আমরা দেখিনি। আমার জানা মতে, এরকম অবস্থায় ইসলামী ব্যাংক তাদের কিস্তির সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়, কারো প্রাপ্য মওকূফ করে অথবা তাকে দান করে দায়মুক্ত হ'তে সাহায্য করে। এর সাথে সাথে তারা বিনিয়োগ গ্রহণকারীদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা ছড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে ইসলামী ব্যাংক যে সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। হয়তো এর অনেক সমালোচনাও রয়েছে। তবে আমরা এর মধ্যে যতটুকু কল্যাণকর পাব তার প্রশংসা করব এবং এগুলি যদি বৃদ্ধি পায় তাহ'লে আমরা খুশী হব। উল্লেখ্য যে, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডই কেবল এক্ষেত্রে কাজ করছে। অন্য ব্যাংকগুলি এখনো শুরু করেনি। অথচ শত শত এনজিও এখন এই ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এর মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংক কতটুকুই বা করবে। তারপরও যে তারা করছে সেজন্য তাদেরকে উৎসাহ দিতে চাই, ধন্যবাদ জানাতে চাই। এতে তাদের যা ভুল-ভ্রান্তি হচ্ছে, আমাদের উচিৎ হবে সেগুলো ধরিয়ে দেওয়া। আর তাদের উচিৎ হবে সেগুলো সংশোধন করে নেওয়া।

চতুর্থতঃ এখন যারা সূদী ব্যাংকে কাজ করছে, যারা অর্থনীতি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের কার্যক্রম সাফল্যের সাথে চলার কারণে তারাও এখন ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তারা এখন ইসলামী ব্যাংক কি, কেন, এর সুফল কি, তুলনামূলক কোন্ ব্যাংকে কাজ করলে আখেরাতে অধিক কল্যাণ আসবে, সেসব সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে। এটাকেও কিন্তু খাটো করে দেখার অবকাশ নেই।

৬. আত-তাহরীক : প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতি কি পুরোপুরি সূদমুক্ত করা সম্ভব? এক্ষেত্রে সরকার কি পদক্ষেপ নিতে পারে?

শাহ হাবীবুর রহমান : প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতি পুরোপুরি সূদমুক্ত করা সম্ভব নয়। এটা আমার বক্তব্য নয়, এটি ইসলামী ব্যাংকের পুরোধা ব্যক্তি শেখ ছালেহ কামেল-এর বক্তব্য। তিনি 'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক' (IDB)-এর পুরস্কার পেয়েছিলেন। 'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকে'র পুরস্কার দেওয়া হয় এক বছর 'ইসলামী অর্থনীতি'তে, আরেক বছর 'ইসলামী ব্যাংকিং'-এ অবদান রাখার জন্য। পৃথিবীর সেরা ব্যক্তিদের মধ্যে বাছাই করে যাঁরা এইসব কাজে অগ্রণী ভূমিকা রেখে থাকেন, তাদেরকে সম্মানজনক স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। শেখ ছালেহ কামেল এমন একজন ব্যক্তি, যিনি ইসলামী ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, **'আমি যদি জানতাম ইসলামী ব্যাংকিং করতে গিয়ে আমাদের অনেক আপোষ করতে হবে এবং সূদী ব্যাংকের মোকাবেলায় এই কাঠামোটি যথার্থ নয়, তাহ'লে ইসলামী ব্যাংকিং-এর জন্য বর্তমান কাঠামো বেছে নিতাম না, বরং অন্য কিছু করতাম'**। এ বিষয়ে মাসিক *আত-তাহরীক* পত্রিকায় বিগত কয়েক সংখ্যায় *(ডিসেম্বর'১২ ও জানুয়ারী'১৩ সংখ্যা দ্রঃ)* শেখ ছালেহ কামেল-এর বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী পাঠক সেটি পড়ে নিতে পারেন। আমি সম্পাদককে অনুরোধ জানাবো, সেটি পুস্তিকা আকারে বের করে জনগণের নিকট ছড়িয়ে দিতে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর যে ভবিষ্যৎ বিপুল সম্ভাবনা এবং বর্তমান বিদ্যমান সমস্যা জানার জন্য শেখ ছালেহ কামেলের মত লোকের বক্তব্য আমাদেরকে সমাধানের লক্ষ্যে পৌঁছাবে এবং সেটি আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে।

তবে মনে রাখতে হবে, পুরোপুরি সূদমুক্ত করার সম্ভাবনা আদৌ নেই বলে এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকব সেটাও ঠিক হবে না। প্রচলিত ব্যাংকিং ও ইসলামী ব্যাংকিং পুরোপুরি সূদমুক্ত করা যাবে না, এটি অনেক লম্বা সময়ের ব্যাপার। এজন্য

আমাদের নিজেদেরকেও বদলাতে হবে। যেমন প্রত্যেক সিডিউল ব্যাংক তাদের আমানতের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে বাধ্য। এটি রাখতে হয় ব্যাংকগুলোর স্বার্থে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ম করে দিয়েছে। যেটা রাখা হয়, তার বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূদ দেয়। এই সূদ যদি ব্যাংক না গ্রহণ করে তাহ'লে কি হবে? এটা একটি সাধারণ প্রশ্ন। যদি কোন ইসলামী ব্যাংক বলে, আপনাদের এই সূদ নিব না, তাহ'লে পরের দিন তার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। কারণ সে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ অমান্য করেছে। আমার জানা মতে, ইসলামী ব্যাংকগুলি সূদের টাকাটা নিয়ে নিজেদের আয়ে দেখায় না, বরং এটি অন্য তহবিলে স্থানান্তর করে দেয়। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক যে সূদ গ্রহণ করল, এটা নিঃসন্দেহে একটি শরী'আত ভায়োলেশন। কিন্তু এটা করা হয় এজন্য যে, এদেশের আইনে ব্যাংকিং ব্যবসার অনুমতির জন্য এটা বাধ্যতামূলক। নইলে সে অনুমতি পাবে না।

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রীয় আইনে সূদী ব্যাংকের যে সুবিধাগুলো আছে, ইসলামী ব্যাংকের সে সুবিধাগুলো নেই। যেমন কেউ ঋণখেলাফী হ'লে তার বিরুদ্ধে তারা সরাসরি মামলা করতে পারবে। এতে সূদী ব্যাংকগুলো সহজেই ডিক্রি পেতে পারবে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে শরী'আহ কাউন্সিলের রায় কি তা জানার পরই মাত্র আদালত রায় দিয়ে থাকে। কারণ বিবাদীপক্ষই শরী'আহ কাউন্সিলের রায়ের দাবী তোলে। এতে রায় বিলম্বিত হয়। অন্য ব্যাংক যেখানে ছয় মাসে রায় পায়, ইসলামী ব্যাংক সেখানে দু'বছরে রায় পাবে। ফলে তাদের বিনিয়োগকৃত টাকা আটকে থাকবে।

আরেকটি ব্যাপার মনে রাখতে হবে, দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামী না হ'লে, ব্যাংক ব্যবস্থা পুরোপরি ইসলামীকরণ করা যাবে না। রাষ্ট্রীয় কাঠামো, আইন ও শাসন, বিচার ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থাসহ সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান চালু থাকতে হবে। তবেই পুরোপুরি ইসলামী ব্যাংকিং আশা করা যায়। জ্যামিতিতে আছে, ক্ষুদ্র কখনো বৃহত্তরের সমান হ'তে পারে না। ক্ষুদ্র একটি অংশ কিভাবে বৃহৎ একটি ব্যাংক ব্যবস্থার মোকাবেলা করবে? তাই এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য আবশ্যক। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলি, মালয়েশিয়াতে ইসলামী ব্যাংকিং এবং ইসলামী ইন্স্যুরেন্সের জন্য সরকার আলাদা আইন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত কোন আইন তৈরী হয়নি। যা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের রেয়াতি বা ছাড় দেওয়া ব্যবস্থা। আর বাংলাদেশ ব্যাংক ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান এটা পারবেও না। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীগুলোও তাই। এগুলো একটা রেয়াতি ব্যবস্থার উপর চলছে। কিন্তু একটা আইন হওয়া দরকার ছিল। তারপরও বলব, ঐ আইনটি শুধু ব্যাংকের জন্য, গোটা দেশের জন্য নয়। সামগ্রিক কাঠামোয় ইসলাম না থাকলে, কেবল ব্যাংকিং সিস্টেম ইসলামীকরণ করা কঠিন। সুতরাং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা পুরোপুরি সূদমুক্ত করা সম্ভব নয়, কিছুটা করা সম্ভব।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট যিয়াউল হক-এর সময় আইন করা হ'ল যে, ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামীকরণ করতে হবে। একে একে দেশের কমার্শিয়াল ব্যাংক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন, হাউজ বিল্ডিং কর্পোরেশন ও বিদেশী ব্যাংকগুলিকে ইসলামীকরণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হ'ল এবং এর জন্য একটা সময়ও বেঁধে দেওয়া হ'ল। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে যিয়াউল হককে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে, দেশীয় ব্যাংক, ইনভেস্টমেন্ট হাউজ এবং ফাইন্যান্সিয়াল হাউজগুলি ইসলামীকরণ হয়েছে। কিন্তু বিদেশী ব্যাংকগুলো কথা শুনছে না। এটা শোনার পর প্রেসিডেন্ট যিয়াউল হক ইসলামাবাদ ও লাহোরে যে সমস্ত ব্যাংকের হেড অফিস ছিল তাদের পরিচালকদের তাঁর অফিসে চা-এর দাওয়াত দিলেন। চা-এর আসরে তিনি তাদেরকে একটি ছোট্ট প্রশ্ন করলেন, দেখুন! আমি যদি আপনাদের দেশে ব্যবসা করি বা ব্যাংক করি আমার করণীয় কি হবে? তারা বলল, আপনি সরকারের অনুমতি নিবেন, লাইসেন্স নিবেন এবং সরকারী আইনগুলি মেনে চলবেন। তনি বললেন, আপনারা কি সেই কাজটি করেছেন? তারা বলল, আমরা বুঝতে পারছি, ইয়োর এক্সেলেন্সি। তিনি বললেন, আমরা যে আইন করেছি, তাতে ব্যাংক কাঠামো ইসলামীকরণ করতে হবে, এটা আপনারা মানেননি। বরং পুরোনো সিস্টেম (অর্থাৎ সূদী ব্যবস্থা) চালু রেখেছেন। আমি আশা করছি আপনারা এটা করবেন। অন্যথায় আপনারা ব্যবসা বন্ধ করে দিন। এতে তারা বুঝল প্রেসিডেন্ট কি বলতে চাচ্ছেন। তখন তারা অচিরেই কাজটি করবে বলে ওয়াদা করেছিল। পরে যিয়াউল হক মারা গেলে তারা পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল।

রাষ্ট্র চাইলে যে পরিবর্তন আনতে পারে এটা তার একটা উদাহরণ। কাজেই আমাদেরকে চাইতে হবে। রাষ্ট্রের আইন কাঠামো বদলাতে হ'লে সংসদে আইন পাস হ'তে হবে, জনগণকে জানাতে হবে এবং সে আইনগুলো আদালতের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে, তাহ'লেই কাংখিত পরিবর্তন সম্ভব। নতুবা শুধু বক্তৃতা করে কিংবা মোটিভেট করে কাজ হবে না, সম্ভবপর নয়। কারণ মানুষের মধ্যে প্রবণতা আছে অন্যায় করার, প্রবণতা আছে ফাঁকি দেওয়ার। তা না হ'লে শয়তান আছে কেন? তার কাজই তো হ'ল ওয়াসওয়াসা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা। কাজেই সরকার যদি চান অনুমতি দিতে পারেন। যেমন ইসলামী ব্যাংকগুলো বিশেষ ব্যবস্থার অনুমতি নিয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি ইসলামীকরণ করতে গেলে ব্যাংক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। সেইসঙ্গে আইন ঢেলে সাজাতে হবে। তাছাড়া এটা কখনোই সম্ভব নয়।

৭. আত-তাহরীক : বর্তমান বিশ্বে সম্পূর্ণরূপে সূদমুক্ত ইসলামী নিয়মানুসারে পরিচালিত কোন ইসলামী ব্যাংক আছে কি?

শাহ হাবীবুর রহমান : আমার জানা মতে, পরিপূর্ণ সূদমুক্ত এবং ইসলামী নিয়মানুসারে পরিচালিত কোন ব্যাংক বর্তমান বিশ্বে নেই। যদিও একটা ব্যাংকের কথা অনেকেই বলবেন, সেটা

হ'ল ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB)। তবে তাদের কাঠামো সম্পূর্ণ ভিন্ন। সকল মুসলিম দেশের অর্থমন্ত্রী এর সদস্য এবং সকল মুসলিম দেশ এর তহবিলে অংশগ্রহণ করে। এই টাকা দিয়ে ব্যাংকগুলো তার আমানত তৈরী করেছে এবং তা থেকে বিনিয়োগ করে। IDB সর্বদাই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে লেনদেন করে। কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর সাথে লেনদেন করে না। এমনকি যদি বৃত্তি প্রদান করে তবুও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বৃত্তি প্রদান করে। যেমন ঢাকাতে একটি IDB ভবন আছে, এটা বাংলাদেশ সরকারের সাথে চুক্তি করেই হয়েছে। এই ভবনের টাকা প্রদান করেছে IDB এবং জমি প্রদান করেছে বাংলাদেশ সরকার। ঐ ভবনের ভাড়া থেকে যে আয় হয়, তা দিয়ে IDB বৃত্তি প্রদান করে IT সেকশন-এর ট্রেনিং দেওয়ার কাজ করছে। এটা একটা উদাহরণ। তারা প্রত্যেকটি সদস্য মুসলিম দেশে অর্থনীতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেটুকু অংশ নিয়েছে তার সবই সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায়। কাজেই IDB-এর কথা বিবেচনায় আনা যাবে না।

আসলে সমাজের সদস্যদের নিয়ে দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি। এই বিচারে ইসলামী ব্যাংক না বাংলাদেশে, না মালয়েশিয়ায়, না ইউরোপে কোথাও পুরোপুরি সূদমুক্তভাবে চালু নেই। খোদ সঊদী আরবেও সূদী ব্যাংক চালু আছে। কাজেই আমরা যদি কোন ব্যাংককে সূদমুক্ত করতে চাই, তাহ'লে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে পুরোপুরি সূদমুক্ত হ'তে হবে। অন্যথায় সম্ভব নয়। বাহরায়েন এবং কুয়েত সম্পর্কে আমার সুস্পষ্ট ধারণা নেই। কারণ গত কয়েক বছর এ সম্পর্কে পড়াশুনা করার সুযোগ আমার হয়নি। কাজেই মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর ব্যাংকিং অবস্থা কি সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা কঠিন। তবে সেখানে যেহেতু সূদী ব্যাংক আছে, সুতরাং একটি কমন ফরমেটে ব্যাংকগুলো চলছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকের জন্য বিভিন্ন আইন করলে সে নিজেই প্রশ্নবিদ্ধ হবে। সেকারণে আমার ধারণা, ঐসব দেশে যে ইসলামী ব্যাংকগুলো আছে, তারাও এদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর মত সর্বতোভাবে সূদমুক্ত নয়। যেমন ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে তারা কতকগুলো নির্দিষ্ট পদ্ধতিতেই বিনিয়োগ করে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর মূল যে রূহ মুযারাবা ও মুশারাকা তারা সেদিকে যেতে পারছে না। মুরাবাহা দিয়েই তারা কাজ করছে। দেশে-বিদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলির বার্ষিক রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করে দেখুন, তাদের মোট আমানতের ৭০ ভাগ বিনিয়োগ করছে মুরাবাহার মাধ্যমে। আর মুরাবাহা তো ব্যবসা মাত্র। সেখানে কোন ঝুঁকি নেই বললেই চলে। আর বাকী মৌলিক পদ্ধতি অর্থাৎ মুশারাকা, মুযারাবা, শিরকাতুল মিলক সেগুলো কোথায় গেল?

জনগণের আকাংখা ছিল যে, ইসলামী ব্যাংকগুলো শরী'আতের পুরোপুরি পাবন্দ হবে। সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে ইসলামী স্বর্ণযুগে যে পদ্ধতিগুলো ছিল সেগুলো পুরোপুরি ব্যবহার হচ্ছে না। বিশেষ করে 'মুযারাবা', যেটা ইসলামী ব্যাংক করতে পারতো বা পারা উচিত বলে আমরা মনে করি, সেখানে ইসলামী ব্যাংকগুলো শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের প্রায় সকল দেশে খুবই দুর্বল অবস্থায় আছে। এর কারণ সরকারী আইন তো আছেই। তার চেয়ে বড় কথা মানুষ। মানুষ তৈরী করতে না পারলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা কখনোই সম্ভব নয়। বাস্তবে দেখা গেছে, একই ব্যক্তি ইসলামী ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ নিয়েছে এবং অন্য ব্যাংক থেকে টাকা ঋণ নিয়েছে। সে ঋণ শোধ করেছে, কিন্তু বিনিয়োগের টাকা শোধ করেনি। কারণ তার যুক্তি, আমাদের তো পার্টনারশীপ ব্যবসা। লোকসান হ'তেই পারে। এই জাতীয় আচরণে ব্যাংকেরও ক্ষতি, জনগণের ইমেজের ক্ষতি। কাজেই ইসলামী ব্যাংকিং সিস্টেম যদি পুরোপুরি ইসলামীকরণ করতে হয়, তাহ'লে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও আইন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং সবার আগে জনগণের মনমানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে।

দেখুন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন। মদীনার লোকজন সঙ্গে ছিলেন বলেই তিনি সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে পেরেছিলেন। সেখানে বিরোধিতা ছিল, কিন্তু তিনি তা দূর করেছিলেন মদীনার আনছার এবং মুহাজির ছাহাবীদের সহযোগিতায়। আমরা কি তা করতে পেরেছি? শুধু ওয়ায করে বা পরামর্শ দিয়ে কাজ হবে না। ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স সিস্টেম প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন। আর এ ত্যাগ স্বীকার করবেন দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিরা। তারা ত্যাগ স্বীকার না করা পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকিং পুরো সফল হ'তে পারবে না। যদি মনে করি, ব্যাংকে টাকা রাখলাম। লাভটা চাই, লোকসান নিতে হ'লে আমি তাতে নেই, তাহ'লে তো ব্যাংক চলবে না। অথচ মুযারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতিতে কখনো কখনো লোকসান থাকবেই। এই লোকসানটা যদি আমরা মেনে নিতে না চাই, তাহ'লে ইসলামী ব্যাংকিং-এর মূল রূহ অর্থাৎ শরী'আতের পূর্ণ অনুসরণ, সেটা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না।

৮. আত-তাহরীক : আত-তাহরীকের সার্বিক মান বৃদ্ধির জন্য আপনার পরামর্শ কি?

শাহ হাবীবুর রহমান : আত-তাহরীক-এর মান বৃদ্ধির জন্য আমার প্রথম পরামর্শ হ'ল (১) ভাল কাগজে এটি ছাপাতে হবে। আমি তাহরীক-এর অনেক পাঠককে দেখেছি, তারা পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাগুলি বাইণ্ডিং করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখেন। কিন্তু নিউজপ্রিন্ট কাগজ সংরক্ষণের উপযোগী নয়। ভাল কাগজে ছাপলে হয়ত পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি পাবে। তবে আমার মনে হয়, ভর্তুকি দিয়ে হ'লেও এ কাজটি করা দরকার। কাগজ খারাপ হওয়ার কারণে পত্রিকাটি ফটোকপি কালচে হয়। অতএব মান বৃদ্ধির জন্য আমার প্রথম পরামর্শ হ'ল কাগজের মান বৃদ্ধি করতে হবে। (২) সম্পাদকীয় লেখার অক্ষর খুবই ছোট হওয়ায় পড়তে কষ্ট হয়। তাই এ ব্যাপারে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রয়োজনে সম্পাদকীয়দু'তিন পৃষ্ঠাব্যাপী হৌক। তাতে পড়তে সুবিধা হবে। (৩) অর্থনীতি ও রাজনীতির

পাতা প্রত্যেক সংখ্যায় অবশ্যই থাকতে হবে। এই পাতায় লেখা হবে তিন ধরনের। (ক) নবী-রাসূলের যুগের

কিছু ইতিহাসমূলক লেখনী (খ) ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈন, উমাইয়া, আব্বাসীয় যুগের কিছু ভালো-মন্দ ইতিহাস, যেগুলি হবে শিক্ষণীয় ও অনুসরণীয় (গ) এবং আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটে তুলনামূলক আলোচনা। এক্ষেত্রে আধুনিক বিষয় নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় যারা লিখছেন, সেগুলো অনুবাদ করে হ'লেও ছাপানো উচিত। এছাড়া আরো বলব, (৪) বাইরের দুনিয়ায় কি ঘটছে, তা আত-তাহরীক-এর মাধ্যমে পাঠকরা জানতে চায়। আমরা মধ্যপ্রাচ্যের খবর, সেখানের রাজনীতি, অর্থনীতি কেমন চলছে, তা খুব কম জানতে পারি। অথচ জানার মাধ্যমেই আগ্রহ সৃষ্টি হয়, মানসিকতা তৈরী হয়। তাই পাঠকদের অধিক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বাইরের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে।

৯. আত-তাহরীক : আত-তাহরীকের জন্য আপনার মূল্যবান সময় ব্যয় করায় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

শাহ হাবীবুর রহমান : আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ।

হোটেল নাইস ইন্টারন্যাশনাল
(আবাসিক)

❒ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ ❒ সুসজ্জিত এ্যাটাচ্ড বাথ
❒ PABX টেলিকম ❒ রেষ্টুরেন্ট ❒ কারপার্কিং প্রভৃতি

আন্তরিক আতিথেয়তার পূর্ণ নিশ্চয়তার নির্ভরযোগ্য আবাসিক হোটেল

গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী।
ফোন : ৭৭৬১৮৮, ৭৭১৮০৮; ফ্যাক্স : ০৭২১-৭৭৫৬২৫
মোবাইল : ০১৭১১-৩৪০৩৯৬।

আত-তাহরীক-এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক, এ কামনায়

আমীন বস্ত্রবিতান +

এখানে শাড়ী, লুঙ্গি, বেডশিট, প্যান্ট ও শার্ট পিচ, ছিট কাপড়সহ যাবতীয় তৈরী পোষাক পাওয়া যায়।

প্রোঃ আব্দুল মুহীত নাঈম
আত্রাই অগ্রণী কলেজ মোড়
মোহনপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৩ সফল হোক

নুরুন নবী ক্লথ স্টোর

শাড়ী, লুঙ্গি, শার্ট, প্যান্ট, স্যুট, ব্লেজার, থ্রীপিস, কাশ্মিরী শাল, পর্দা, বেডসিট সহ সকল প্রকার দেশী-বিদেশী ম্যাচিং কাপড় বিক্রেতা।

জোহরা ম্যাচিং কর্ণার

২৬৫, ২৬৭ সেঞ্চুরী সুপার মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৮১১৫৩৯, ০১৭১২-১৯৩০৯১, ০১৯১২-০১২৫৫৮

বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী

প্রো : মুহাম্মাদ আবু তালেব

এখানে কেজি স্কুল, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, ভোকেশনাল, বি.এম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সহ কুরআন মাজীদ ও যাকির নায়েকের বইসহ ইসলামী যাবতীয় বই সূলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

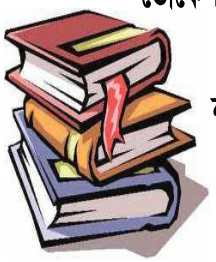

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৩ সফল হোক

সমবায় সুপার মার্কেটের দক্ষিণ দিকে, সাহেব বাজার, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৮২৩-৫৫২০৮৯, ০১৯৪৭০২৬৩১৯৯।

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে সরাসরি অনেক কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কোন বিষয়ে তাঁদের ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে রাসূল (ছাঃ) তাদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে দিয়ে সঠিক পথ নির্দেশ করতেন, তাদের নিকটে বর্ণনা করতেন আমলের যথার্থ পদ্ধতি। আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জনের মাধ্যমে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশের পথ দেখাতেন। সে যুগে ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলের মুখ থেকে সরাসরি অহি-র বাণী শুনতে পেতেন।

বর্তমান যুগে আমরা মসির আঁচড়ে কালো হরফে লিখিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করে ছাহাবায়ে কেরামের জ্ঞানের কথা জানতে পারছি। অথচ তাঁদের সবাই রাসূলের নিকটে সার্বক্ষণিক অবস্থান করতেন না। কিন্তু যিনি রাসূলের সান্নিধ্যে অবস্থান করে তাঁর দশটি বছর খেদমতে অতিবাহিত করেছেন, তিনি কতটা জ্ঞান অর্জন করেছেন! জীবনের একটা দীর্ঘ সময় তিনি রাসূলের সাহচর্যে কাটিয়েছেন। ফলে তাঁর কর্মকাণ্ড নিকট থেকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁর থেকে জ্ঞান, শিষ্টাচার ও উপদেশমালা সরাসরি লাভ করেছেন জীবনের পরতে পরতে। দশটি বছর যিনি রাসূলের সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন তিনি হ'লেন প্রখ্যাত ছাহাবী আনাস বিন মালিক (রাঃ)। এ নিবন্ধে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত আলোচনা করা হলো।-

নাম ও বংশ পরিচয় :

তাঁর প্রকৃত নাম আনাস, কুনিয়াত বা উপনাম আবু হামযাহ মতান্তরে আবু ছুমামাহ। উপাধি হচ্ছে 'খাদেমুর রাসূল' (রাসূলের সেবক), ইমাম, মুফতী, ক্বারী, মুহাদ্দিছ প্রভৃতি।[৯২] তাঁর পিতার নাম মালেক ইবনুন নাযর এবং মাতার নাম উম্মু সুলাইম আল-গুমাইছা বিনতু মিলহান।[৯৩] হাফেয ইবনু কাছীর তাঁর মাতার নাম বলেছেন, উম্মু হারাম মুলাইকা বিনতু মিলহান।[৯৪] তিনি মদীনার প্রসিদ্ধ খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্ণ বংশ পরিচয় হচ্ছে আনাস ইবনু মালেক ইবনিন নাযর ইবনে যামযাম ইবনে যায়েদ ইবনে হারাম ইবনে জুনদুব ইবনে আমের ইবনে গানাম ইবনে আদী ইবনিন নাজ্জার।[৯৫]

জন্ম ও শৈশব :

আনাস (রাঃ)-এর নির্দিষ্ট জন্ম তারিখ জানা যায় না। তবে তিনি বলেন, قَدِمَ النَّبِيُّ صـــ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় আগমন করলেন তখন আমি দশ বছরের বালক'।[৯৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صـــ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِيْنَ- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় আগমনকালে আমি ছিলাম ৮ বছরের বালক'।[৯৭] এ হিসাবে তিনি ৩ নববী বর্ষ মুতাবিক ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে মতান্তরে ৫ নববী বর্ষ মুতাবিক ৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমোক্ত মতটিই অধিক প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ রাসূলের মদীনা আগমনকালে আনাস (রাঃ)-এর বয়স ছিল ১০ বছর।[৯৮]

শৈশবেই তাঁর পিতা মালেক শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে নিহত হন। ফলে আনাস (রাঃ) ইয়াতীম হয়ে যান।[৯৯] অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় আসেন, তখন তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে নীত হন। এরপর থেকে রাসূলের সান্নিধ্যে ও তাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে আনাসের শৈশব অতিবাহিত হয়। তিনি রাসূলের দৃষ্টির সামনেই বেড়ে ওঠেন।

ইসলাম গ্রহণ :

ইসলাম আগমনের প্রাথমিক দিকেই আনাস (রাঃ)-এর মাতা উম্মু সুলাইম ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তার স্বামী মালেক ছিলেন স্বীয় বাপ-দাদার ধর্মে। সে উম্মু সুলাইমের পূর্বের ধর্মে ফিরে আসা কামনা করত। উম্মু সুলাইম সচেতন ও জ্ঞানী মহিলা ছিলেন। তিনি ইসলামের উপরই অটল থাকেন এবং স্বীয় ইয়াতীম পুত্র আনাসকে ইসলামের শিক্ষা দেন। তাওহীদের দীক্ষা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অপরিসীম ভালবাসার বীজ আনাসের হৃদয়ে প্রোথিত করেন। ফলে তিনি রাসূলকে দেখার পূর্বেই তাঁর প্রতি অসীম মহব্বত পোষণ করতেন। ভাবতেন বড় হ'লে রাসূলের সাথে সাক্ষাতের জন্য মক্কায় গমন করবেন এবং তাঁর নিকটেই অবস্থান করবেন।[১০০]

রাসূলের খাদেম হিসাবে আনাস (রাঃ) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় আগমন করলে আনাসের মাতা উম্মু সুলাইম মতান্তরে তার চাচা ও উম্মু সুলাইমের (২য়) স্বামী আবু ত্বালহা তাকে নিয়ে এসে বলেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَنَسًا غُلاَمٌ كَيِّسٌ، فَلْيَخْدُمْكَ 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আনাস চালাক-চতুর, বুদ্ধিমান ছেলে। সে আপনার খেদমত করবে'।[১০১] আনাস (রাঃ) বলেন, فَخَدَمْتُهُ فِى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ 'অতঃপর বাড়ীতে ও সফরে আমি তাঁর খেদমত করেছি'। আনাস (রাঃ)-কে তাঁর মা-খালাগণ রাসূলের খেদমত করার জন্য উৎসাহিত করতেন। যেমন তিনি বলেন, وَكُنَّ أُمَّهَاتِىْ يَحْثُثْنَنِى عَلَى خِدْمَتِهِ 'আমার মা-খালাগণ আমাকে তাঁর সেবা

---

৯২. *শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩য় খণ্ড (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০২ হি./১৯৮২খ্রী.), পৃঃ ৩৯৫-৯৬।*
৯৩. *মাহমূদ আল-মিছরী, আছহাবুর রাসূল (ছাঃ), (কায়রো : মাকতাবা আবুবকর ছিদ্দীক্ব, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩হিঃ/২০০২খ্রী.), পৃঃ ২১৭।*
৯৪. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫ম খণ্ড, ৯ম জুয (কায়রো : দারুর রাইয়্যান, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খৃ.), পৃঃ ৯৪।*
৯৫. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/৩৯৫ পৃঃ।*
৯৬. *মুসলিম হা/২০২৯।*
৯৭. *তিরমিযী হা/৫৮৯, ২৬৭৮, ২৬৯৮; মিশকাত হা/৫৮১৯, সনদ ছহীহ।*
৯৮. *বুখারী হা/৬৪০০, ২৫৬১।*
৯৯. *আছহাবুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২১৭।*
১০০. *তদেব।*
১০১. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫ম খণ্ড, ৯ম জুয, পৃঃ ৯৪।*

করার জন্য প্রেরণা দিতেন'।[১০২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, فَكَانَ أُمَّهَاتِى يُوَاظِبْنَنِى عَلَى خِدْمَةِ النَّبِىِّ صـــ 'আমার মা-খালাগণ অবিরতভাবে আমাকে নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমত করার নির্দেশ দিতেন'।[১০৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় আগমনের পর থেকে মৃত্যু অবধি আনাস (রাঃ) তাঁর খেদমত করেন। তিনি পূর্ণাঙ্গরূপে রাসূলের সাহচর্য ও সান্নিধ্য লাভ করেছেন।[১০৪]

শিক্ষা-দীক্ষা :

আনাস (রাঃ) ১০ বছর বয়স থেকে ২০ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁর জীবনের কৈশোর থেকে যৌবনেরও একটি অংশ রাসূলের সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। ফলে তিনি রাসূলের নিকট থেকে অশেষ জ্ঞানার্জন করেন।[১০৫] তিনি রাসূলের নিকট থেকে হাদীছ শুনে তা লিখে রাখতেন এবং তাঁকে পুনরায় শুনাতেন।[১০৬]

আনাসের জন্য রাসূলের দো'আ :

মদীনায় হিজরত করার পর আনাস (রাঃ) মহানবী (ছাঃ)-এর নিকটে নীত হ'লেন। রাসূল (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করেন, اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ حَيَاتَـــهُ 'হে আল্লাহ! তুমি তার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দাও এবং তার হায়াত বাড়িয়ে দাও'।[১০৭]

অন্য বর্ণনায় আছে, اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ 'হে আল্লাহ! তুমি তার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দাও'।[১০৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) আনাসের জন্য এ দো'আ করেন, اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالاً وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে সম্পদ ও সন্তান দান কর এবং তাতে বরকত দান কর'।[১০৯] অন্য হাদীছে এসেছে, اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ 'হে আল্লাহ! তুমি তার ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি বৃদ্ধি করে দাও এবং তুমি তাকে যা দান করেছ তাতে বরকত দাও'।[১১০]

রাসূলের দো'আর বরকত :

রাসূলের দো'আ আনাস (রাঃ)-এর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার জন্য তিনটি দো'আ করেছেন। এর মধ্যে দু'টির ফলাফল আমি দুনিয়াতেই পেয়েছি এবং আখিরাতে তৃতীয়টি পাওয়ার দৃঢ় প্রত্যাশা করি।[১১১]

অন্যত্র আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকটে আসতেন। একদা তিনি আমাদের ঘরে আসলেন এবং আমাদের পরিবারের সকলের জন্য দো'আ করলেন। তখন (আমার মা) উম্মু সুলাইম বললেন, আপনার এই ছোট্ট খাদেমটির জন্য দো'আ করছেন না কেন? তখন তিনি এভাবে দো'আ করলেন, اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ حَيَاتَهُ وَاغْفِرْ لَهُ 'হে আল্লাহ! তুমি তার সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি করে দাও, তার হায়াত বাড়িয়ে দাও এবং তাকে ক্ষমা করে দাও'। তাঁর তিনটি দো'আর ফল এভাবে প্রত্যক্ষ করেছি যে, একশত তিনটি সন্তানকে নিজ হাতে দাফন করেছি। আমার বাগানের ফসল বছরে দু'বার উঠানো হয় এবং আমার আয়ু এতই দীর্ঘ হয়েছে যে, অধিক বয়সের কারণে আমি রীতিমত লজ্জাবোধ করি। এখন (চতুর্থটি) মাগফিরাত আশা করছি'।[১১২]

অপর একটি হাদীছে এসেছে,আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকটে আসলেন। এ সময় আমি, আমার মা ও আমার খালা উম্মু হারাম ব্যতীত কেউ ছিল না। আমার মা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার ছোট খাদেমের জন্য দো'আ করুন। তখন রাসূল (ছাঃ) আমার জন্য সব ধরনের রকতের দো'আ করলেন। তিনি আমার জন্য যে দো'আ করেছিলেন, তার শেষে ছিল, اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْهِ 'হে আল্লাহ! তার সম্পদ ও সন্তানাদি বৃদ্ধি করে দিন এবং তাতে বরকত দান করুন'।[১১৩] আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! সে যুগে আমার সম্পদ ছিল প্রচুর এবং সন্তান ও নাতী-পোতার সংখ্যা ছিল একশ'র মত।[১১৪]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল প্রকার কল্যাণের জন্য দো'আ করলেন। তিনি বলেন, فَإِنِّىْ لَمِنْ أَكْثَرِ الأَنْصَارِ مَالاً 'ফলে আমি আনছারদের মধ্যে ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলাম'।[১১৫]

আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ আমার সম্পদ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি আমার আঙ্গুর গাছে বছরে দু'বার ফল আসত এবং আমার ঔরসজাত সন্তান হয়েছিল ১০৬ জন'।[১১৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আনাস (রাঃ)-এর একটি বাগান ছিল যাতে বছরে দু'বার ফল আসত। আর তাঁর বাগানে এমন ফুল ছিল যা থেকে মিশক আম্বরের সুগন্ধি ছড়াত।[১১৭]

ইস্তি'আব গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, আনাস (রাঃ)-এর ৮০ জন সন্তান ছিল। তন্মধ্যে ৭৮ জন ছেলে এবং হাফছাহ ও উম্মু আমর নামক ২ জন মেয়ে।[১১৮] আবুল ইয়াকযান বলেন, প্লেগে আনাস (রাঃ)-এর ৮০ জন মতান্তরে ৭০ জন সন্তান মারা

১০২. মুসলিম হা/৫১৮৫ (১২৫), ২০২৯।
১০৩. বুখারী হা/৫৭৬৯, ৪৭৬৮।
১০৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/৩৯৭।
১০৫. তদেব, ৩/৩৯৬; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, ৫ খণ্ড, ৯ম জুন, পৃঃ ৯৪।
১০৬. মুস্তাদরাক ৩/৬৬৪।
১০৭. বুখারী, আদাবুল মুফরাদ হা/৬৫৩।
১০৮. মুসলিম হা/(১৪৩) ২৪৮১।
১০৯. বুখারী, 'ছাওম' অধ্যায় হা/১৯৮২।
১১০. মুসলিম হা/(১৪১)২৪৮০; মিশকাত হা/৬১৯৯; তিরমিযী হা/৩৮২৯।
১১১. মুসলিম হা/(১৪৪) ৬২৭১।
১১২. বুখারী, আদাবুল মুফরাদ হা/৬৫৪, সনদ ছহীহ।
১১৩. মুসলিম হা/(১৪২) ৬২৬৯।
১১৪. মুসলিম হা/(১৪৩) ৬২৭০।
১১৫. বুখারী, হা/১৯৮২ 'ছাওম' অধ্যায়।
১১৬. বুখারী 'দাওয়াত' অধ্যায়; মুসলিম হা/২৪৮০।
১১৭. তিরমিযী হা/৩৮৩৩।
১১৮. ইবনু আবদিল বার্র, আল-ইস্তি'আব।

গিয়েছিল।[১১৯] রাসূলের দো'আর বরকতে আনাস (রাঃ) দীর্ঘ বয়স পেয়েছিলেন। তিনি ৯৬/৯৭ মতান্তরে ১০৩ বা ১০৭ বছরের দীর্ঘ জীবন লাভ করেন।[১২০]

রাসূল (ছাঃ)-এর গোপনীয় বিষয়ের হেফাযত :

মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) কোন গোপনীয় কথা আনাস (রাঃ)-কে বললে তিনি তা প্রকাশ করতেন না; বরং গোপনই রাখতেন। যেমন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকটে আসলেন। আমি তখন বালকদের সাথে খেলায় লিপ্ত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে সালাম দিলেন। অতঃপর আমাকে একটি বিশেষ প্রয়োজনে পাঠালেন। আমি আমার মায়ের নিকটে বিলম্বে ফিরে আসলাম। আমি মায়ের নিকটে গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কিসে আটকে রেখেছিল? আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে একটি প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, প্রয়োজনটি কি? আমি বললাম, সেটা গোপনীয়। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গোপনীয় বিষয় কখনও কাউকে বলবে না। আনাস বলেন, হে ছাবিত! সে গোপনীয় ব্যাপার কারও নিকট বললে তা তোমাকে অবশ্যই বলতাম।[১২১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে আমার নিকট বলেছিলেন। তারপর আমি কারো নিকটে তা প্রকাশ করিনি। এমনকি (আমার মা) উম্মু সুলাইম (রাঃ) সে ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকেও তা জানাইনি।[১২২]

জিহাদে অংশগ্রহণ :

আনাস (রাঃ) অনেক জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ৮টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১২৩] তন্মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধি, মক্কা বিজয়, হুনায়েন ও তায়েফ উল্লেখযোগ্য।[১২৪] তিনি রাসূলের সাথে বিদায় হজ্জ, ওমরা ও বায়'আতে রিযওয়ানে শরীক হন।[১২৫] তিনি বদর যুদ্ধে রাসূলের খাদেম হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ইরানের প্রসিদ্ধ শহর তুসতার বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন।[১২৬] তখন তিনি হুরমুযানকে নিয়ে ওমর (রাঃ)-এর নিকটে আসেন। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করে।[১২৭]

পোশাক-পরিচ্ছদ :

আনাস (রাঃ) স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করতেন। তিনি জুব্বা ও নকশা করা চাদর ব্যবহার করতেন।[১২৮] তিনি মাথায় কালো পাগড়ি ও হাতে আংটি পরতেন। পাগড়ির প্রান্ত পিছনের দিকে ঝুলিয়ে দিতেন।[১২৯] তাঁর আংটিতে 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' খোদাই করা ছিল। যখন তিনি পেশাব-পায়খানায় যেতেন, তখন তা খুলে রাখতেন।[১৩০]

আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও দৈহিক গুণাবলী :

ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আনাস (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একান্ত কাছের মানুষ। তিনি নিকট থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় রাসূলের অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। যেমন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের মানুষ। একদা কোন এক কাজে আমাকে পাঠাতে চাইলেন। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যাব না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে কাজের জন্য আমাকে আদেশ করেছেন, আমি সে কাজে অবশ্যই যাব। অতঃপর আমি বের হ'লাম এবং এমন কতিপয় বালকের নিকট এসে পৌঁছলাম যারা বাজারের মধ্যে খেলাধুলা করছিল। এমন সময় হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পিছন হ'তে আমার ঘাড় চেপে ধরলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি হাসছেন। তখন তিনি স্নেহের সুরে বললেন, হে উনাইস! আমি তোমাকে যে কাজের জন্য আদেশ করেছিলাম সেখানে কি তুমি গিয়েছিলে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! এইতো আমি এক্ষণি যাচ্ছি।[১৩১]

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি একাধারে দশ বছর নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমত করেছি। কিন্তু তিনি কোন দিন 'উফ' শব্দটি পর্যন্ত আমাকে বলেননি। এমনকি একাজটি কেন করেছ এবং তা কেন করনি- এমন কথাও কোন দিন বলেননি।[১৩২]

তিনি আরো বলেন, আমার বয়স যখন আট বছর তখন রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে যোগ দেই এবং দশ বছর যাবৎ তাঁর খেদমত করেছি। কোন সময় কোন জিনিস নষ্ট হয়ে গেলেও তিনি আমাকে কখনো তিরস্কার করেননি। যদি পরিবারবর্গের কেউ আমাকে তিরস্কার করতেন, তখন তিনি বলতেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা যা হওয়ার ছিল তা তো হবেই।[১৩৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন অসীম ধৈর্যের অধিকারী। যেমন আনাস (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) একটি নাজরানী চাদর গায়ে জড়িয়ে পথ চলছিলেন। পথিমধ্যে এক বেদুইন তার চাদর ধরে হেঁচকা টান দেয় ফলে তাঁর গলায় চাদরের টানের দাগ পড়ে যায়। এরপর ঐ বেদুইন বলল, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আল্লাহ তা'আলার যে সকল সম্পদ আপনার হাতে আছে, তা হ'তে আমাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিন। তখন নবী করীম (ছাঃ) তার দিকে ফিরে তাকালেন এবং হেসে ফেললেন। অতঃপর তাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[১৩৪]

---

১১৯. সিয়ার ৩/৪০৫।
১২০. তদেব ৩/৪০৬।
১২১. মুসলিম হা/(১৪৫)২৪৮২।
১২২. মুসলিম হা/৬২৭৩ (১৪৬/৬২৭৩)।
১২৩. সিয়ার ৩/৩৯৭; আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি.; ১৯৯৮ খৃ.), পৃঃ ৬৬৫।
১২৪. ইবনু হাজার আসক্বালানী, আত-তাহযীবুত তাহযীব, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৪১৫ হি./ ১৯৯৪ খৃ.), পৃঃ ৩৪৩।
১২৫. তদেব, সিয়ার ৩/৩৯৭।
১২৬. তদেব ৩/৩৯৭।
১২৭. তদেব পৃঃ ৩/৪০২।
১২৮. সিয়ার ৩/৪০৪।
১২৯. সিয়ার ৩/৪০৩।
১৩০. তদেব ৩/৪০৪।
১৩১. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮০২।
১৩২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮০১।
১৩৩. বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/১৪২৯; মিশকাত হা/৫৮১৯, সনদ ছহীহ।
১৩৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮০৩।

রাসূলের চলাফেরা, শারীরিক বৈশিষ্ট্যও আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় উঠে এসেছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর (দেহের) চেয়ে অধিক সুগন্ধময় কোন মিসক আম্বর বা ভিন্ন কোন বস্তুর ঘ্রাণ আমি গ্রহণ করিনি এবং তাঁর (দেহের চেয়ে কোমল রেশম বা নরম বস্ত্র আমি স্পর্শ করিনি।[১৩৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণের। তাঁর ঘাম যেন মুক্তার ন্যায়। তিনি চলার সময় সম্মুখপানে ঝুঁকে চলতেন। আমি নরম কাপড় বা রেশমকেও তাঁর হাতের তালুর মত নরম পাইনি এবং মিসক আম্বরের মাঝেও তাঁর শরীরের চেয়ে অধিক সুগন্ধি পাইনি।[১৩৬]

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের গৃহে আসলেন এবং আরাম করলেন। তিনি ঘর্মাক্ত হ'লেন, আর আমার মা একটি ছোট বোতল নিয়ে রাসূলের ঘাম মুছে তাতে ভরতে লাগলেন। নবী করীম (ছাঃ) জাগ্রত হ'লেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, হে উম্মু সুলাইম! একি করছ? আমার মা বললেন, এ হচ্ছে আপনার ঘাম, যা আমরা সুগন্ধির সঙ্গে মেশাই, আর এতো সব সুগন্ধির সেরা সুগিন্ধ।[১৩৭]

অন্যত্র তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) উম্মু সুলাইমের গৃহে যেতেন এবং তার বিছানায় আরাম করতেন। আর উম্মু সুলাইমকে বলা হ'ল, নবী করীম (ছাঃ) তোমার গৃহে তোমার বিছানায় ঘুমিয়ে গেছেন। আনাস (রাঃ) বলেন, উম্মু সুলাইম গৃহে প্রবেশ করলেন, নবী করীম (ছাঃ) তখন ঘর্মাক্ত হয়েছেন, আর তাঁর ঘাম চামড়ার বিছানার উপর জমে গেছে, উম্মু সুলাইম তার কৌটা খুললেন এবং সে ঘাম মুছে মুছে ছোট একটি বোতলে ভরতে লাগলেন। নবী করীম (ছাঃ) হঠাৎ উঠে গেলেন এবং বললেন, হে উম্মু সুলাইম! তুমি কি করছ? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের শিশুদের জন্য তার বরকত নিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ভাল করেছ।[১৩৮]

রাসূল (ছাঃ) হাসি-ঠাট্টাও করতেন। যেমন আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম (ছাঃ) সবচেয়ে অধিক সদাচারী ছিলেন। আমার এক ভাই ছিল; তাকে আবূ 'উমায়ের' বলে ডাকা হ'ত। আমার ধারণা যে, সে তখন মায়ের দুধ খেতো না। যখনই সে তাঁর নিকট আসতো, তিনি বলতেন, হে আবূ 'উমায়ের! কী করছে তোমার নুগায়ের? সে নুগায়র পাখিটা নিয়ে খেলতো। আর প্রায়ই যখন ছালাতের সময় হ'ত এবং তিনি আমার ঘরে থাকতেন, তখন তাঁর নীচে যে বিছানা থাকতো, একটু পানি ছিটিয়ে ঝেড়ে দেয়ার জন্য আমাদের আদেশ করতেন। তারপর তিনি ছালাতের জন্য দাঁড়াতেন এবং আমরাও তাঁর পেছনে দাঁড়াতাম। আর তিনি আমাদের নিয়ে ছালাত আদায় করতেন।[১৩৯]

ছোট বড় কোন মানুষের সাথে মিশতে তিনি কুণ্ঠিত হ'তেন না। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, মদীনাবাসীদের কোন এক দাসীও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাত ধরে যেখানে চাইত নিয়ে যেত। আর তিনিও তার সাথে চলে যেতেন।[১৪০]

ইবাদত-বন্দেগী :

আনাস (রাঃ) ইবাদত-বন্দেগীতে রাসূলের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করতেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صـــ من ابن أم سليم يعني أنسًا 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছালাত ইবনু উম্মে সুলাইম তথা আনাস ব্যতীত অন্য কাউকে দেখিনি'।[১৪১] আনাস ইবনু সীরীন বলেন, كان أنس بن مالك أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر 'আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) ছিলেন মুক্বীম (বাড়ীতে থাকা) অবস্থায় ও সফরে সর্বোত্তম ছালাত আদায়কারী ব্যক্তি'।[১৪২]

তিনি ইবাদতের প্রতি সজাগ ও সচেতন থাকতেন। ছালেহ ইবনু ইবরাহীম বলেন, আমরা জুম'আর দিনে রাসূলের কোন এক স্ত্রীর বাড়ীতে বসে কথা-বার্তা বলছিলাম। তখন আনাস (রাঃ) এসে বললেন, তোমরা থাম। এরপর ছালাতের আযান হ'লে তিনি বললেন, আমি আশংকা করছি যে, তোমাদের সাথে কথা বলতে থাকলে আমার জুম'আর ছালাত ছুটে যাবে বা বাতিল হয়ে যাবে।[১৪৩]

আনাস (রাঃ) ধীর-স্থিরভাবে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রাতের নফল ছালাত আদায় করতেন। আর এই দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করার কারণে তাঁর দু'পায়ের গোড়ালী ফেটে রক্ত বের হয়ে যেত।[১৪৪]

তিনি বৃদ্ধ বয়সে অতি দুর্বল হয়ে যান। ফলে ছিয়াম পালনে অক্ষম হয়ে পড়েন। তখন তিনি প্রতি দিনের ছিয়ামের জন্য একজন মিসকীনকে রুটি-গোশত খাওয়াতেন এবং নিজে ছিয়াম ভঙ্গ করতেন। দু'বছর তিনি এরূপ করেছেন।[১৪৫] অন্য বর্ণনায় আছে, মৃত্যুর বছর আনাস (রাঃ) ছিয়াম পালনে অপারগ হয়ে পড়লেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পক্ষে কাযা আদায় করা সম্ভব নয়, তখন তিনি এক গামলা রুটি ও গোশত রান্না করে কয়েকজনকে খাওয়ালেন।[১৪৬] অপর বর্ণনায় আছে, তিনি এক গামলা ছারীদ (খাদ্য বিশেষ) তৈরী করে ৩০ জন মিসকীনকে খাওয়ালেন।[১৪৭]

তিনি কুরআন খতম করলে পরিবার-পরিজন সকলের জন্য দো'আ করতেন।[১৪৮] তিনি ইহরাম বাঁধলে (হজ্জ ও ওমরা শেষে) ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সাথে

১৩৫. *মুসলিম হা/২৩৩০।*
১৩৬. *মুসলিম হা/২৩৩০, ৫৯৪৮।*
১৩৭. *মুসলিম হা/৫৯৪৯।*
১৩৮. *মুসলিম হা/৫৯৫০।*
১৩৯. *বুখারী হা/৬২০৩; মুসলিম ৩৮/৫ হা/২১৫০।*
১৪০. *বুখারী হা/৬০৭২; মিশকাত হা/৫৮০৯।*
১৪১. *সিয়ার, ৩/৪০০; আল-বিদায়াহ, ৫ম খণ্ড, ৯ম জুয, পৃঃ ৯৫; তাহযীবুত তাহযীব ১/৩৪৩।*
১৪২. *আল-বিদায়াহ ৫ম খণ্ড, ৯ম জুয, পৃঃ ৯৫।*
১৪৩. *আল-বিদায়াহ ৫ম খণ্ড, ৯ম জুয, পৃঃ ৯৫।*
১৪৪. *সিয়ার ৩/৪০০।*
১৪৫. *বুখারী, তরজমাতুল বাব-২৫, তাফসীর অধ্যায়।*
১৪৬. *সিয়ার ৩/৪০৫, ৫নং টীকা দ্র.।*
১৪৭. *তদেব ৩/৪০৫।*
১৪৮. *ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ১/৩০৪।*

কোন কথা বলা যেত না। এ সময় তিনি কেবল আল্লাহ্র যিকর করতেন। যিকর ব্যতীত অন্য কোন কথা বলতেন না।[১৪৯] তিনি উভয় ক্বিবলার দিকেই ছালাত আদায় করেছেন। তিনি বলেন, لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ غَيْرِيْ 'দুই ক্বিবলার দিকে ফিরে ছালাত আদায়কারী আমি ব্যতীত আর কেউ নেই'।[১৫০]

রাসূলের প্রতি আনাসের ভালবাসা :

তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে মনে-প্রাণে ভালবাসতেন। রাসূলের কথা-কর্মের অনুসরণের প্রতি তিনি ছিলেন সদা উদগ্রীব। রাসূল (ছাঃ) যা ভালবাসতেন আনাস (রাঃ)ও তাই ভালবাসতেন; যা তিনি অপসন্দ করতেন আনাস (রাঃ)ও তা অপসন্দ করতেন। তিনি রাসূলের সাথে প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্ত এবং বিদায়ের সময়কে অধিক স্মরণ করতেন। রাসূলের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালবাসার কথা সুস্পষ্ট হয় তার এ উক্তিতে, ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي ثم يبكي 'এমন কোন রাত নেই যে, আমি আমার প্রিয় বন্ধুকে (স্বপ্নে) দেখিনি। অতঃপর তিনি কাঁদলেন'।[১৫১] রাসূলের প্রতি তার মহব্বতের বিষয়টি আরো প্রতিভাত হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীছে। আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ক্বিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, তার জন্য তুমি কি প্রস্তুত করেছ? লোকটি বলল, আমি তার জন্য অধিক ছালাত, ছিয়াম ও দান-ছাদাক্বা করতে পারিনি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। রাসূল (ছাঃ) وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ 'তুমি তার সাথে থাকবে, যাকে তুমি ভালবাস'। আনাস (রাঃ) বলেন, কোন কিছুতে আমি কখনও এত খুশি হইনি, যত খুশি হয়েছি রাসূলের একথা وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ শুনে। কেননা আমি নবী করীম (ছাঃ), আবূবকর ও ওমরকে ভালবাসি। আর আমি আশা করি তাঁদের ভালবাসার কারণে আমি তাঁদের সাথেই জান্নাতে থাকব। যদিও আমি তাঁদের ন্যায় আমল করতে পারিনি'।[১৫২]

ইলমে হাদীছে অবদান :

রাসূল (ছাঃ)-এর সান্নিধ্যে থেকে আনাস (রাঃ) অহি-র অফুরন্ত জ্ঞান লাভে ধন্য হয়েছিলেন। রাসূলের নিকট থেকে লাভ করেছিলেন ইলমের সঠিক বুঝ, প্রজ্ঞা ও প্রয়োগপদ্ধতি। তিনি তা ছাহাবী, তাবেঈ ও অন্যান্য মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবূবকর, ওমর, ওছমান, আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা, মু'আয ইবনু জাবাল, উসাইদ ইবনুল হুযাইর, আবু ত্বালহা, ছাবেত ইবনু কায়েস, আব্দুর রহমান ইবনু আওফ, ইবনু মাসঊদ, মালেক ইবনু ছা'ছা'আহ, আবু যর, উবাদাহ ইবনুছ ছামেত, আবু হুরায়রাহ, উম্মু সুলাইম বিনতু মিলহান (তাঁর মাতা), তাঁর খালা উম্মু হারাম, উম্মুল ফাযল (আব্বাসের স্ত্রী), ফাতেমাতুয যাহরা প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ ও বর্ণনা করেন।

তাঁর থেকে হাসান, সুলাইমান আত-তাইমী, আবু ক্বিলাবাহ, ইবনু সীরীন, শা'বী, আবু মিজলায, মাকহূল, ওমর ইবনু আব্দুল আযীয, ছাবিত আল-বুনানী, আবূবকর ইবনু আব্দুল্লাহ আল-মুযনী, ইবনু শিহাব আয-যুহরী, ক্বাতাদাহ, ইবনুল মুনকাদির, ইসহাক ইবনু আব্দুল্লাহ আবু ত্বালহা, আব্দুল আযীয ইবনু ছুহাইব, শু'আইব আল-হাবহাব, আমর ইবনু আমের আল-কূফী, হুমায়েদ আত-ত্বাবীল, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-আনছারী, কাছীর ইবনু সুলাইম, ঈসা ইবনু তাহমান, ওমর ইবনু শাকির, ছুমামাহ, আল-জা'দ আবু ওছমান, আনাস ইবনু সীরীন, আবু উমামা ইবনু সাহল ইবনু হুনাইফ, ইবরাহীম ইবনু মায়সারা, বুরাইদ ইবনু আবী মারিয়াম, বয়ান ইবনু বিশর, রবী'আহ ইবনু আবু আব্দুর রহমান, সাঈদ ইবনু জুবাইর, সালমা ইবনু ওয়ারদান প্রমুখ হাদীছ শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন।[১৫৩]

১৫০ হিজরী পর্যন্ত তাঁর নির্ভরযোগ্য শিষ্য-সাথীগণ এবং ১৯০ হিজরী পর্যন্ত দুর্বল শিষ্যগণ বেঁচেছিলেন। তাঁর ছাত্রদের নিকট থেকে যারা হাদীছ শুনেছেন তন্মধ্যে নির্ভরযোগ্য অনেকে ২০০ হিজরীর পরেও জীবিত ছিলেন।[১৫৪]

তাঁর নিকট থেকে প্রায় ২০০ জন রাবী হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৫৫] তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ২২৮৬টি। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম ঐক্যমতে ১৮০টি, বুখারী এককভাবে ৮০টি এবং মুসলিম এককভাবে ৯০টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৫৬] কেউ বলেন, মুসলিম এককভাবে ৭০টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৫৭]

আনাস (রাঃ) হাদীছ বর্ণনায় সতর্ক ও সচেতন ছিলেন। মুহাম্মাদ বলেন, আনাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনার সময় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন এবং বলতেন, او كما قال رسول الله صـــ 'অথবা রাসূল (ছাঃ) এরূপ বলেছেন'।[১৫৮] তিনি বলতেন, خُذْ مِنِّى فَأَنَا أَحَذْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صـــ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَسْتَ تَجِدُ أَوْثَقَ مِنِّـــيْ (ইলম) গ্রহণ কর। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে গ্রহণ করেছি, তিনি আল্লাহ থেকে। আর তুমি আমার চেয়ে নির্ভরযোগ্য কাউকে পাবে না'।[১৫৯]

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন :

আবূবকর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর আনাস (রাঃ)-কে বাহরাইনে যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করেন। তাঁর মৃত্যু হ'লে

১৪৯. *সিয়ার ৩/৪০১ ও টীকা নং ২ দ্র.।*
১৫০. *বুখারী 'তাফসীর' অধ্যায় হা/৪৪৮৯।*
১৫১. *তদেব ৩/৪০৩; আছহাবুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৩২৫।*
১৫২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৩৬৮৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৬৮৯।*
১৫৩. *সিয়ার ৩/৩৯৬; তাহযীব ১/৩৪২।*
১৫৪. *সিয়ার ৩/৩৯৬-৯৭।*
১৫৫. *তদেব ৩/৩৯৭।*
১৫৬. *তদেব ৩/৪০৬।*
১৫৭. *যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৭৪ হি.), পৃঃ ৪৫।*
১৫৮. *আল-বিদায়াহ, ৫ম খণ্ড, ৯ম জুয, পৃঃ ৯৬।*
১৫৯. *তদেব, পৃঃ ৯৫।*

তিনি ওমরের নিকটে আসেন। তখন ওমর বলেন, কি নিয়ে এসেছেন, দিন। আনাস বললেন, আগে বায়'আত নিন। তখন ওমর (রাঃ) হাত বাড়িয়ে দিলেন। অতঃপর আনাস বললেন, এই যে, সব সম্পদ, আমরা যা নিয়ে এসেছি। তখন ওমর বললেন, এসব আপনার। যার পরিমাণ ছিল ৪ হাযার।[১৬০]

ওমর (রাঃ)ও তাকে বাহরাইনে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন।[১৬১] ইয়াযীদের মৃত্যুর পর ইবনু যুবায়ের আনাস (রাঃ)-এর নিকট পত্র লেখেন। তখন তিনি ৪০ দিন বছরার মসজিদে ইমামতি করেন।[১৬২]

রাসূলের মৃত্যুতে আনাসের শোক :

রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের প্রথম দিনে আনাসের চেহারা ছিল দীপ্তিময় এবং রাসূলের বিচ্ছেদের দিনে তার চেহারা ছিল বিষাদময়, চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত। রাসূলের কথা তিনি বার বার উল্লেখ করতেন। তিনি জীবনের ১০টি বছর রাসূলের সন্নিধ্যে কাটানোতে তাঁর প্রতি ছিল অপরিসীম ভালবাসা। যখন রাসূল (ছাঃ) ইন্তেকাল করেন, তখন আনাস শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তিনি অনুভব করলেন তাঁর চারিদিক যেন পরিবর্তিত হয়ে গেল; দুনিয়া যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। এর প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর বক্তব্যে, তিনি বলেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরত করে মদীনায় প্রবেশ করেন সেদিন সেখানকার প্রতিটি জিনিস জ্যোতির্ময় হয়ে যায়। অতঃপর যেদিন তিনি ইন্তিকাল করেন সেদিন আবার তথাকার প্রতিটি জিনিস অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমরা তাঁর দাফনকার্য শেষ করে হাত থেকে ধুলা না ঝাড়তেই আমাদের অন্তরে পরিবর্তন এসে গেল (ঈমানের জোর কমে গেল)।[১৬৩]

ইবনু রজব বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করলে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিল। কেউ কেউ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল, কি করবে তা বুঝতে পারল না; কেউ বসে পড়ল উঠে দাঁড়ানোর শক্তি পেল না, কারো বাকরুদ্ধ হয়ে গেল, কথা বলার শক্তি পেল না। কেউ তাঁর মৃত্যুকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন যে, তিনি প্রেরিত হয়েছেন।[১৬৪] ছাহাবীগণের অনেকেরই এ অবস্থা হয়েছিল, যার প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীছ। আনাস (রাঃ) বলেন, যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর রোগ প্রকটরূপ ধারণ করে তখন তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় ফাতেমা (রাঃ) বললেন, ওহ! আমার পিতার উপর কত কষ্ট! তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আজকের পরে তোমার পিতার উপর আর কোন কষ্ট নেই। যখন তিনি ইন্তিকাল করলেন, তখন ফাতেমা (রাঃ) বললেন, হায় আমার পিতা! আমার পিতা, রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। হায় আমার পিতা! জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁর বাসস্থান। হায় আমার পিতা! জিবরীল (আঃ)-কে তাঁর ইন্তিকালের খবর শুনাই। যখন নবী করীম (ছাঃ)-কে সমাহিত করা হ'ল, তখন ফাতিমা (রাঃ) বললেন, হে আনাস! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মাটি চাপা দিয়ে আসা তোমরা কিভাবে বরদাশত করলে?[১৬৫]

হাজ্জাজ কর্তৃক আনাস (রাঃ)-কে অপমান :

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বহু ছাহাবী ও তাবেঈর উপরে নির্যাতন করেছিল। তার হাত থেকে আনাস (রাঃ)ও রেহাই পাননি। আলী ইবনু যায়েদ বলেন, আমি গভর্নরের প্রাসাদে ছিলাম। ইবনুল আশ'আছের (বিদ্রোহের) রাত্রে হাজ্জাজ লোকদেরকে ঠিক করছিল। তখন আনাস (রাঃ) আসলেন। এ সময় হাজ্জাজ বলল, হে খবীছ! ফেতনার মধ্যে ঘোরাফিরা করা লোক! একবার আলীর সাথে, একবার ইবনুয যুবায়েরের সাথে, আবার ইবনুল আশ-আছের সাথে থাকছ। যার হাতে আমার প্রাণ, সে সত্তার কসম করে বলছি, আমি তোমার মূল উচ্ছেদ করে দেব, যেমন আঠা তুলে ফেলা হয়। আমি তোমার চামড়া তুলে ফেলব, যেভাবে যবের (গুই সাপের) চামড়া ছাড়ানো হয়। তখন আনাস (রাঃ) বললেন, আমীরকে (গভর্ণরকে) কে সাহায্য করবে? হাজ্জাজ বলল, তুমি একাই কি তাকে সাহায্য কর? আল্লাহ তোমার কানকে বধির করে দিন। তখন আনাস (রাঃ) ইন্নালিল্লাহ পড়লেন। এরপর হাজ্জাজ অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলে আনাস (রাঃ) বের হয়ে আসলেন। আমরাও তাঁর পিছনে পিছনে খোলা জায়গায় আসলাম। তখন তিনি বললেন, আমার পরে যদি আমার সন্তানদের উপর এর অনিষ্টের আশংকা না করতাম, তাহ'লে আমি তাকে এমন কথা বলতাম যে, এরপরে আর কখনও সে আমাকে লজ্জিত করত না।[১৬৬]

আ'মাশ বলেন, হাজ্জাজ যখন আনাস (রাঃ)-কে কষ্ট দেয় তখন তিনি খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের কাছে পত্র লিখলেন, আমি ৯/১০ বছর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমত করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! যদি নাছারারা এমন কোন লোককে পেত যে তাদের নবীর সেবা করেছে, তাহ'লে অবশ্যই তারা তাকে সম্মান করত।[১৬৭] তখন তিনি বললেন, হে বৎস! তুমি হাজ্জাজের নিকটে লেখ, 'তোমার ধ্বংস হোক! আমি আশংকা করছি যে, তোমার হাতে কেউ কল্যাণ লাভ করবে না। আমার পত্র তোমার কাছে পৌঁছলে, তুমি আনাস (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে'। আনাসের নিকটে লিখলেন, আমি ব্যতীত আপনার উপরে কারো কোন কর্তৃত্ব নেই।

অতঃপর হাজ্জাজের নিকটে যখন পত্র আসল, সে আমীরুল মুমিনীনের দূতকে বলল, পত্রে যা আছে, এটা কি তিনি লিখেছেন? দূত বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই। এতে তার মুখাবয়ব কঠিন হয়ে গেল। সে বলল, আমি নির্দেশ শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর সে উঠে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করল। আমি বললাম, আপনি চাইলে আমি তাঁকে খবর দেই। এরপর আমি আনাস

১৬০. *সিয়ার ৩/৪০১।*
১৬১. *তাহযীব ১/৩৪৩; আল-বিদায়াহ, ৫ম খণ্ড, ৯ম জুয, পৃঃ ৯৪।*
১৬২. *সিয়ার ৩/৪০১।*
১৬৩. *তিরমিযী হা/৩৬১৮; ইবনু মাজাহ হা/১৬৩১; মিশকাত হা/৫৯৬২, সনদ ছহীহ।*
১৬৪. *আছহাবুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৩২২।*
১৬৫. *বুখারী হা/৪৪৬২; মিশকাত হা/৫৯৬১।*
১৬৬. *সিয়ার ৩/৪০২।*
১৬৭. *তদেব ৩/৪০২।*

ইবনে মালিকের নিকটে এসে বললাম, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, সে (হাজ্জাজ) আপনাকে ভয় করছে? সে আপনার নিকটে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু আপনিই চলুন তার নিকটে। তখন আনাস (রাঃ) তার নিকটে আসলেন। এ সময় হাজ্জাজ বলল, হে আবু হামযাহ! আপনি কি রাগ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ? তুমি বহুরার কেন্দ্রস্থলে জনসমক্ষে আমাকে লাঞ্ছিত করেছ। সে বলল, আপনার ও আমার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ লোকের মত যে বলে, হে প্রতিবেশী! তুমিই আমাকে সাহায্য কর এবং আমার কথা শ্রবণ কর। আমি আশা করি যে, আমার (বলা ঐ) কথা কাউকে বলবেন না।[১৬৮]

আনাস (রাঃ)-এর কারামাত :

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কিছু অলৌকিক ক্ষমতা দান করেন, যেগুলোকে কারামত বলে। আনাস (রাঃ)-এর জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল। যেমন ছাবেত আল-বুনানী বলেন, আনাস (রাঃ)-এর জমির তত্ত্বাবধায়ক এসে বললেন, আপনার জমিগুলো শুকিয়ে গেছে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। তখন আনাস (রাঃ) চাদর পরলেন এবং উন্মুক্ত মাঠে বেরিয়ে এসে দু'রাক'আত ছালাত পড়ে দো'আ করলেন। এতে আকাশে মেঘ দেখা গেল এবং আকাশ ছেয়ে গেল ও বৃষ্টি হ'ল। এমনকি শুষ্কভূমি সিক্ত হয়ে গেল। এটা ছিল গ্রীষ্মকাল। তখন তিনি পরিবারের কাউকে পাঠালেন, পানি কতদূর পৌঁছেছে, তা দেখার জন্য। সে দেখল যে, তাঁর সব জমিই সিক্ত হয়েছে, সামান্য অংশ ব্যতীত।[১৬৯]

আনাস (রাঃ) বলেন, রুবায়ি' নামক তাঁর এক বোন জনৈক মহিলার সামনের দাঁত ভেঙ্গে দিলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার কিছাছের নির্দেশ দিলেন। আনাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য পাঠিয়েছেন, তার দাঁত ভাঙ্গা হবে না। পরবর্তীতে বাদীপক্ষ কিছাছের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ নিতে রাযী হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে, যে আল্লাহ্র নামে শপথ করলে তিনি তার শপথ রক্ষা করেন। সে কারণ তাকে আর শপথ ভঙ্গ করতে হয় না'।[১৭০]

ইন্তেকাল :

ছাহাবীগণের মধ্যে আনাস (রাঃ) সর্বশেষে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বলেন, قَدْ بَقِيَ قَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَأَمَّا مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَا آخِرُ مَنْ بَقِيَ 'আরবের অনেকেই বেঁচে আছে। আর রাসূলের ছাহাবীগণের মধ্যে আমিই সর্বশেষ যে বেঁচে আছি'। তাঁর অসুস্থতায় ডাক্তার ডাকার কথা বললে, তিনি বলেন, ডাক্তার আমাকে অসুস্থ করে দেবে। বরং তোমরা আমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'- এ বাক্যের তালক্বীন দাও। মৃত্যু অবধি তিনি একথাই বলছিলেন।[১৭১]

আনাস (রাঃ)-এর মৃত্যুকাল নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। হুমায়েদ, কাতাদাহ, হায়ছাম ইবনু আদী, সাঈদ ইবনু উফাইর ও আবু উবাইদ বলেন, তিনি ৯১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মা'ন ইবনু ঈসা ও ওয়াকেদী বলেন, তিনি ৯২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ইবনু উলাইয়্যাহ, সাঈদ ইবনু আমের, আল-মাদায়েনী, আবু নু'আইম, খলীফা, আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি ৯৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। এটাই বিশুদ্ধ মত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৩ বছর, মতান্তরে ১০৭ বছর।[১৭২] তিনি বছরায় ইন্তিকাল করেন।[১৭৩]

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে মুরেক্ব আল-'আজলী বললেন, আজ অর্ধেক ইলম চলে গেল। তাকে বলা হ'ল, হে আবুল মু'তামার সেটা কিভাবে? তিনি বললেন, প্রবৃত্তির অনুসারী কোন লোক রাসূলের হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদের বিরোধিতা করলে আমরা বলতাম, ঐ ব্যক্তির কাছে চল যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছেন।[১৭৪]

উপসংহার :

আনাস (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সার্বক্ষণিক সহচর। তিনি রাসূলের নিকট থেকে অহি-র জ্ঞান লাভ করে নিজে সে অনুযায়ী আমল করে ধন্য হয়েছিলেন। আর তাঁর জ্ঞানের আলোকছটায় মুসলিম জাহান আলোকিত করে গেছেন। রাসূলের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করে তিনি ইত্তেবায়ে সুন্নাতের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন মুসলিম উম্মাহর জন্য। সুতরাং রাসূলের এই ছাহাবীর জীবনীতে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষা নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দিন।-আমীন!

---

১৬৮. সিয়ার ৩/৪০৪; আল-মুস্তাদরাক, ৩/৬৬৪।
১৬৯. তদেব ৩/৪০০; আল-বিদায়াহ, ৫ম খণ্ড, ৯ম জুয, পৃঃ ৯৬।
১৭০. বুখারী হা/২৮০৬; মুসলিম হা/১৯০৩।
১৭১. আল-বিদায়াহ, ৫ম খণ্ড, ৯ম জুয, পৃঃ ৯৭।
১৭২. সিয়ার ৩/৪০৬; তাহযীব ১/৩৪৩, আল-বিদায়াহ, ৫ম খণ্ড, ৯ম জুয, পৃঃ ৯৭।
১৭৩. তাহযীব ১/৩৪৩।
১৭৪. তাহযীব ১/৩৪৩-৪৪; বিদায়াহ ৫ম খণ্ড, ৯ম জুয, পৃঃ ৯৭।

নূর গার্মেন্টস এন্ড টেইলার্স

আত-তাহরীক-এর বিশেষ সংখ্যা উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা

প্রথম শাখা :
২১২-২১৩ আর.ডি.এ মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

দ্বিতীয় শাখা :
১০-১১ ভূঁইয়া শপিং সেন্টার (২য় তলা) আর.ডি.এ মার্কেট রোড, রাজশাহী।

প্রোঃ আব্দুল জব্বার
মোবা : ০১৯১১-৯৭১৪৩২; ০১৭১৬-৬৯৫০৯৯।

এইডস প্রতিরোধে ইসলাম

*মুহাম্মাদ আতীকুল ইসলাম**

রোগ-ব্যাধি আল্লাহ তা'আলা দিয়ে থাকেন। কিন্তু কোন কোন রোগ মানুষের পাপের কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে গযব হিসাবে আসে। 'এইডস' তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। 'এইডস' হচ্ছে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি। পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে এটি এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি। সাহারা মরুভূমির আশে পাশে ৪৮টি দেশের মৃত্যুর প্রধান কারণ এইডস। এইডস (AIDS)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Aequired Immune Deficiency Syndrome. এটি এইচ.আই.ভি. (HIV) Human Immuno Deficiency Virus দ্বারা সংক্রমিত হয়। এইডস-এর ফলে সকল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে ঐ ব্যক্তি যে কোন সময় যে কোন রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে। এখন পর্যন্ত এইডস এর কোন প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কৃত হয়নি। তাই এইডস হ'লে মৃত্যু অবধারিত। একুশ শতকে বিজ্ঞানীদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এইডস-এর প্রতিষেধক আবিষ্কার করা। ১৯৮১ সালের ৫ জুন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম এইডস শনাক্ত করা হয়। এশিয়ার মধ্যে থাইল্যাণ্ডে ১৯৮৪ সালে, ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯৮৬ সালে এবং বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৮৯ সালে এইডস শনাক্ত করা হয়।

এইডস-এর কারণ : এইডস-এর কারণ হচ্ছে ধর্মীয় অনুশাসন না মেনে চলা। এইডস ভাইরাস প্রধানত ৩টি মাধ্যমে ছড়ায়। (ক) রক্ত (খ) অবৈধ যৌনমিলন (গ) বুকের দুধ। সর্বপ্রথম অবৈধ যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে এইডস ছড়ায়। যেসব কারণে এইডস হ'তে পারে সেগুলো হচ্ছে- অবাধ যৌন মিলন, পতিতালয়ে গমন, কোন প্রাণীর সাথে যৌন মিলন, সমকামিতা ইত্যাদি।

কারা বেশী এইডস আক্রান্ত হচ্ছে : উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা এইডস-এ বেশী আক্রান্ত হচ্ছে। বিশেষ করে যাদের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন কম। পৃথিবীতে যত মানুষ এইডস-এ আক্রান্ত হচ্ছে তার ৫০% হচ্ছে ১৫-২৪ বছর বয়সী তরুণ-তরুনী লোকেরা। মাদকাসক্ত, মহিলা ও পুরুষ যৌনকর্মী ও তাদের খদ্দের, অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারীরা এইডসে বেশী আক্রান্ত হচ্ছে।

এইডস-এর লক্ষণ : এইডস-এর কোন নির্দিষ্ট লক্ষণ নেই। তবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষণীয়- (i) শরীরে ওযন অতি দ্রুত কমে যাওয়া (ii) বার বার জ্বর হওয়া এবং ভাল না হওয়া (iii) দু'মাসেরও বেশী সময় ধরে পাতলা পায়খানা (iv) শুকনা কাশি হওয়া (v) খুব বেশী অবসাদ অনুভব করা। উপরোক্ত উপসর্গ দেখা দিলে বিলম্ব না করে রক্ত পরীক্ষা করে জেনে নিতে হবে, সে এইডসে আক্রান্ত হয়েছে কি-না?

* *রহনপুর ইউসুফ আলী কলেজ, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

বিশ্ব এইডস পরিস্থিতি : জাতিসংঘের এইডস সংস্থা UNAIDS-এর মতে, সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ, পূর্ব ইউরোপ এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে এইডসের বিস্তার বেশী হচ্ছে। UNAIDS-এর ২০১০-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীতে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৩ কোটি ৪০ লক্ষ *(উইকিপিডিয়া)*। ২০০৭ সালে নতুন করে এইডস-এ আক্রান্ত হয়েছে ২৫ লক্ষ লোক। আর ঐ বছর এইডস-এ মৃত্যুবরণ করেছে ২১ লক্ষ লোক। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে প্রতিদিন ১৪ হাযারেরও বেশী লোক নতুন করে এইডস-এ আক্রান্ত হচ্ছে। এইডস আক্রান্ত শীর্ষ ৫টি দেশ হচ্ছে- সোয়াজিল্যাণ্ড (২৬.১%), বতসোয়ানা (২৩.৯%), লেসোথো (২৩.২%), দক্ষিণ আফ্রিকা (১৮.১%), নামিবিয়া (১৫.৩%)। উপরের ৫টি দেশের সবক'টি হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশের।

বাংলাদেশের এইডস পরিস্থিতি : বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৮৯ সালে এইডস শনাক্ত করা হয় এবং সর্বপ্রথম এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি ইন্দোনেশিয়ায় কাজ করত। বর্তমানে বাংলাদেশে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১% এরও নীচে। সরকারী তথ্য মতে, বর্তমানে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১২০৩ জন, আর এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ২৮৭১ জন। ২০০৭ সালে এইডসের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে ১২৩ জন লোক এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট মৃতের সংখ্যা ৩৯০জন।

সতর্কতা : (১) কারো রক্তের প্রয়োজন হ'লে পরীক্ষা করে বিশুদ্ধ রক্ত নিতে হবে। যাতে রক্তে কোন প্রকার ক্ষতিকর উপাদান না থাকে। কেননা এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করলে এইডস হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। (২) একটি সিরিঞ্জ একাধিক ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এতে করে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ছড়াতে পারে। (৩) এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিকে যে সিরিঞ্জ দিয়ে ইনজেকশন করা হয়েছে সে সিরিঞ্জ দিয়ে কোন সুস্থ মানুষকে ইনজেকশন করলে তারও এইডস হওয়ার সম্ভবনা থাকে। সেজন্য ঐ সিরিঞ্জ দিয়ে কাউকে ইনজেকশন দেয়া যাবে না। (৪) আত্মসংযমী হ'তে হবে ও অবাধ মেলামেশা বন্ধ করতে হবে।

প্রতিরোধ :

এইডসের মত এলাহী গযব সদৃশ রোগ-ব্যাধির ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার কোন বিকল্প নেই। সাথে সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এই মরণব্যাধি থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব।-

১. গণসচেতনতা সৃষ্টি করা : এইডস কি, এর পরিণতি কি এবং কিভাবে ও কেন সৃষ্টি হয়? কিভাবে তা ছড়ায়? কোন ভাইরাস এইডসের কারণ এবং কিভাবে সংক্রমিত হয়? এসব মানুষকে অবহিত করে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারলে এই মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে যাবে ইনশাআল্লাহ।

২. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা : যারা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে তারা এইডসে কম আক্রান্ত হয়। বর্তমানে অনেক বাবা-মা জানে না তাদের সন্তানেরা কি করছে, কোথায় যাচ্ছে?

একটি শিশু প্রথম বাবা-মায়ের কাছে শিক্ষা লাভ করে। এজন্য সব বাবা-মায়ের উচিত সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা। তাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখা। তারা যেন খারাপ বন্ধুর সাথে ওঠাবসা না করে সেদিকে নযর রাখা এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য করা। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَاراً 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর' *(তাহরীম ৬)*। যেহেতু উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা এইডসে বেশী আক্রান্ত হচ্ছে, তাই প্রত্যেক বাবা-মায়ের উচিত তাদের সন্তানকে এইডস বিষয়ে সচেতন করা। তাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখা এবং তারা যেন কোন অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে না পড়ে সেদিকে নযর রাখ।

৩. পর্দাপ্রথা মেনে চলা : ইসলামে নারী-পুরষ সবার জন্য পর্দা ফরয। আল্লাহ বলেন, 'আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাযত করে, এটা তাদের জন্য পবিত্রতম। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তারা যেন তাদের মাথার ওড়না দ্বারা স্বীয় বক্ষ আবৃত করে রাখে, আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, বোনের পুত্র অথবা তাদের আপন নারীগণ, তাদের অধীনস্ত দাসী অথবা যৌন কামনা রহিত পুরুষ অথবা এমন বালক যারা নারীদের আবরণীয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাদের ব্যতীত কারো নিকটে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন এমনভাবে পা না ফেলে যাতে তাদের আভরণ- সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র সমীপে তওবা কর, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে' *(নূর ৩০-৩১)*।

মুসলমানদের পোষাক পরিধানের উদ্দেশ্য হবে দেহকে আবৃত করা এবং পোষাক পরার পরে লজ্জাস্থান সমূহ যেন অন্যের সম্মুখে প্রকাশ না পায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪)*। পোষাক ঢিলাঢালা ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন হ'তে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮)*। মূলতঃ নারী-পুরুষের পোশাকের কারণে কেউ যেন বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট না হয়।

বর্তমানে অনেক মেয়ে হিজাব ছাড়াই একাকী বাইরে ঘোরাফেরা করছে, চাকরি করছে, স্কুল-কলেজে পড়া-লেখা করছে। এর কারণে অবৈধ সম্পর্ক ও ব্যভিচার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. মদ্যপান বন্ধ করা : ইসলামে মদ্যপান হারাম। মদ পান করলে মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান লোপ পায়। মদ খেয়ে তারা মাতলামী শুরু করে। অনেক সময় এই মাতাল অবস্থায় অশ্লীল কাজ ও অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়।

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 'হে ঈমানদার! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য নির্ণয়ের তীর এসব নোংরা ও অপবিত্র শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(মায়েদা ৯০)*।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদের সাথে জড়িত ১০ প্রকার ব্যক্তিকে লানত করেছেন (১) মদ প্রস্তুতকারী (২) মদের ফরমায়েশ দানকারী (৩) মদপানকারী (৪) মদ বহনকারী (৫) যার জন্য মদ বহন করা হয় (৬) যে মদ পান করায় (৭) মদ বিক্রেতা (৮) মদের মূল্য ভোগকারী (৯) মদ ক্রয়কারী (১০) যার জন্য মদ ক্রয় করা হয় *(মিশকাত, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হা/২৭৭৬)*।

উল্লেখ্য, পশ্চিমারা শরীরকে গরম রাখার জন্য মদ পান করে। অথচ এতে অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে। এ দিক বিবেচনা করেই ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে আমেরিকার সিনেটে মদ নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করে। কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৩৩ সালে তা বাতিল করা হয়। ফলে সে বছর আমেরিকাতে ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানি, যেনা-ব্যভিচার বেড়ে যায়। ১৯৩৩ সালের সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকার প্রতি তিনজনের একজন পেশাদার অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত। ১৯২৬ সালে আমেরিকায় মদ্যপানের ফলে ১১ হাযার মানুষ রোগাক্রান্ত হয় এবং সাড়ে সাত হাযার মানুষ মৃত্যুবরণ করেন।

৫. নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করা : নারী-পুরুষ উভয়কে তাদের দৃষ্টি সংযত রাখতে বলা হয়েছে *(নূর ৩০-৩১)*। বর্তমানে আমাদের দেশ সহ সারা বিশ্বে ছাত্র-ছাত্রী একই প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করছে। এতে তাদের পরস্পরের মধ্যে যখন সম্পর্ক গভীর হয় তখন তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ-হারাম। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلاً 'তোমরা যেনার নিকটবর্তীও হয়ো না। এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পন্থা' *(ইসরা ৩২)*। এজন্য নারী-পুরুসের অবাধ মেলামেশা ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অবশ্যই কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হ'লে তৃতীয়জন হবে শয়তান' *(মিশকাত, তিরমিযী হা/১৩১৮)*। শয়তান চায় মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করতে। সে চায়, মানুষ যেন আল্লাহ্র পথ ছেড়ে তার পথে চলে জাহান্নামে যায়। এজন্য আল্লাহ বলেন, 'শয়তান হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(আ'রাফ ২২)*।

২০১০ সালে 'চাইল্ড পার্লামেন্ট' বাংলাদেশের ৬৪টি যেলার ৫১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জরিপ চালিয়ে দেখেছে যে, যেসব স্কুল বা কলেজে ছেলে-মেয়ে একই সাথে পড়া-লেখা করে সেসব স্কুল বা কলেজের ৬২% মেয়ে শিক্ষার্থী ঐ স্কুল বা কলেজের ছাত্র দ্বারা ইভটিজিংয়ের শিকার হয়। এই জরিপে আরো বলা হয় যে, মেয়ে শিক্ষর্থীদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া, বাল্য বিবাহ

ও আত্মহত্যার অন্যতম কারণ এই ইভটিজিং। যেসব স্থানে নারী-পুরুষ একই সাথে হিজাব ছাড়া চাকরি করে সেসব ক্ষেত্রে নারীরা বেশী ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হয়। আমেরিকার পেন্টাগনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সে দেশের সেনাবাহিনীতে যেসব মহিলা পুরুষের সাথে কাজ করে সেসব মহিলা সেনাদের প্রতি তিনজনের একজন তাদের মধ্যেকার পুরুষ সেনা দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়। আর ধর্ষণকারীদের কোন বিচার হয় না।

৬. পতিতালয় বন্ধ করা : বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পতিতালয় রয়েছে। পতিতালয়ে গিয়ে মানুষ যৌনকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা এসব থেকে বিরত থাকতে মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلاً 'তোমরা যেনার নিকটবর্তী হয়ো না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পন্থা' *(বনী ইসরাঈল ৩২)*। আবার কেউ এই ব্যবসা করে জীবন যাপন করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেনার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থকে হারাম করেছেন। কোন কোন মহিলা বলে, তারা কোন কাজ না পেয়ে এ পেশা গ্রহণ করেছে। অথচ এটা হারাম। তাদের উচিত এ পেশা ছেড়ে অন্য হালাল পেশা গ্রহণ করা। সমাজের বিত্তবান লোকদের কর্তব্য হচ্ছে এদেরকে ঐ পেশা থেকে ফিরে আসার জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে যাকাতের অর্থ থেকে তাদরকে সহযোগিতা করা যেতে পারে।

৭. বহুগামিতা ও পরকীয়া সম্পর্ক পরিহার করা : একজন নারীকে যদি একাধিক পুরুষ ব্যবহার করে তাহ'লে তাদের সবার এইডস হবার সম্ভাবনা থাকে। পশ্চিমা দেশগুলোতে পুরুষ তার স্ত্রীকে অন্যের সাথে মেলামেশার সুযোগ দেয়। এটাকে তারা কিছু মনে করে না। এতে বিভিন্ন ধরনের রোগ বিশেষত এইডস হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

ইসলামে পরনারী ব্যবহার করা হারাম। কারো সামর্থ্য থাকলে সে একাধিক বিয়ে করতে পারে। কিন্তু একজন নারীকে একাধিক পুরুষ ব্যবহার করতে পারে না। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশী। ঐসব দেশের পুরুষরা একাধিক বিয়ে করলে নারীরা অবিবাহিত থাকবে না। পুরুষরা একাধিক বিয়ে করলে যে সকল মহিলার বিয়ে হয়নি তারা স্বামী পাবে এবং যেসব পুরুষ একাধিক নারী পেতে আগ্রহী তারা একাধিক স্ত্রী পাবে। ফলে শুধু এইডস নয়, বহু সমস্যার সমাধান হবে। এতে নারী-পুরুষ উভয়ে উপকৃত হবে।

জানা যায়, আমেরিকায় পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা ৫৮ লক্ষ বেশী। জার্মানিতে ৫০ লক্ষ এবং রাশিয়ায় ৯০ লক্ষ বেশী। *(ইসলামের উপরে ৪০টি অভিযোগ ও তার প্রমাণ ভিত্তিক জবাব ডাঃ জাকির নায়েক পৃষ্ঠা ২৪)*। এসব দেশের লোকেরা অবাধ যৌনাচারের নোংরামীর পরিবর্তে একাধিক বিবাহ করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৮. সমকামিতা বন্ধ করা : সমকামিতা হচ্ছে পুরুষে-পুরুষে এবং নারীতে-নারীতে জৈবিক চাহিদা মেটানো। এর ফলে অনেক রোগ সৃষ্টি হয়। ইসলামে এর কোন স্থান নেই। ইসলাম এসব অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করেছে এবং মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে' *(নিসা ৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ 'হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তারা বিবাহ কর। কেননা তা চোখকে অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে' *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩০৮০)*। আর সমকামিতার ফলে যৌবন দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এবং নানা রকম রোগ-ব্যাধি হয়। কিন্তু বিয়ের ফলে যৌবন দীর্ঘ স্থায়ী হয় এবং অনেক রোগ থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকা যায়।

১৯৮১ সালে আমেরিকার নিউইয়র্ক এবং ক্যালিফোনিয়ায় সর্বপ্রথম সমকামীদের মধ্যে এইডস ধরা পড়ে *(উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পৃঃ ১২৪)*। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী সমকামী রয়েছে আমেরিকায়।

এইডস আক্রান্তদের প্রতি করণীয় : যারা এইডসে আক্রান্ত হয়েছে তাদের সাথে আমাদের উত্তম ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْـــوَةٌ 'মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই' *(হুজুরাত ১০)*। এইডসে আক্রান্তদের উপহাস করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অন্য পুরুষকে উপহাস না করে, হ'তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। কোন নারী যেন অন্য নারীকে উপহাস না করে, কেননা তারা হ'তে পারে তাদের চেয়ে উত্তম। একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করো না, মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান আনার পরে মন্দ নামে ডাকা অত্যন্ত খারাপ। আর যারা এরূপ কাজ হ'তে নিবৃত্ত থাকে না তারাই প্রকৃত যালিম' *(হুজুরাত ১১)*।

পরিশেষে বলব, আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের চলার জন্য জীবন বিধান দিয়েছেন। এতে যেমন তাদের কল্যাণের পথ নির্দেশ করেছেন, তেমনি তাদের জন্য অকল্যাণের পথও বলে দিয়েছেন। সুতরাং এ জীবনবিধান মেনে চললে ইহকালে শান্তি পাবে এবং পরকালে পাবে মুক্তি। পক্ষান্তরে এ বিধান না মেনে নিজেদের মতানুযায়ী চললে পার্থিব জীবন হবে অশান্তিতে ভরপুর এবং পরকালে যেতে হবে জাহান্নামে। অতএব এ বিধান মেনে চলার মাঝেই রয়েছে এইডসের মরণ ছোবল থেকে বাঁচার উপায়, যা উপরে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন। - আমীন!

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৩ সফল হোক

শতরূপা জুয়েলারী হাউস

প্রো : মুহাম্মাদ রিয়াজ উদ্দীন

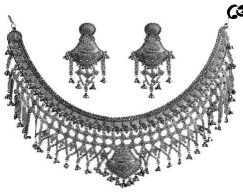

রুচিসম্মত আধুনিক ডিজাইনের স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকার তৈরী ও গ্যারান্টি সহকারে প্রস্তুত করা হয়

নিপূণ কারুকাজ ও গ্রাহকদের সন্তুষ্টিই শতরূপার অঙ্গীকার

মালোপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৭৫৪৯৫, মোবাইল : ০১৭১৫-৬০১৩৮৭।

ORIENT

Medical & Dental Books

Medical IHT
Dental Genetics
Pharmacy Biochemistry
MATS

মেডিকেল কলেজের নতুন-পুরাতন বই ক্রয়-বিক্রয় করা হয়

কুরিয়ারের মাধ্যমে বই পাঠানো হয়

Orient Binding & Photostat

Thesis, Report, Spiral, Offset print, Screen Print, Photocopy, Laminating

আত-তাহরীকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনায়

সমবায় সুপার মার্কেট, মালোপাড়া, রাজশাহী।
মোবা : ০১৭১১-০১৪৩০৭, ০১৭২৩-৩৪১৫০৭, ০১১৯০-৯৪৬৫৭৩।

মেসার্স রফিক লেমিনেশন ট্রেডার্স

প্রো : মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম

এখানে সকল প্রকার অফসেট প্রেসের কাগজ, কালি, প্লেট, মোজা, ব্লাংকেট সহ যাবতীয় কেমিক্যাল সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও বইয়েরকভার, ম্যাগাজিন কভার, লেবেল ও কার্টুন লেমিনেশন করা হয়।

আত-তাহরীকের অগ্রগতি কামনা করছি।

৩৯ নং হকার্স মার্কেট, নিউমার্কেট রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৬-০৭৭৭৮৪

থ্রি স্টার ফয়েল প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং

থ্রি স্টার পলি প্রিন্টার্স

TSFPP

উত্তরবঙ্গের একমাত্র ডিজিটাল প্রযুক্তির প্যাকেজিং প্রতিষ্ঠান

আত-তাহরীকের বহুল প্রচার কামনায়

বগুড়া ট্রেড সেন্টার, চকযাদু রোড, বগুড়া।
ফোন : ০৫১-৬৯৩৮২, ০৫১-৬৪৪১৮,
মোবাইল : ০১৭১১-১৯১১৯৪, ০১৮১৮-৩৪৬৫২৭, ০১৮১৫-৫৬০৯২৭।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৩ সফল হোক

মেসার্স রহমান ইলেক্ট্রিক এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স

সকল প্রকার ইলেক্ট্রিক, ইলেকট্রনিক্স ও গৃহ সামগ্রীর পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা

মেট্রোপলিটন মার্কেট, স্টেশন রোড, রাজশাহী।
ফোন : ৭৭০৫৪৭, ০১৯১১-৬৪৩০৫৫।

বদর বাইন্ডার্স

প্রো : মুহাম্মাদ বদর উদ্দীন

আত-তাহরীকে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে আন্তরিক শুভেচ্ছা

ষষ্টিতলা, ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৯৪৫-৮৯৫১৯৬, ০১৭৬৮-৫৭৮৬৩৯

হাদীছের গল্প
মদীনার পথে

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কার কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে সেখান থেকে অন্যত্র হিজরতের জন্য আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেন। অবশেষে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশ আসলে তিনি আবূবকর (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা হন। পিছনে শত্রু, সামনে বন্ধুর পথ। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র উপর সুদৃঢ় আস্থা ও নিশ্চিন্ত ভরসা রেখে সম্মুখে অগ্রসর হন। অবশেষে পৌঁছে যান মনযিলে মাকছূদে। এদিকে রাসূলের আগমন বার্তা শুনে এতদিন যারা ছিল অপেক্ষমান, তাদের প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হয়। মদীনায় বয়ে যায় আনন্দের বান। মদীনার পথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিপদসংকুল দীর্ঘ সফরের বর্ণনা সম্পর্কে এ হাদীছ।-

নবীপত্নী আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার মাতা-পিতাকে কখনো ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন পালন করতে দেখিনি এবং এমন কোন দিন কাটেনি যেদিন সকালে কিংবা সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বাড়িতে আসেননি। যখন মুসলমানগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন, তখন আবূবকর (রাঃ) হিজরত করে আবিসিনিয়ায় যাওয়ার জন্য বের হ'লেন। শেষে 'বারকুল গিমাদ' পৌঁছলে ইবনু দাগিনার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সে ছিল তার গোত্রের নেতা। সে বলল, হে আবূবকর! কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে আবূবকর (রাঃ) বললেন, আমার স্ব-জাতি আমাকে বের করে দিয়েছে। তাই আমি মনে করছি, পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াব এবং আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। ইবনু দাগিনা বলল, হে আবূবকর! আপনার মত ব্যক্তি (দেশ থেকে) বের হ'তে পারেন না এবং আপনাকে বের করেও দেয়া যেতে পারে না। আপনি তো নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করে দেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অক্ষমদের বোঝা নিজে বহন করেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করে থাকেন এবং সত্য পথের পথিকদের বিপদাপদে সাহায্য করেন। সুতরাং আমি আপনাকে আশ্রয় দিচ্ছি, আপনাকে যাবতীয় সহযোগিতার ওয়াদা করছি। আপনি ফিরে যান এবং নিজ শহরে আপনার রবের ইবাদত করুন। আবূবকর (রাঃ) ফিরে আসলেন। তাঁর সঙ্গে ইবনু দাগিনাও আসল। ইবনু দাগিনা বিকাল বেলা কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে গেল এবং তাদেরকে বলল, আবূবকরের মত লোক দেশ থেকে বের হ'তে পারে না এবং তাকে বের করেও দেয়া যায় না। আপনারা কি এমন ব্যক্তিকে বের করবেন, যিনি নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অক্ষমের বোঝা নিজে বহন করেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে বিপদ আসলে সাহায্য করেন। ইবনু দাগিনার আশ্রয়দান কুরাইশরা মেনে নিল এবং তারা ইবনু দাগিনাকে বলল, তুমি আবূবকরকে বলে দাও, তিনি যেন তাঁর রবের ইবাদত তাঁর ঘরে করেন। ছালাত সেখানেই আদায় করেন, ইচ্ছা মাফিক কুরআন তিলাওয়াত করেন। কিন্তু এর দ্বারা আমাদের যেন কষ্ট না দেন। আর এসব ব্যাপার যেন প্রকাশ্যে না করেন। কেননা আমরা আমাদের মেয়েদের ও ছেলেদের ফিতনায় পড়ে যাওয়ার ভয় করি। ইবনু দাগিনা এসব কথা আবূবকর (রাঃ)-কে বলে দিলেন। সে মতে কিছুকাল আবূবকর (রাঃ) নিজের ঘরে তাঁর রবের ইবাদত করতে লাগলেন। ছালাত প্রকাশ্যে আদায় করতেন না এবং ঘরেই কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এরপর আবূবকরের মনে খেয়াল জাগল। তাই তিনি তাঁর ঘরের পার্শ্বেই একটি মসজিদ তৈরী করে নিলেন। এতে তিনি ছালাত আদায় করতে ও কুরআন পড়তে লাগলেন। এতে তাঁর কাছে মুশরিকা মহিলা ও যুবকরা ভীড় জমাতে লাগল। তারা আবূ বকর (রাঃ)-এর একাজে বিস্ময়বোধ করত এবং তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। আবূবকর (রাঃ) ছিলেন অধিক ক্রন্দনকারী ব্যক্তি, তিনি যখন কুরআন পড়তেন তখন তাঁর অশ্রু সামলিয়ে রাখতে পারতেন না। এ ব্যাপারটি মুশরিকদের নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের ভীত করে তুলল এবং তারা ইবনু দাগিনাকে ডেকে পাঠাল। সে আসলে তারা তাকে বলল, তোমার আশ্রয় প্রদানের কারণে আমরাও আবূবকরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এই শর্তে যে, তিনি তাঁর রবের ইবাদত তাঁর ঘরে করবেন। কিন্তু সে শর্ত তিনি ভঙ্গ করেছেন এবং নিজ গৃহের পাশে একটি মসজিদ তৈরী করে প্রকাশ্যে ছালাত ও তিলাওয়াত শুরু করেছেন। আমাদের ভয় হচ্ছে, আমাদের মহিলা ও সন্তানরা ফিতনায় পড়ে যাবে। কাজেই তুমি তাঁকে নিষেধ করে দাও। তিনি তাঁর রবের ইবাদত তাঁর গৃহের ভিতর সীমাবদ্ধ রাখতে চাইলে, তিনি তা করতে পারেন। আর যদি তিনি তা অমান্য করে প্রকাশ্যে তা করতে চান, তবে তাঁকে তোমার আশ্রয় প্রদান ও দায়-দায়িত্ব ফিরিয়ে দিতে বল। আমরা তোমার আশ্রয় দানের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করা অত্যন্ত অপসন্দ করি। আবার আবূবকরকেও এভাবে প্রকাশ্যে ইবাদত করার জন্য ছেড়ে দিতে পারি না।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইবনু দাগিনা এসে আবূ বকর (রাঃ)-কে বলল, আপনি অবশ্যই জানেন যে, কী শর্তে আমি আপনার জন্য ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলাম। আপনি হয় তাতে সীমিত থাকবেন, অন্যথা আমার যিম্মাদারী আমাকে ফেরৎ দিবেন। আমি একথা মোটেই পসন্দ করি না যে, আমার সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং আমার আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি আমার বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ আরববাসীর নিকট প্রকাশিত হোক। আবূবকর (রাঃ) তাকে বললেন, আমি তোমার আশ্রয় তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার আল্লাহ্র আশ্রয়ের উপর সন্তুষ্ট আছি। এ সময় নবী করীম (ছাঃ) মক্কায় ছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) মুসলমানদের বললেন, আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান (স্বপ্নে) দেখানো হয়েছে। সে স্থানে খেজুর বাগান রয়েছে এবং তা দু'টি পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত। এরপর যাঁরা হিজরত করতে চাইলেন, তাঁরা মদীনার দিকে হিজরত করলেন। আর যাঁরা হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন, তাঁদেরও অধিকাংশ সেখান হ'তে ফিরে মদীনায় চলে আসলেন। আবূবকর (রাঃ)ও মদীনায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে বললেন, তুমি অপেক্ষা কর। আশা করছি আমাকেও অনুমতি দেয়া হবে। আবূবকর (রাঃ) বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনিও হিজরতের আশা করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আবূবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাহচর্য পাওয়ার জন্য নিজেকে হিজরত হ'তে বিরত রাখলেন এবং তাঁর নিকট যে দু'টি উট ছিল এ দু'টিকে চার মাস পর্যন্ত বাবলা গাছের পাতা খাওয়াতে থাকেন।

ইবনু শিহাব উরওয়াহ (রাঃ) সূত্রে আয়েশাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইতিমধ্যে একদিন আমরা ঠিক দুপুর

বেলায় আবূবকর (রাঃ)-এর ঘরে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আবূবকরকে খবর দিল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাথা আবৃত অবস্থায় আসছেন। সেটা এমন সময় ছিল যে, এ সময় তিনি পূর্বে কখনো আমাদের এখানে আসেননি। আবূবকর (রাঃ) তাঁর আসার কথা শুনে বললেন, আমার মাতাপিতা তাঁর প্রতি কুরবান হোক। আল্লাহ্র কসম! তিনি এ সময় নিশ্চয়ই কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণেই আসছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পৌঁছে অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হ'ল। ঘরে প্রবেশ করে নবী করীম (ছাঃ) আবূবকরকে বললেন, এখানে অন্য যারা আছে তাদের বের করে দাও। আবূবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক! এখানে তো আপনারই পরিবার। তখন তিনি বললেন, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আবূ বকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আমি আপনার সফরসঙ্গী হ'তে ইচ্ছুক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঠিক আছে। আবূবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আমার এ দু'টি উট হ'তে আপনি যে কোন একটি নিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তবে মূল্যের বিনিময়ে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা তাঁদের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা অতি দ্রুত সম্পন্ন করলাম এবং একটি থলের মধ্যে তাঁদের জন্য খাদ্যসামগ্রী গুছিয়ে দিলাম। আমার বোন আসমা বিনতে আবূবকর (রাঃ) তার কোমরবন্ধের কিছু অংশ কেটে সে থলের মুখ বেঁধে দিলেন। এ কারণেই তাঁকে 'জাতুন নেতাক' (কোমরবন্ধ ওয়ালী) বলা হ'ত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবূবকর (রাঃ) ছাওর পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। তাঁরা সেখানে তিনটি রাত অবস্থান করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আবূবকর (রাঃ) তাঁদের পাশেই রাত্রি যাপন করতেন। তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন তরুণ। তিনি শেষ রাত্রে ওখান হ'তে বেরিয়ে মক্কায় রাত্রি যাপনকারী কুরাইশদের সঙ্গে মিলিত হ'তেন এবং তাঁদের দু'জনের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করা হ'ত তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন ও স্মরণ রাখতেন। যখন আঁধার ঘনিয়ে আসত তখন তিনি সংবাদ নিয়ে তাঁদের উভয়ের কাছে যেতেন। আবূবকর (রাঃ)-এর গোলাম আমির ইবনু ফুহাইরাহ তাঁদের কাছেই দুধালো বকরীর পাল চরিয়ে বেড়াত। রাতের কিছু সময় চলে গেলে পরে সে বকরীর পাল নিয়ে তাঁদের নিকটে যেত এবং তাঁরা দু'জন দুধ পান করে আরামে রাত্রিযাপন করতেন। তাঁরা বকরীর দুধ দোহন করে সাথে সাথেই পান করতেন। তারপর শেষ রাত্রে আমির ইবনু ফুহাইরাহ বকরীগুলি হাঁকিয়ে নিয়ে যেত। এ তিন রাতের প্রতি রাতে সে এমনই করল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবূবকর (রাঃ) বনী আবদ ইবনু আদি গোত্রের এক ব্যক্তিকে মজুরীর বিনিময়ে 'খিররীত' (পথ প্রদর্শক) নিযুক্ত করেছিলেন। দক্ষ পথপ্রদর্শককে 'খিররীত' বলা হয়। আছ ইবনু ওয়ায়েল আস-সাহমী গোত্রের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। সে ছিল কাফির কুরাইশদের ধর্মাবলম্বী। তাঁরা উভয়ে তাকে বিশ্বস্ত মনে করে তাঁদের উট দু'টি তার হাতে দিয়ে দিলেন এবং তৃতীয় রাত্রের পরে সকালে উট দু'টি ছাওর গুহার নিকট নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। আর সে যথাসময়ে তা পৌঁছে দিল। আর আমির ইবনু ফুহাইরাহ ও পথপ্রদর্শক তাঁদের উভয়ের সঙ্গে চলল। প্রদর্শক তাঁদের নিয়ে উপকূলের পথ ধরে চলতে লাগল।

ইবনু শিহাব বলেন, আব্দুর রহমান ইবনু মালিক মুদলেজী আমাকে বলেছেন, তিনি সুরাক্বাহ ইবনু মালিকের ভ্রাতুষ্পুত্র। তার পিতা তাকে বলেছেন, তিনি সুরাক্বাহ ইবনু জু'শুমকে বলতে শুনেছেন যে, আমাদের নিকট কুরাইশী কাফিরদের দূত আসল এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবূবকর (রাঃ) এ দু'জনের যে কোন একজনকে যে হত্যা করবে অথবা বন্দী করতে পারবে তাকে পুরস্কার দেয়ার ঘোষণা দিল। আমি আমার কওম বনী মুদলিজের এক মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তাদের নিকট হ'তে এক ব্যক্তি এসে আমাদের নিকটে দাঁড়াল। আমরা বসাই ছিলাম। সে বলল, হে সুরাক্বাহ! আমি এই মাত্র উপকূলের পথে কয়েকজন মানুষকে যেতে দেখলাম। আমার ধারণা, এরা মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর সহযাত্রীরা হবেন। সুরাক্বাহ বলেন, আমি বুঝতে পারলাম যে এঁরা তাঁরাই হবেন। কিন্তু তাকে বললাম, এঁরা তাঁরা নয়, বরং তুমি অমুক অমুককে দেখছ। এরা এই মাত্র আমাদের সম্মুখ দিয়ে চলে গেল। তারপর আমি কিছুক্ষণ মজলিসে অবস্থান করে চলে এলাম এবং আমার দাসীকে আদেশ করলাম, তুমি আমার ঘোড়াটি বের করে নিয়ে যাও এবং অমুক টিলার আড়ালে ঘোড়াটি ধরে দাঁড়িয়ে থাক। আমি আমার বর্শা হাতে নিলাম এবং বাড়ির পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বর্শাটির এক প্রান্ত হাতে ধরে অপর প্রান্ত মাটি হেচড়ানো অবস্থায় আমি টেনে নিয়ে চলছিলাম ঐ অবস্থায় বর্শার মাটি হেচড়ানো অংশ দ্বারা মাটির উপর রেখাপাত করতে করতে আমার ঘোড়ার নিকট গিয়ে পৌঁছলাম এবং ঘোড়ায় আরোহণ করে তাকে খুব দ্রুত ছুটালাম। সে আমাকে নিয়ে ছুটে চলল। আমি প্রায় তাদের নিকট পৌঁছে গেলাম, এমন সময় আমার ঘোড়াটি হোঁচট খেয়ে আমাকে নিয়ে পড়ে গেল। আমিও তার পিঠ হ'তে ছিটকে পড়লাম। তারপর আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং তূণের দিকে হাত বাড়ালাম। তা হ'তে তীরগুলি বের করলাম ও তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করে নিলাম যে, আমি তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবো কি-না? তখন তীরগুলি দুর্ভাগ্যবশতঃ এমনভাবে বেরিয়ে এল যে, ভাগ্য নির্ধারণের বেলায় এমন হওয়া পসন্দ করি না। আমি আবার ভাগ্য পরীক্ষার ফলাফল অমান্য করে অশ্বারোহণ করে সম্মুখ পানে এগুতে লাগলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এত নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যে তাঁর তিলাওয়াতের আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি ফিরে তাকাচ্ছিলেন না। কিন্তু আবূবকর (রাঃ) বারবার তাকিয়ে দেখছিলেন। এমন সময় হঠাৎ আমার ঘোড়ার সামনের পা দু'টি হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে গেল এবং আমি তার উপর হ'তে পড়ে গেলাম। তখন ঘোড়াটিকে ধমক দিলাম, সে দাঁড়াতে ইচ্ছা করল, কিন্তু পা দু'টি বের করতে পারছিল না। শেষে যখন ঘোড়াটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, তখন হঠাৎ তার সামনের পা দু'টি বের করতে পারছিল না। অবশেষে যখন ঘোড়াটি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল, তখন তার সামনের পা দু'টি যেখানে গেড়ে ছিল সেখান হ'তে ধূঁয়ার মত ধূলি আকাশের দিকে উঠতে লাগল। তখন আমি তীর দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম। এবারও যা আমার অপসন্দনীয় তা-ই প্রকাশ পেল। তখন উচ্চৈঃস্বরে তাঁদের নিরাপত্তা চাইলাম। এতে তাঁরা থেমে গেলেন এবং আমি আমার ঘোড়ায় আরোহণ করে এলাম। আমি যখন এমন অবস্থায় বার বার বাধাপ্রাপ্ত ও বিপদে পড়ছিলাম তখনই আমার অন্তরে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এ মিশনটি অচিরেই প্রভাব বিস্তার করবে। তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনার কওম আপনাকে ধরে দিতে পারলে একশ' উট পুরস্কার ঘোষণা করেছে। মক্কার কাফিররা তাঁর

সম্পর্কে যে ইচ্ছা করেছে তা তাঁকে জানালাম এবং আমি তাঁদের জন্য কিছু খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী পেশ করলাম। তাঁরা তা হ'তে কিছুই নিলেন না। আর আমার কাছে এ কথা ছাড়া কিছুই চাইলেন না- 'আমাদের খবরটি গোপন রেখ'। এরপর আমি আমাকে একটি নিরাপত্তা লিপি লিখে দেয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম। তখন তিনি আমির ইবনু ফুহাইরাহকে আদেশ দিলেন। তিনি এক টুকরো চামড়ায় তা লিখে দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রওয়ানা দিলেন।

ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, উরওয়াহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) আমাকে বলেছেন, পথিমধ্যে যুবায়েরের সাথে নবী করীম (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি মুসলমানদের একটি বণিক কাফেলার সাথে সিরিয়া হ'তে ফিরছিলেন। তখন যুবায়ের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবূবকর (রাঃ)-কে সাদা রঙের পোশাক দান করলেন। এদিকে মদীনায় মুসলিমগণ শুনলেন যে, নবী করীম (ছাঃ) মক্কাহ হ'তে মদীনার পথে রওয়ানা হয়েছেন। তাই তাঁরা প্রতিদিন সকালে মদীনার হাররা পর্যন্ত গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। দুপুরে রোদ প্রখর হ'লে তারা ঘরে ফিরে আসতেন। একদিন তারা পূর্বাপেক্ষা বেশী সময় প্রতীক্ষা করার পর নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। এমন সময় এক ইহুদী একটি টিলায় আরোহণ করে এদিক-ওদিক কি যেন দেখছিল। তখন সে নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে সাদা পোশাক পরা অবস্থায় মরীচিকাময় মরুভূমির উপর দিয়ে আগমন করতে দেখতে পেল। ইহূদী তখন নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বলে উঠল, হে আরব সম্প্রদায়! এইতো সে ভাগ্যবান ব্যক্তি, যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছ। মুসলিমগণ তাড়াতাড়ি হাতিয়ার তুলে নিয়ে মদীনার হাররার উপকণ্ঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে মিলিত হ'লেন। তিনি সকলকে নিয়ে ডানদিকে গিয়ে বনু আমর ইবনু আউফ গোত্রে অবতরণ করলেন। এদিনটি ছিল রবীউল আউয়াল মাসের সোমবার। আবূবকর (রাঃ) দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নীরব রইলেন। আনছারদের মধ্য হ'তে যাঁরা এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেননি তাঁরা আবূবকর (রাঃ)-কে সালাম করতে লাগলেন। তারপর যখন রৌদ্রের উত্তাপ নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর পড়তে লাগল এবং আবূবকর (রাঃ) অগ্রসর হয়ে তাঁর চাদর দিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর ছায়া করে দিলেন, তখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে চিনতে পারল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনু আমর ইবনু আউফ গোত্রে দশদিনের চেয়ে কিছু বেশী সময় কাটালেন এবং সে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন, যা তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এতে ছালাত আদায় করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উটনীতে আরোহণ করে রওয়ানা হ'লেন। লোকেরাও তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলেন। মদীনার মসজিদে নববীর স্থানে পৌঁছে উটনীটি বসে পড়ল। সে সময় ঐ স্থানে কতিপয় মুসলিম ছালাত আদায় করতেন। এ জায়গাটি ছিল আস'আদ ইবনু যুরারাহর আশ্রয়ে পালিত সাহল ও সুহায়েল নামক দু'জন ইয়াতীম বালকের খেজুর শুকাবার স্থান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিয়ে উটনীটি যখন এ স্থানে বসে পড়ল, তখন তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ এ স্থানটিই হবে আবাসস্থল। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই বালক দু'টিকে ডেকে পাঠালেন এবং মসজিদ তৈরীর জন্য তাদের কাছে জায়গাটি মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়ের ব্যাপারে আলোচনা করলেন। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! বরং এটি আমরা আপনার জন্য বিনামূল্যে দিচ্ছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিকট হ'তে বিনামূল্যে গ্রহণে অসম্মতি জানালেন এবং অবশেষে স্থানটি তাদের হ'তে ক্রয় করে নিলেন। তারপর সে স্থানে তিনি মসজিদ তৈরী করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদ নির্মাণকালে ছাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে ইট বহন করছিলেন এবং ইট বহনের সময় তিনি আবৃত্তি করছিলেন,

هَذَا الْحِمَالُ لاَ حِمَالَ خَيْبَرْ * هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ

'এ বোঝা খায়বারের বোঝা বহন নয়।
হে আমাদের প্রভু! এর বোঝা অত্যন্ত পুণ্যময় ও অতি পবিত্র'।

তিনি আরো বলছিলেন,

اللَّهُمَّ إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهْ * فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

'হে আল্লাহ! পরকালের প্রতিদানই প্রকৃত প্রতিদান।
সুতরাং আনছার ও মুহাজিরদের প্রতি অনুগ্রহ করুন'।

তিনি এক মুসলিম কবির কবিতা আবৃত্তি করেন, যার নাম আমাকে বলা হয়নি। ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এছাড়া অপর কোন পূর্ণ কবিতা পাঠ করেছেন বলে, কোন কথা আমার কাছে পৌঁছেনি' *(বুখারী হা/৩৯০৫)*।

পরিশেষে বলব, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট' *(তালাক্ব ৩)*। আল্লাহ্র উপর নির্ভরতাই রাসূলকে কুরাইশদের শক্ত বাধার বিপক্ষে বিজয়ী করেছিল; হিজরতকালে পিছন থেকে ধেয়ে আসা সশস্ত্র শত্রু সুরাক্বাহ বিন মালেকের হাত থেকে রক্ষা করে নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে দিয়েছিল। আমাদেরকেও তেমনি আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীল হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

কোয়ালিটি ফার্নিচার
প্রোঃ মোঃ নাজমুল হোসেন
অভিজাত আসবাবপত্র বিক্রেতা
এখানে আকর্ষণীয় ডিজাইনের বিভিন্ন ধরনের মান সম্মত রেডিমেড ফার্নিচার সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এছাড়া ক্রেতাদের চাহিদা মোতাবেক আসবাবপত্র সুদক্ষ কারিগর দ্বারা তৈরী করে সরবরাহ করা হয়।
কাদিরগঞ্জ, গ্রেটার রোড, কদমতলা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩০২৯৬৬, ০১১৯৭-৩১২১২৯।

ইতিহাসের পাতা থেকে

ইসলামী শাসনের একটি নমুনা

মুহাম্মাদ বিন ওবায়দুল্লাহ হ'তে থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকটে কিছু কাপড় আসলে তিনি সেগুলি হকদারগণের মাঝে বন্টন করে দেন। এতে আমাদের প্রত্যেকে একটি করে কাপড় পেল। কিন্তু তিনি নিজে দু'টি কাপড় দিয়ে তৈরী একটি পোষাক পরিধান করে খুৎবা দিতে মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর বললেন, হে লোকসকল! তোমরা কি আমার কথা শ্রবণ করছ না? এমতাবস্থায় বিখ্যাত ছাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, জি না, আমরা শ্রবণ করব না। ওমর (রাঃ) বললেন, কেন হে আবু আব্দুল্লাহ? তিনি বললেন, আপনি আমাদেরকে একটি করে কাপড় দিয়েছেন। অথচ আপনি পরিধান করেছেন (দুই কাপড়ের) বড় পোষাক! ওমর (রাঃ) বললেন, ব্যস্ত হয়ো না হে আবু আব্দুল্লাহ! অতঃপর তিনি ছেলে আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-কে ডাকলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) বললেন, আমি আল্লাহ্র কসম করে জিজ্ঞেস করছি, আমার পোষাকে যে অতিরিক্ত কাপড় রয়েছে, সেটা কি তোমার নয়? আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বললেন, জি, এটি আমার। অতঃপর সালমান ফারেসী (রাঃ) বললেন, এখন আপনি বক্তব্য শুরু করুন, আমরা শ্রবণ করব *(ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন ২/১২৩; ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ১/২০৩)*।

* রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَبِيءٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সৎ আমলসমূহ গোপনে করতে পারে, সে যেন তাই করে *(ছহীহুল জামে' হা/৬০১৮; ছহীহাহ হা/২৩১৩)*। *

আবুবকর (রাঃ)-এর গোপন আমল

প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ) ফজরের ছালাত আদায় করে মরুভূমির দিকে গমন করতেন এবং সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে শহরে ফিরে আসতেন। ওমর (রাঃ) তার প্রত্যহ এরূপ গমনের দৃশ্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হ'লেন। তাই একদিন ফজরের ছালাতের পর আবুবকর (রাঃ) যখন বের হ'লেন, তখন তিনি গোপনে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি একটি টিলার পিছনে লুকিয়ে থাকলেন ও আবুবকর (রাঃ)-কে একটি পুরাতন তাঁবুতে প্রবেশ করতে দেখলেন। তিনি সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর বের হয়ে গেলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) টিলার আড়াল থেকে বের হয়ে উক্ত তাবুতে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি এক অন্ধ দুর্বল মহিলাকে দেখতে পেলেন, যার কয়েকটি শিশু রয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকটে কে আসে? মহিলা বলল, আমি তাকে চিনি না। তিনি একজন মুসলিম। প্রতিদিন সকালে তিনি আমাদের কাছে আসেন। অতঃপর আমাদের গৃহ পরিষ্কার করেন, আটা পিষে দেন এবং গৃহপালিত পশুগুলির দুগ্ধ দোহন করেন, তারপর তিনি চলে যান। বিস্ময়াভিভূত ওমর বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, لَقَدْ أَتْعَبْتَ الْخُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ হে আবুবকর! পরবর্তী খলীফাদের উপর তুমি কত কষ্টই না চাপিয়ে দিলে! *(তারীখু দিমাশক ৩০/৩২২)*।

ইমাম মাওয়ার্দী (রহঃ)-এর গোপন আমল

ইমাম মাওয়ার্দীর গোপন আমল সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রসিদ্ধ রয়েছে। তিনি তাফসীর, ফিক্বহসহ বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু জীবদ্দশায় সেসব গ্রন্থ কোনটিই প্রকাশিত হয়নি। পরে তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি তার একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে ডেকে এনে বললেন, 'অমুক স্থানে যে বইগুলি রয়েছে সবগুলিই আমার রচিত। যখন আমার মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হবে, তখন তুমি তোমার হাতকে আমার হাতের মধ্যে রাখবে। এসময় যদি আমি আমার হাত টেনে নেই, তাহ'লে তুমি বুঝবে যে, আমার কিছুই আল্লাহ্র নিকটে কবুল হয়নি। এমতাবস্থায় তুমি রাতের আঁধারে আমার সকল লেখনী দজলা নদীতে নিক্ষেপ করবে। আর যদি আমি আমার হাত প্রসারিত করি, তাহ'লে বুঝবে যে, আমার লেখাগুলো আল্লাহ্র নিকটে কবুল হয়েছে। আর আমি আমার খালেছ নিয়তে কৃতকার্য হয়েছি'। অতঃপর মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় হাত প্রসারিত করে দিলেন। ফলে পরবর্তীতে তাঁর সকল লেখনী প্রকাশিত হ'ল। *(অফিয়াতুল আ'ইয়ান ৩/২৮৩; তারীখু বাগদাদ ১/৫৪; তাবাকাতুশ শাফেঈয়াহ ৫/২৬৮)*।

আলী বিন হুসায়েন (রহঃ)-এর গোপন আমল

আলী (রাঃ)-এর পৌত্র আলী বিন হুসায়েন (রহঃ) বলতেন, 'রাতের অন্ধকারে কৃত ছাদাক্বা আল্লাহ্র ক্রোধ দূরীভূত করে'। তাই রাতের আঁধারে তিনি ছাদাক্বার খাদ্যসমূহ পিঠে বহন করে শহরের ফকীর-মিসকীন ও বিধবাদের গৃহে পৌঁছে দিতেন; অথচ তারা জানতে পারতো না কে তাদেরকে এ খাদ্যসামগ্রী দিয়ে গেল। আর সবার অজান্তে যাতে এ কাজ করতে পারেন, সেজন্য তিনি কোন খাদেম, দাস কিংবা অন্য কারোরই সহযোগিতা নিতেন না। এভাবে অনেক বছর যাবৎ তিনি গোপনে এ কাজ করে যান। কিন্তু ফকীর ও বিধবারা জানতেই পারেনি যে, কিভাবে তাদের নিকটে এ খাদ্য আসে। অতঃপর যখন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন এবং তারা তার পৃষ্ঠদেশে কালো দাগ দেখতে পেল। তারা বুঝতে পারল যে, তিনি তাঁর পিঠে কিছু বহন করার ফলে এই দাগের সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর তাঁর মৃত্যুতে শহরে উক্ত গোপন দান বন্ধ হয়ে গেল। রাবী ইবনে আয়েশা বলেন, তাঁর মৃত্যুর পর শহরবাসী বলতে লাগল, আলী বিন হুসায়েন মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা গোপন দান থেকে বঞ্চিত হইনি। *(হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/১৩৬; ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ২/৯৬; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৯/১১৪; তাহযীবুল কামাল ১৩/২৪২, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৩৯৩)*।

**সংকলনে : আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব*

নূরুল ইসলাম ডেকোরেটর

এখানে বিবাহ, বৌভাত, ওয়ালীমা, ইফতার মাহফিল, ওয়াজ মাহফিল সহ যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, লাইটিং ও ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায়।

সযত্ন ও আন্তরিক সেবাই আমাদের ব্রত

প্রোঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
নওহাটা, পবা, রাজশাহী।
মোবাইল ০১৮২৭-৫০০৫৯৪।

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে ক্বওমী মাদরাসা এবং বিশ্বদ্যিালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পাঠ্যপুস্তক সহ আহলেহাদীছদের লিখিত ও প্রকাশিত সকল প্রকার ধর্মীয় বই এবং ডাঃ জাকির নায়েকের বই সমূহও পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সহ ছুটির দিনগুলিতেও লাইব্রেরী খোলা থাকে।

যোগাযোগ : মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)
রাণী বাজার, রাজশাহী।
মোবাঃ ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫।

শাহীন লাইব্রেরী

এখানে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** প্রকাশিত সকল বই, পত্রিকা, সিডি-ডিভিডি প্রভৃতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এছাড়া আহলেহাদীছ লেখকদের বিভিন্ন বই-পুস্তক, কুরআন মাজীদ, পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর এবং বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদসহ ধর্মীয় অন্যান্য বই এবং খাতা-কলম ও স্টেশনারী দ্রব্যাদিও পাওয়া যায়।

মাসিক আত-তাহরীক-এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ফতেহ আলী মসজিদের গেইট সংলগ্ন, বগুড়া।
মোবাইল : ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮

মেসার্স মোমতাজ হোসেন

প্রোঃ মইনুদ্দীন আহমাদ (রানা)

পরিবেশক

সেতু কর্পোরেশন লিঃ
অরণী ইন্টারন্যাশনাল লিঃ

ডিলার

বসুন্ধরা, ক্লীনহীট, যমুনা এলপিজি এবং স্পেয়ার মেশিন।

এখানে বিভিন্ন প্রকার বালাই নাশক, এলপি গ্যাস ও স্পেয়ার মেশিন পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয় ।

তাবলীগী ইজতেমা'১৩ সফল হোক

নওহাটা বাজার, পবা, রাজশাহী-৬২১৩।
ফোন : (০৭২১) ৮০০০৩৩; মোবাইল : ০১৭১৫-২৪৯৮৩৪, ০১৮১৯-৬৬০৫৩৪, ০১৯৩৩-৪১২২৫১, ০১৫৫৩-৬১৩৮৭৯।
E-mail : muahmed79@yahoo.com

সুস্থ দেহের জন্য শাক-সবজি

খাদ্য গ্রহণের মূল উদ্দেশ্যই হ'ল সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম হয়ে বেঁচে থাকা। যে কোন খাবার খেয়ে পেট ভরানো যায়, কিন্তু দেহের চাহিদা মিটিয়ে সুস্থ থাকা যায় না। সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সবক'টি পুষ্টি উপাদান বিশেষ করে ভিটামিন, আমিষ, শ্বেতসার ও খনিজ পদার্থ শাক-সবজিতে ভরপুর থাকে। সুস্থ-সবল দেহের জন্য দৈনিক ১৮০ থেকে ২৫০ গ্রাম শাক-সবজি খাওয়া উচিত। তাই ভাতের পরিমাণ কমিয়ে বেশি করে শাক-সবজি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ লোক বিশেষ করে মহিলারা লৌহের অভাবে রক্তস্বল্পতায় ভুগছে। প্রতি বছর ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে প্রায় ৫ লাখ লোক রাতকানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। আবার একই কারণে প্রতিদিন ১০০ শিশু এবং বছরে ৩০ হাযারেরও বেশি শিশু অন্ধ হয়ে যায়। শহরের স্কুলগামী ছেলেমেয়েরা শাক-সবজি খেতে অনীহা দেখায়। যার কারণে অল্প বয়সেই অনেককে চশমা ব্যবহার করতে হয়। গাঢ় সবুজ শাক ও রঙিন সবজি ক্যারোটিনে ভরপুর। অন্ধত্ব ও রাতকানা রোগের জন্য এগুলো মহৌষধ। এসব রোগ থেকে বাঁচতে প্রতিটি শিশুকে মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি ৫ মাস বয়স থেকে প্রতিদিন প্রচুর গাঢ় সবুজ শাক ও রঙিন সবজি খাওয়ানো উচিত।

শাক-সবজি ভিটামিন ও খনিজ পদার্থে ভরপুর। প্রায় শাকই ক্যারোটিন সমৃদ্ধ, যা খাওয়ার পর ভিটামিন 'এ'-তে রূপান্তরিত হয়। আবার রঙিন সবজি যেমন-মিষ্টিকুমড়া, গাজর ক্যারোটিন সমৃদ্ধ, যা খাওয়ার পর ভিটামিন 'এ'-তে রূপান্তরিত হয়। অনেক শাক-সবজিতে আছে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ যেমন-ক্যালসিয়াম, লৌহ, দস্তা, ফসফরাস ইত্যাদি। বরবটি, শিম, পটল, মটরশুঁটি, করলা, সাজনা, কাঁকরোল আমিষের উৎকৃষ্ট উৎস।

ক্যান্সার প্রতিরোধে শাক-সবজির জাদুকরি নিরাময়ী গুণাবলী আছে বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ঘোষণা দিয়েছে। তারা বলেছে, যে যত বেশি সবজি ও ফল খায়, ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও তার তত কম।

চর্মরোগ, স্কার্ভি, মুখে ঘা, রিকেট, রক্তশূন্যতা এসব রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়মিত শাক-সবজি খেলে। মানবদেহের জন্য শাকসবজি এতই উপকারী যে, ডাক্তাররা বহুমূত্র, হৃদরোগ, চর্মরোগ ও অন্যান্য রোগের পথ্য হিসাবে শাক-সবজি খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে শাক-সবজির ভূমিকা রয়েছে। শাক-সবজিতে আঁশ থাকায় এটি সহজপাচ্য। কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, যারা নিরামিষভোজী তারা দীর্ঘজীবন লাভ করেন।

বসতবাড়ির আশপাশে অল্প জায়গাতেই শাক-সবজি চাষ করে পারিবারিক চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বাড়তি আয়ের একটা সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। কীটনাশকমুক্ত টাটকা শাক-সবজি যে কেউ ইচ্ছা করলে নিজ বাগানে উৎপাদন করতে পারেন। শাক-সবজির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার হ'ল রান্না করতে গিয়ে আমরা অনেকেই এর মূল্যবান পুষ্টি উপাদান নষ্ট করে ফেলি। রান্না করে পুষ্টির অপচয় না করে যেসব শাক-সবজি আমরা কাঁচা অবস্থায় খেতে পারি সেগুলো হ'ল-শসা, টমেটো, গাজর, মূলা, লেটুস পাতা, ধনিয়া পাতা, পুদিনা পাতা।

যেসব সবজি রান্না করতেই হয় সেগুলো কাটা, ধোয়া ও রান্নার সময় নিম্নবর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করে পুষ্টি উপাদান সংরক্ষণ করা যায়।

- শাক-সবজি সংগ্রহের পর খোলা বাতাসে রাখতে নেই। কারণ রোদে এর পুষ্টি উপাদান নষ্ট হয়।
- টাটকা অবস্থায় শাক-সবজি রান্না করা উচিত। কারণ বাসি হ'তে থাকলে পুষ্টিও কমতে থাকে।
- শাক-সবজি কখনোই কেটে ধোয়া ঠিক নয়। কারণ এতে পানির সঙ্গে পুষ্টি উপাদান চলে যায়। তাই শাক-সবজি কাটার আগে ধুয়ে নিতে হবে।
- শাক-সবজি সমানভাবে বড় টুকরা করে কাটতে হবে। ধারালো দা-বঁটি দিয়ে কাটতে হবে। ছোট টুকরা ও এবড়ো-থেবড়ো করে কাটলে পুষ্টির অপচয় বেড়ে যায়।
- খোসার নিচেই বেশিরভাগ ভিটামিন থাকে। কাজেই যতটা সম্ভব খোসাসহ সবজি কাটতে হবে।
- সবজি কাটার সঙ্গে সঙ্গে রান্না করতে হবে। কোন কারণে রান্না করতে দেরি হ'লে শাক-সবজি ঠাণ্ডা জায়গায় ঢেকে রাখতে হবে।
- ছোট মুখের গর্তযুক্ত পাত্রে রান্না করা উচিত। কারণ চওড়া মুখের পাত্রে রান্না করলে বাতাসের অক্সিজেন সবজির সংস্পর্শে আসে এবং বেশি ভিটামিন নষ্ট হয়।
- কম পানিতে তরকারি রান্না করলে অনেক ভিটামিন 'সি' রক্ষা পায়। পানি ফুটিয়ে সবজি ছেড়ে দিলে পুষ্টি উপাদান কম নষ্ট হয়।
- তরকারি রান্নার পর পাত্রে পানি থাকলে শুকিয়ে নেয়া ভালো। বাড়তি পানি যদি থেকেই যায় তাহ'লে না ফেলে ডাল বা অন্য তরকারির সঙ্গে ব্যবহার করা ভালো।
- শাকসবজি চড়া চুলায় অল্প সময় রান্না করা উচিত। অতিরিক্ত সিদ্ধ করলে বা বেশি গলে গেলে পুষ্টির অপচয় হয়।
- রান্নার সময় পাতের মুখে এমনভাবে ঢাকনা এঁটে দিতে হবে যেন বাইরের বাতাস পাত্রের ভেতরে ঢুকতে না পারে।
- তাড়াতাড়ি সিদ্ধ করার জন্য সোডা ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা এতে ভিটামিন 'বি' এবং 'সি' নষ্ট হয়ে যায়।
- লোহা বা তামার সংস্পর্শে ভিটামিন 'সি' নষ্ট হয়ে থাকে। তাই লোহা ও তামার পাত্রের বদলে মাটি বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রান্না করা উচিত।
- রান্নার পরপরই পরিবেশন করা উচিত। রান্নার ক্ষেত্রেও বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত।

বর্তমানে আমরা প্রতিদিন যে পরিমাণ শাক-সবজি খাচ্ছি তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের শাক-সবজি খাওয়ার পরিমাণ ৩-৪ গুণ বাড়াতে হবে। বেশি করে শাক-সবজি খেলে আমরা যে শুধু অপুষ্টির অভাব থেকে রক্ষা পাব তা-ই নয়, সেই সঙ্গে ভাতের পরিপূরক খাবার হিসাবে আমাদের খাদ্য ঘাটতি সমস্যারও অনেকটা সমাধান হবে। আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং দারিদ্র্য বিমোচন হবে।

উল্লেখ্য, বাজারে যেসব শাক-সবজি পাওয়া যাচ্ছে তার সিংহভাগই কীটনাশক মেশানো। তারপরও খেতে হবে। সাধারণ স্প্রে করার ১৫ দিন পর খাওয়া উচিত। কচু শাক বিশেষ করে পানির শাক খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে এবং সবজির মধ্যে ফল জাতীয় যেমন মিষ্টিকুমড়া, লাউ, পেঁপে ইত্যাদি। কারণ এসবে কীটনাশক থাকে না বা সহজে প্রবেশ করতে পারে না। বেশি ভালো হয় বসতবাড়ির আঙিনায় চাষ করতে পারলে।

এ শতাব্দীর বর্ধিত খাদ্য ও পুষ্টির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের শাক-সবজির উৎপাদন বাড়াতে হবে। তাহ'লেই সুখী, সুন্দর, সুস্থ ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

[সংকলিত]

ছাদে বাগান : পদ্ধতি ও পরিচর্যা

বর্তমানে বাড়ির ছাদে বাগান করা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ বাড়ির ছাদেই বিভিন্ন ধরনের বাগান রয়েছে। তবে এসব বাগানের অধিকাংশই অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। পরিকল্পিত উদ্যোগ নেয়া হ'লে বাড়ির ছাদে ফলমুল ও শাক-সবজি উৎপাদন করা যায়। কোন গাছের জন্য কি ধরনের মাটি উপযোগী তা নিশ্চিত হয়ে ছাদে বাগান করলে ভাল হয়। এছাড়া মাটির ধরন জেনে বাগান করলে ছাদে যেকোন ধরনের গাছই জন্মানো সম্ভব। ৪-৫ কাঠা জমির উপর নির্মিত বাড়ির ছাদে পরিকল্পিতভাবে বাগান করলে পরিবারের চাহিদা পূরণ করেও বছরে বিক্রি করা যায় ৪০-৫০ হাযার টাকা। বিকল্প আয়ের উৎস হ'তে পারে এই ছাদে বাগান, যা পরিবারকে করবে সচ্ছল।

ছাদে বাগান পদ্ধতি :

ছাদে বাগান দু'ভাবে করা যায়। যেমন কাঠ বা লোহার ফ্রেম এঁটে বেড তৈরি করে এবং অন্যটি হ'ল টব, ড্রাম, পট, কনটেইনার এসব ব্যবহার করে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে পুরো ছাদ বা ছাদের অংশবিশেষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্নিশের পার্শ্বে বা আলাদা ফ্রেম করে সুন্দরভাবে ডিজাইন করে সেটিং করা যায়। এক্ষেত্রে জল ছাদ থাকতে হবে। জল ছাদ না থাকলে আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে তার উপর মোটা পলিথিন বিছিয়ে তার উপর মাটি দিতে হবে। মাটির পুরুত্ব বেশি হ'তে হবে। অন্তত দু'ফুট পুরু মাটির স্তর থাকতে হবে। তবে যত বেশি হবে তত ভালো। অতিরিক্ত পানি, সার পাবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রয়োজনে পরিমাণমত রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হবে। ফ্রেম তৈরির ক্ষেত্রে কাঠ, লোহা, স্টিল, মোটা রাবার এসব ব্যবহার করা যায়। তবে যেভাবেই বেড তৈরি হোক না কেন ৩-৪ বছর পর পুরো বেড ভেঙ্গে নতুন করে তৈরি করতে হবে। এতে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

ছাদে বাগানের জন্য শুরুতেই মাটিকে ফরমালডিহাইড দিয়ে (প্রতি লিটার পানির সাথে ১০০ মিলিলিটার ফরমালডিহাইড মিশ্রিত করে) শোধন করে নেয়া যায়। মাটি শোধনের কৌশল হ'ল প্রয়োজন অনুযায়ী মাটি নিয়ে বর্ণিত মাত্রায় ফরমালডিহাইড মিশ্রিত পানি মাটিতে ছিটিয়ে দিয়ে পুরো মাটিকে মোটা পলিথিন দিয়ে ৩/৪ দিন ঢেকে রাখতে হবে। পরে পলিথিন উঠিয়ে সূর্যের আলোর তাপে খুলে রাখতে হবে পরবর্তী ৩/৪ দিন পর্যন্ত। ফরমালিনের গন্ধ শেষ হয়ে গেলেই মাটি ব্যবহারের উপযোগী হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতির মধ্যে আছে ড্রাম, বালতি, টব, কনটেইনার। এসবের যেকোন একটি বা দু'টি নির্বাচন করার পর পাত্রের তলায় কিছু পরিমাণ খোয়া (ইট পাথরের কণা) দিতে হবে। ইটের খোয়া পানি নিষ্কাশন এবং অতিরিক্ত পানি বের করে দেয়া এবং পাত্রের ভেতরে বাতাস চলাচলে সহায়তা করে। এক্ষেত্রেও অর্ধেক মাটি এবং অর্ধেক পঁচা জৈবসারের মিশ্রণ হ'তে হবে।

শাক-সবজি, ফুলের জন্য ছোট-খাট টব বা পাত্র হ'লেও চলে। কিন্তু ফলের ক্ষেত্রে পাত্র/ড্রাম যত বড় হয় তত ভালো। কেননা ফল গাছের শেকড় প্রকৃতিগতভাবে বেশ গভীরে যায়। কিন্তু ড্রাম/টব/পাত্রের সীমিত জায়গায় যথাযথভাবে বিস্তৃতি লাভ করতে পারে না। সেজন্য ছাদের বাগানে টব/ড্রামের আকার যত বড় হয় তত ভালো। টবে/ড্রামে চাষের ক্ষেত্রে গাছের জাত নির্বাচনের পর যৌক্তিকভাবে সাজাতে হবে। যেমন বড় গাছ পূর্ব ও দক্ষিণ পাশে না দিয়ে পশ্চিম ও উত্তর পাশে দিতে হবে। এতে আলো বাতাস রোদ ভালোভাবে পাবে। তাছাড়া ছোট বড় জাতের মিশ্রণ করে সেটিং করলে গাছের গাত্র বৃদ্ধিসহ বাড়তি ভালো হয়। আরেকটি যরূরী বিষয় হ'ল ছাদে বাগান করার ক্ষেত্রে ফল চাষাবাদে কলমের এবং হাইব্রিড জাতের ব্যবহার বেশি ফলদায়ক।

আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে সুন্দরভাবে বাঁশ/পিলার তৃতীয় রড দিয়ে জাংলো বা মাচা বানিয়ে টব/প্লাস্টিকের পাত্রে ফুল, বাহারী গাছ-গাছালী, অর্কিড আবাদ করা। এক্ষেত্রে ঝুলন্ত টব/পাত্র মাঝখানে না ঝুলিয়ে পাশে ডিজাইন করে সেটিং করলে জায়গার সদ্ব্যবহার হয়, দেখতেও সুন্দর লাগে।

ছাদে চাষ উপযোগী গাছ নির্বাচন করতে হবে। হাফ ড্রাম, টব বা চৌবাচ্চা কাঠামোয় চাষ পদ্ধতি ও পরিচর্যার ধরন জেনে নিতে হবে। ছাদ খোলামেলা থাকতে হবে। স্থায়ী বাগান করার জন্য ছাদে সিমেন্টের স্থায়ী টব তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। গরুর নান্দার মতো বাজারে সিমেন্টের টব কিনতে পাওয়া যায়। লোহার হাফ ব্যারেল হ'লে সবচেয়ে ভাল হয়। স্থানান্তরের সুবিধার্থে ব্যারেলের দু'পাশে হাতল থাকলে সুবিধা হবে। টবের নিচে ছিদ্র থাকা যরূরী। কয়েকটি ভাঙা চাড়ি ছিদ্রের মুখে দিয়ে মাটি ভরতে হবে। তিন ভাগ মাটি, দুই ভাগ গোবর সার ও এক ভাগ পাতা পচা সার দিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে টব পূর্ণ করতে হবে। বর্ষার আগে আগে টবে চারা কলম লাগাতে হবে।

ছাদে যেসব গাছ লাগানো যায় :

জাত নির্বাচনে সতর্ক সচেতন হওয়া যরূরী। সাধারণ জমিতে যেভাবে চাষ করা যায়, ছাদে সেভাবে করা যায় না। গাছ সাধারণভাবে তাদের বৃদ্ধির জন্য তেমন জায়গা পায় না। সেজন্য অতিরিক্ত সেবা-যত্ন ও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ছাদের বাগানে কখনো ঝোপ-ঝাড়-বাঁশ টাইপের কোন বড় গাছ লাগানো যাবে না। এতে হিতে বিপরীত হবে। বেশি রোদ বা গরম সহ্য করতে পারে এমন গাছই ছাদে বপন করা উত্তম।

ছাদে বাগান করতে ছোট আকারের ও বেশি ফলনশীল হাইব্রিড জাতের ফলদ গাছ লাগানো যেতে পারে। আম্রপালি ও মল্লিকা জাতের আম, পেয়ারা, আপেল কুল, জলপাই, করমচা, শরিফা, আতা, আমড়া, লেবু, ডালিম, পেঁপে, এমনকি কলা গাছও লাগানো যাবে। বিশ্বস্ত নার্সারী ও পরিচিত লোকজন বা বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে গাছ সংগ্রহ করা ভাল। বেঁটে প্রজাতির অতিদ্রুত বর্ধনশীল ও ফল প্রদানকারী গাছই ছাদ বাগানের জন্য উত্তম। বীজের চারার চেয়ে কলমের চারা লাগালে অতি দ্রুত ফল পাওয়া যায়। আজকাল বিভিন্ন ফলের গুটি কলম, চোখ কলম ও জোড় কলম পাওয়া যাচ্ছে। ছাদ বাগানের জন্য এসব কলমের চারা উত্তম। টবে আমের মধ্যে আম্রপালি, আলফানসো, বেঁটে প্রজাতির বারোমেসে, লতা, ফিলিপাইনের সুপার সুইট, রাড়গুআই চাষ করা যেতে পারে। লেবুর মধ্যে কাগজি লেবু, কমলা, মালটা, নারকেলি লেবু, কামকোয়াট, ইরানি লেবু, বাতাবি লেবু (অ্যাসেম্বল) টবে খুব ভালো হয়। এছাড়া কলমের জলপাই, থাইল্যান্ডের মিষ্টি জলপাই, কলমের শরিফা, কলমের কদবেল, ডালিম, স্ট্রবেরি, বাউকুল, আপেলকুল, নারিকেলকুল, লিচু, থাইল্যান্ডের লাল জামরুল, গ্রিন ড্রপ জামরুল, আপেল জামরুল, আঙুর, পেয়ারা, থাই পেয়ারা, ফলসা, খুদে জাম, আঁশফল, জোড় কলমের কামরাঙা, এমনকি ক্যারালা ড্রফ প্রজাতির নারিকেলের চাষ করা যেতে পারে। সঠিক মানের চারা হ'লে এক বছরের মধ্যেই ফল আসে। আজকাল বিদেশ থেকে উন্নত মানের

কিছু চারা কলম দেশে আসছে। এসব সংগ্রহ করে লাগানো যায়। বাহারি পাতার জামরুল, পেয়ারা, সফেদা গাছও বিভিন্ন নার্সারিতে কিনতে পাওয়া যায়।

টবে ফল, প্রচলিত জাতের ফুল, শাক-সবজির সবটাই সহজে উৎপাদন করা সম্ভব। ফুলের মধ্যে গোলাপ, গাঁদা, দোলনচাঁপা, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, ইউফোরবিয়াসহ মৌসুমী ফুলের সবই এবং বাড়ির বারান্দায় মালতি লতা, দোপাটি, হাসনাহেনা চাষ করা যায়। ছাদ বাগানে বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মরিচ, শসা, লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স, বরবটি, সিম, ক্যাপসিকাম, লেটুসপাতা, পুদিনাপাতা, ধনেপাতাসহ প্রায় সব ধরনের সবজি টবে ফলানো সম্ভব। বাড়ির উঠোনে লাউয়ের মাচা, ঘি কাঞ্চন মরিচ ইত্যাদি চাষ করা যায়।

টবের টিপস : ফুল কিংবা ফল গাছ টবে চাষের ক্ষেত্রে গাছের আকার কত বড় হবে, সেই অনুপাতে টবের আকার নির্ধারণ করতে হবে। পানি গড়িয়ে যাওয়ার জন্য টবের নিচে ছিদ্র থাকতে হবে। ছিদ্রের উপর নারকেলের ছোবড়া বা ইটের টুকরো দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। টবে ব্যবহারের আগে ছোবড়া বা ইটের টুকরো ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। গরম পানিতে ধুয়ে নিতে পারলে ভালো হয়। যে গাছের চারা লাগানো হবে তা সাধারণ পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। এর ফলে রোগের সংক্রমণ অনেক কমে যায়। চারা কেনার সময় অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের চারা সংগ্রহ করা দরকার। গাছ বড় হ'লে প্রয়োজনে বড় টবে সাবধানে চারা স্থানান্তর করে নেওয়া যেতে পারে। তবে টব ভেঙে চারা গাছ বের করা যাবে না। চারা গাছটি যেন কোনভাবেই আঘাত না পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

টবের সার-মাটি : সাধারণত দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটিতে গাছ ভাল জন্মে। ছাদে বাগান করতে হ'লে এ ধরনের মাটি ব্যবহার করলে ভাল হয়। গাছের খাদ্যপুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য মাটিতে দরকারি সার মেশাতে হবে। মাটিতে গোবর সার, কম্পোস্ট, পচা পাতা ও রাসায়নিক সার পরিমাণ মতো মেশাতে হবে। শুকনো দুর্বা ঘাস টবের মাটির মাঝামাঝি দিয়ে তার উপরে মাটি দিয়ে চারা গাছ লাগানো ভালো।

পরিচর্যা : ছাদে বা টবে যেহেতু স্বল্প জায়গায় সীমিত আকারে উৎপাদন করা হয় সেজন্য অতিরিক্ত সেবা-যত্ন এবং বিভিন্ন পরিচর্যায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষ করে সার প্রয়োগে সতর্কতা যরূরী। কেননা সার কমবেশী হ'লে, গাছের সাথে লেগে গেলে গাছ মরে যাবে আবার পরিমাণ মতো না হ'লে অপুষ্টিতে ভুগবে।

টবের ক্ষেত্রে ছোট গাছ বড় হ'লে পট/টব বদল, ডিপটিং করতে হবে সময়মতো। এটা হচ্ছে পুরানো টবকে আলতো করে মাটিতে শুইয়ে গড়াগড়ি দিলে গাছটি টব থেকে বেরিয়ে আসবে। পরে অতিরিক্ত মূল কেটে মাটি বদলিয়ে সার প্রয়োগসহ নতুনভাবে গাছ বসানো। বছরে অন্তত একবার পুরাতন মাটি বদলিয়ে জৈব সারসহ নতুন মাটি দিতে হবে। ইদানিং বাজারে টবের মাটি কিনতে পাওয়া যায়। মানসম্মত মাটি কিনে টবে, পটে বা ড্রামে ভরতে হবে।

খুব সাবধানতার সাথে টব, পটে বা ড্রামে চারা, কলম বা বীজ লাগাতে হবে। ঠিক মাঝখানে পরিমাণ মতো মাটির নিচে রোপন করতে হবে। চারা বা কলমের সাথে লাগানো মাটির বল যেন না ভাঙ্গে সেদিকে নযর রাখতে হবে। চারা বা কলমের ক্ষেত্রে বীজতলা বা নার্সারীতে যতটুকু নিচে বা মাটির সমানে ছিল ততটুকু সমানে ছাদে লাগাতে হবে। বীজতলার থেকে বেশি বা কম গভীরে লাগালে গাছের বৃদ্ধিতে সমস্যা হবে। মাঠে ফলমূল সবজি চাষের চেয়ে ছাদে সবজি চাষের অনেক পার্থক্যের মধ্যে একটা হ'ল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। ছাদের বাগানে প্রতিদিন পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। সেজন্য পুরাতন রোগাক্রান্ত, বয়স্ক ডালপালা, পাতা সাবধানতার সাথে কেটে নির্দিষ্ট স্থানে জমা করতে হবে। এতে গাছপালা রোগমুক্ত থাকবে, ফলন ভাল হবে। ফুল এবং সবজিতে প্রয়োজন মাফিক সার প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু ফলের ক্ষেত্রে বছরে অন্তত দু'বার; বর্ষার আগে ও পরে সাবধানে পরিমাণমত সার দিতে হবে। সার প্রয়োগের সময় মাটির আর্দ্রতা দেখে নিতে হবে। কেননা বেশি আর্দ্র বা কম আর্দ্র কোনটাই সার প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত নয়। বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু কিছু সার পানিতে মিশিয়ে গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে। গুঁটি সারও এক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী।

আমাদের দেশের আবহাওয়ায় যে কোন ফলে পোকা বা রোগের আক্রমণ অহরহ ঘটে থাকে। সেক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রতি দিন ২/৩ বার যদি ছাদের বাগান পরিদর্শন করা যায়, তাহ'লে বালাই আক্রমণ যেমন কম হবে তেমনি ফসলও ভাল পাওয়া যাবে। যদি হঠাৎ মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়ে যায়, তখন উপযুক্ত বালাইনাশক সঠিক সময়ে ব্যবহার করতে হবে। এ নিবন্ধে কেবল ছাদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে স্থান, কাল ও ক্ষেত্র অনুযায়ী ঘরের ভেতরে, সিঁড়ি, ব্যালকনি, বারান্দা, কার্নিশ এসব জায়গায়ও অনায়াসে গাছ লাগানো যায়।

সেচ ও নিষ্কাশন : ছাদে বাগান করতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে নিয়মিত পানি সেচ দেয়া। কারণ বাগানের গাছগুলো যেহেতু সাধারণ মাটির সংস্পর্শ হ'তে দূরে থাকে তাই নিয়মিত পানি সেচ না দিলে গাছগুলো যেকোন সময় মারা যেতে পারে। প্রতিদিন সকাল-বিকাল গাছে পানি দিতে হবে। গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ছাদে/টবে সেচ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা মাটির আর্দ্রতার জন্য সহজেই গাছপালা নেতিয়ে যাবে। আবার অতি পানি বা পানির আর্দ্রতার জন্যও গাছ নেতিয়ে পড়ে মরে যেতে পারে। তাই অবশ্যই ছাদের বাগানে প্রতিনিয়ত সেচের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। ছাদের বাগানে সেচের জন্য ঝাঁঝরি দিয়ে সেচ দেয়া ভালো। তাছাড়া প্লাস্টিকের চিকন পাইপ দিয়েও পানি দেয়া যায়। এক্ষেত্রে ডেলিভারী পাইপের মাথায় চাপ দিয়ে ধরলে পানি হালকাভাবে ছিটে পড়ে। ঐ পদ্ধতিও অনুসরণ করা যায়।

ছাদে বাগানের কিছু যরূরী টিপস

১. লম্বা গাছকে পিছনে ও ছোট গাছকে সামনে রাখতে হবে।
২. টবে বা ফ্রেমে খৈল দেয়া যাবে না, এতে পিঁপড়ার উপদ্রব বাড়তে পারে।
৩. বাজার থেকে কেনা প্যাকেটজাত কম্পোস্ট সার ব্যবহার করলে ভালো হয়।
৪. বছরে একবার নতুন মাটি দিয়ে পুরানো মাটি বদলিয়ে দিতে হবে। এটি অক্টোবর মাসে করা ভালো।
৫. ছাদের বাগানের জন্য মিশ্র সার, গুঁটি ইউরিয়া, খৈল, হাড়ের গুঁড়া (পচিয়ে) ব্যবহার করা ভালো।
৬. অবস্থা বুঝে গাছের গোড়ায় চুনের পানি সপ্তাহে ১ বার ব্যবহার করা যায়।

[সংকলিত]

কবিতা

আবর্জনা

আমীরুল ইসলাম মাষ্টার
ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

কি বলব আজ এই সমাজের ভেবে কিছু ঠিক না পাই
দুঃখ-ব্যথায় পাঁজর ভাঙ্গে জীবন ভরে হতাশায়।
লোক সমাজে বড় যারা প্রধান মোড়ল মান্যমান
ঘৃণায় ভরে দেখলে তাদের চরিত্র আর স্বভাবখান।
মিথ্যা কথা ধোঁকাবাজী লোক ঠকানোর চেষ্টাতে
নিত্য নতুন কায়দা-কানূন চলছে সারা দেশটাতে।
পড়ে মোরা ঠকের হাতে সবাই যেন ঠকছি আজ
দুঃখ-জ্বালার আগুনে তাই মরছে পুড়ে এই সমাজ।
আজকে যারা চালাক-চতুর মিথ্যাবাদী ধুরন্ধর
তারাই বেশী সমাজপতি প্রধান মোড়ল-মাতব্বর।
নেই কোন বিচার-আচার তাদের বেলায় সমাজে
যদিও তারা অপরাধী সকলখানে সবকাজে।
তাদের দ্বারাই হচ্ছে যত দুর্নীতি আর মন্দ কাজ
আজকে তারাই ভালো মানুষ হিরো জিরো মহারাজ।
আয়রে তোরা যুবক তরুণ নবীন অরুণ আয় ছুটে
ঝড় তুলে আজ পাহাড় ভাঙ্গা আয়তো তোরা সবজুটে।
ঘুনে ধরা সমাজটাকে গুড়িয়ে দিয়ে করতো চুর
যত ঝঞ্ঝাট আবর্জনা উড়িয়ে তোরা করতো দূর।
আর সহে না এই যাতনা দুঃখ জ্বালার পাহাড় চাপ
সব সমাজে আসুক ফিরে ন্যায়-নীতি আর হক্ব ইনছাফ।

অশান্তির দাবানলে

ওয়াহীদুযযামান
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

তপ্ত হয়ে শক্ত আজি
মোদের সবুজ দেশটা,
ব্যক্ত করে রক্ত গরম
তবু বিফল চেষ্টা।
রবের সাথে সবের মিলন
করছে লোকে মাযারে,
সুস্থ হ'তে ব্যস্ত সবাই
তাবীয ঝুলায় শরীরে।
বোতল খেয়ে মাতাল হ'তে
ভীড়ছে মদের দোকানে,
পাগলামী আর মাতলামীতে
ব্যস্ত সদা নাচ-গানে।
আলেম সেজে যালিমেরা
করছে যত গোলমাল,
ধোঁকায় পড়ে বোকা হয়ে
গড়ছে লোকে নতুন দল।
মিছে কথার পিছে পড়ে
ব্যবসা করে দোকানী,
ভণ্ডপীরে দ্বন্দ্ব বাড়ায়
আলেম সেজে হককানী।
বড় লোকে ডর দেখিয়ে
ধনী হচ্ছে সমাজে,
ঘুষের টাকা চুষে নিয়ে
হাযির আবার ছালাতে।
লজ্জা ছেড়ে যেনাতে আজ
লিপ্ত যুব নর-নারী,
ডাকাতেরা টাকার লোভে
ছাড়ছে রাতে ঘরবাড়ী।
নেতাগণ ব্যথা দিয়ে
গরীব লোকের অন্তরে,
দেশের মাল ঠেসে ঠেসে
খাচ্ছে সবাই পেট পুরে।
এমন হ'লে কেমন করে
দেশে মোরা শান্তি পাই?
সহায় তুমি আল্লাহ মহান
তোমার কাছেই বিচার চাই।

আলোর জ্যোতি

ছানাউল্লাহ আব্বাসী
বাবুপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

অসত্যের আঁধার নাশি এলে তুমি
হে মোর প্রিয় আত-তাহরীক!
বাতিল নিধনের বিপ্লব সাধনে
তুমি যে চির নির্ভীক।
নাশি পৃথিবীর পাপ-তাপ যত
তুমি জ্বালো সত্যের আলো
তোমার বলেই দূরীভূত হোক
ধরার সব আঁধার কালো।
সত্যের জ্যোতি হে প্রিয় তাহরীক!
কত যতনে রাখি তোমায়
বিশ্বের বুকে চিরজীবী হও
ভরে দাও তোমার জ্ঞান প্রভায়।
যে পেয়েছে স্বাদ তোমার
সে কি ভুলিতে পারে?
তোমার অম্লান জ্যোতি আমার
সতত হৃদয় কাড়ে।

হরতাল মানে

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
নলত্রী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

হরতাল মানে মারামারি ও পুলিশের লাঠি খাওয়া,
হরতাল মানে বিশৃঙ্খলা আর ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া।
হরতাল মানে রাস্তা অবরোধ গাড়ি পোড়াপুড়ি,
হরতাল মানে সকাল-সন্ধ্যা রাস্তাতে দৌড়াদৌড়ি।
হরতাল মানে রাস্তা-ঘাটে পুঁলিশের আনাগোনা,
হরতাল মানে বিরোধী দল হবেই তুলোধূনা।
হরতাল মানে সকাল-বিকাল জ্বালাও পোড়াও অভিযান
হরতাল মানে রাস্তা-ঘাটে বন্ধ সকল যানবাহন।
হরতাল মানে জনগণের পথচলায় মহাদুর্ভোগ,
হরতাল মানে যেখানে সেখানে বিপুল অগ্নি সংযোগ।
হরতাল মানে সকাল-বিকাল ইট-পাটকেল বৃষ্টি,
হরতাল মানে দেশের মাঝে যত অশান্তির সৃষ্টি।
হরতাল মানে সরকারী-বিরোধী দলের সংঘর্ষ খুবই
হরতাল মানে দেশ ও জাতির চরম ভরাডুবি।

***

যিকর : মৃত আত্মায় জীবনের সঞ্চার

*শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন**

'যিকর' (ذِكْرٌ) শব্দের অর্থ স্মরণ করা, মনে করা। স্মরণ বা মনে করা দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করা বুঝায়। আল্লাহকে স্মরণ হ'তে পারে যিকর-আযকার, তাসবীহ-তাহলীলের মাধ্যমে। হ'তে পারে ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ-যাকাত প্রভৃতি ইবাদতের মাধ্যমে। অথবা দ্বীনী কোন মজলিসে বসার মাধ্যমে। কিংবা আল্লাহ্র সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে। মোটকথা আল্লাহ্র সন্তুষ্টিমূলক যেকোন বিষয় নিয়ে মনে মনে চিন্তা করা; মুখে প্রকাশ করা এবং কাজে বাস্তবায়ন করা- সবকিছুই যিকর বা আল্লাহকে স্মরণ করার অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় যিকরের প্রতি সমধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যিকরকে মানব জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অঙ্গ হৃদযন্ত্রের সাথে তুলনা করা যায়। হৃদযন্ত্র বিকল হ'লে মানুষ যেমন মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত হয়, যিকরবিহীন মানুষ তেমনি জীবিত থেকেও মৃতপ্রায় হয়ে যায়। কারণ সদাসর্বদা যিকর করা একান্তই তাক্বওয়ার ব্যাপার। অন্তরজগত যখন আল্লাহ্র ভালোবাসাপূর্ণ ভয়ে ভীত থাকে তখনই কেবল তা সম্ভব হয়। আর ব্যক্তি তাক্বওয়াশীল হ'লেই তার যাবতীয় আমল-আখলাক সংযত হয়। মনে যখন যা চায় তা সে লাগামহীনভাবে করতে পারে না। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা যিকরের গুরুত্ব, ফযীলত, পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করার প্রায়স পাব ইনশাআল্লাহ।-

যিকরের গুরুত্ব ও ফযীলত :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যিকরের বহু গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করলে আল্লাহও মানুষকে স্মরণ করেন। আল্লাহ বলেন, فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ 'তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব' *(বাক্বারাহ ২/১৫২)*। বেশী বেশী আল্লাহ্র যিকর করলে সফলকাম হওয়া যায়। আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 'তোমরা অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(জুম'আ ১০)*।

আরও করুণার হাত বাড়িয়ে তিনি বলেন, وَالذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا– 'আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণকারী নারী ও পুরুষের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান' *(আহযাব ৩৩/৩৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِىْ لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ– 'যে তার প্রতিপালকের যিকর করে ও যে করে না, তাদের তুলনা জীবিত ও মৃতের ন্যায়'।[১৭৫] হাদীছের ভাষায় যিকরহীন ব্যক্তি সমাজের জন্য ক্ষতিকর। কারণ সে কারো উপকার করতে পারে না; বরং সে মানুষকে দুঃখই দিয়ে থাকে।

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ 'যখন কিছু মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করতে বসে (দ্বীনি বৈঠক, কুরআন শিক্ষার আসর, ধর্মীয় ক্লাস ইত্যাদিতে) তখন ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে নেয়, আল্লাহ্র রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ তার নিকটস্থদের (অর্থাৎ ফেরেশতাদের) কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন'।[১৭৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِىْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِىْ، فَإِنْ ذَكَرَنِى فِىْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ، وَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ 'আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দার নিকটে সেরূপ, যেরূপ সে আমাকে ভাবে। আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে তার মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে আমার মনে স্মরণ করি। যদি সে আমাকে মানুষের দলে স্মরণ করে, আমি তাকে তাদের অপেক্ষা উত্তম দলে (ফেরেশতাদের দলে) স্মরণ করি'।[১৭৭]

'আমি আমার বান্দার নিকটে সেরূপ, যেরূপ সে আমাকে ভাবে' এর অর্থ হ'ল- বান্দা যেভাবে আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখে আল্লাহ তাকে সেভাবে আশ্রয় দেন। যেমন কেউ রাতে বাড়ি থেকে বের হ'ল। সে মনে মনে ভাবল, হায়! এই রাতে কিভাবে যাই? রাস্তায় কিসের খপ্পরে না জানি পড়ি? কোন সমস্যা হোক বা না হোক- সারা রাস্তা নিশ্চিত সে অস্থিরভাবে পার হবে। পক্ষান্তরে যদি সে নিরেট ভরসা নিয়ে বের হয়, আর মানুষ, জিন বা অন্য জন্তুর খপ্পরে পড়েও যায়, তথাপিও সে অধৈর্য, অস্থির হয় না। বরং সাহসের সাথে মোকাবিলা করে এবং বিপদকে তুচ্ছ মনে করে।

এক দীর্ঘ হাদীছে যিকরকারীর ফযীলত সম্পর্কে এক চমৎকার ও মনোলোভা বিবরণ বিধৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র একদল ফেরেশতা আছেন, যারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে আল্লাহ্র যিকরকারীদের অনুসন্ধান করেন। যখন তাঁরা কোন দলকে আল্লাহ্র স্মরণ করতে দেখেন, তখন তাঁরা একে অপরকে বলেন, আস! তোমাদের কাম্য বস্তু এখানেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর তারা তাদেরকে নিজ নিজ ডানা দ্বারা ঘিরে নেন দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন অথচ তিনি তাদের অবস্থা অধিক অবগত, আমার বান্দারা কি বলছে? রাসূল (ছাঃ) বলেন, ফেরেশতাগণ বলেন, তারা তোমার

* *কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।*

১৭৫. *বুখারী হা/৬৪০৭, মুসলিম; মিশকাত হা/২১৬৩।*
১৭৬. *মুসলিম হা/২৭০০, মিশকাত হা/২১৬১।*
১৭৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৬৪।*

পবিত্রতা বর্ণনা, বড়ত্ব ঘোষণা, প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা করছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তারা বলেন, তোমার কসম, তারা কখনো তোমাকে দেখেনি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, যদি তারা আমাকে দেখত, তবে কেমন হ'ত? রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, যদি তারা আপনাকে দেখত, তবে তারা আপনার আরো বেশী ইবাদত করত এবং আরো বেশী মর্যাদা ও পবিত্রতা ঘোষণা করত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি চায়? ফেরেশতাগণ বলেন, তারা তোমার নিকট জান্নাত চায়? রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, তারা কি এটা দেখেছে? ফেরেশতাগণ বলেন, হে প্রতিপালক! আপনার কসম, তারা কখনো এটি দেখেনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, যদি তারা এটিকে দেখত তবে কেমন হ'ত? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ফেরেশতাগণ উত্তর দেন, যদি তারা এটিকে দেখত তবে প্রচণ্ড লোভ করত, এটা পাওয়ার অধিক প্রার্থনা করত এবং এটি পাওয়ার বেশী আগ্রহ প্রকাশ করত। তখন আল্লাহ বলেন, তারা কোন জিনিস হ'তে আশ্রয় চায়? রাসূল (ছাঃ) বলেন, ফেরেশতাগণ উত্তর দেন, জাহান্নাম হ'তে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি উহা দেখেছে? ফেরেশতাগণ জবাব দেন, হে আমার রব! আপনার কসম, তারা উহা দেখেনি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কেমন হত, যদি তারা উহা দেখত? ফেরেশতাগণ বলেন, যদি তারা উহা দেখত তাহ'লে উহা হ'তে বেশী পলায়ন করত এবং বেশী ভয় করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি যে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ফেরেশতাগণের একজন তখন বলে উঠেন, অমুক ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে শুধু তার নিজের কোন কাজে এসেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা এমন একদল লোক যাদের কেউই হতভাগ্য হয় না'।[১৭৮]

আলোচ্য হাদীছে যে বৈঠকে আল্লাহ্র যিকর হয়, সে বৈঠকে উপস্থিতদের অনুপম ক্ষমা ঘোষিত হ'ল। শুধু তাই নয়, যারা নিজের কোন প্রয়োজনে উক্ত বৈঠকে শরীক হবে তারাও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে বলে জানা গেল। অতএব নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্র স্মরণ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِىْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ 'আমি কি তোমাদের বলব না তোমাদের আমল সমূহের মধ্যে কোনটি উত্তম, তোমাদের মালিকের নিকট অধিক পবিত্র, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অধিক কার্যকর, এমনকি সোনা-রূপা দান করার চেয়েও এবং তোমাদের এই আমল থেকেও উত্তম যে, তোমরা শত্রুর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তোমরা তাদের গলা কাটবে এবং তারা তোমাদের গলা কাটবে (অর্থাৎ জিহাদ করবে)? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'অবশ্যই বলুন'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى 'তা হ'ল আল্লাহ্র যিকর'।[১৭৯]

অন্যত্র এসেছে এক বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ 'সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে?' রাসূল (ছাঃ) বলেন, طُوْبَى لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ 'সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং সুন্দর আমল করেছে'। অতঃপর লোকটি বলল, أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ 'কোন আমল সবচেয়ে ভাল'? রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ 'তুমি দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে এমতাবস্থায় যে, তোমার জিহ্বা আল্লাহ্র যিকরে সজীব থাকবে'।[১৮০]

হাদীছে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন পেয়ে জীবনকে ভাল কাজে ব্যয় করেছে সে ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম। তেমনি মৃত্যুর সময় মুখে আল্লাহ্র যিকর থাকবে এই আমল সবচেয়ে ভাল। অন্য হাদীছে এসেছে, 'রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا 'যখন তোমরা জান্নাতের বাগানে পৌঁছবে তখন উহার ফল খাবে। ছাহাবীগণ বলেন, জান্নাতের বাগান কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সেটা হ'ল- حِلَقُ الذِّكْرِ 'যিকরের মজলিস'।[১৮১]

ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জনৈক ছাহাবী বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমরা জানতে পারতাম কোন সম্পদ উত্তম, তবে তা জমা করতাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ 'তোমাদের কারো শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো যিকরকারী জিহ্বা, অল্পে তুষ্ট অন্তর এবং ঈমানদার স্ত্রী যে তার স্বামীকে দ্বীনের ব্যাপারে সহযোগিতা করে'।[১৮২]

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, أَنَا مَعَ عَبْدِى حَيْثُمَا ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ 'আমি আমার বান্দার নিকট থাকি যখন সে আমার যিকর করে এবং আমার জন্য তার ঠোঁটদ্বয় নড়ে ওঠে'।[১৮৩]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা যিকরের নানাবিধ ফযীলতের কথা জানতে পারলাম। আমরা যারা পরকালে নিজের বাসস্থানকে উন্নত দেখতে চাই তাদের উচিত হবে

১৭৮. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৬৭।*

১৭৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৬৪।*
১৮০. *আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৭০।*
১৮১. *তিরমিযী হা/৩৫১০; মিশকাত হা/২২৭১।*
১৮২. *আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২২৭৭।*
১৮৩. *বুখারী, মিশকাত হা/২২৮৫।*

অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিকর করা এবং অন্যকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

যিকরের প্রকারভেদ :

যিকর দুই ধরনের। (১) বিশেষ (২) সাধারণ। বিশেষ ধরনের যে যিকর রয়েছে সেগুলো সময় সাপেক্ষে আমল করতে হয়। যেমন- ঘুমানোর দো'আ, ঘুম থেকে জাগার দো'আ, ভয় পেলে দো'আ, চিন্তা দূর করার দো'আ, বিপদের দো'আ, ঋণ মুক্তির দো'আ ইত্যাদি। সময় ও কাজ বিবেচনায় এগুলো পাঠ করতে হয়। আর এমন কিছু যিকর রয়েছে যেগুলো শরীর পবিত্র থাকুক চাই না থাকুক সব সময় পাঠ করা যায়। যতক্ষণ স্মরণে থাকে ততক্ষণ আমাদের এসব যিকর করা উচিত।

সবসময় আমল করা যায় এমন কিছু যিকর নিম্নরূপ :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'শ্রেষ্ঠ বাক্য চারটি। سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّه، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ অর্থাৎ 'আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহ্র জন্য প্রশংসা, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই ও আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান'। এই বাক্যগুলোর যেকোন একটি দিয়ে শুরু করা যায়, তাতে কোন সমস্যা নেই'।[১৮৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّه وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ সুবহা-নাল্লাহ, ওয়াল হাম্দুলিল্লা-হি, ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লাহু আকবার' বলা আমার নিকট পৃথিবী অপেক্ষা অধিক প্রিয়'।[১৮৫]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ 'যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার বলবে, 'সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' (আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে) তার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়'।[১৮৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ، حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ 'দু'টি বাক্য যা বলতে সহজ, মীযানের পাল্লায় ভারী এবং আল্লাহ্র নিকট প্রিয়, তা হচ্ছে سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ 'সুবহা-নাল্লাহি, ওয়া বিহাম্দিহি, ওয়া সুবহা-নাল্লাহিল আযীম' (প্রশংসার সাথে আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি, পবিত্রতা বর্ণনা করি আল্লাহ্র, যিনি মহান)।[১৮৭]

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে বলেন, তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন এক হাযার নেকী উপার্জন করতে সক্ষম? এক ছাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, কেমন করে আমাদের কেউ (দৈনিক) এক হাযার নেকী উপার্জন করতে পারবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে প্রতিদিন একশত বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। এতে তার জন্য (একবারের জন্য দশ নেকী) এক হাযার নেকী লেখা হবে এবং এক হাযার গুনাহ মাফ করা হবে'।[১৮৮]

উম্মুল মুমিনীন জুওয়ায়রিয়া (রাঃ) বলেন, একদিন খুব ভোরে নবী করীম (ছাঃ) ফজরের ছালাত আদায় করে তাঁর নিকট থেকে বের হ'লেন, তখন জুওয়ায়রিয়া (রাঃ) স্বীয় ছালাতের জায়গায় বসা ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফিরে আসলেন তখন সূর্য উপরে উঠল আর তখনও জুওয়ায়রিয়া (রাঃ) সেখানে বসে আছেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি সে অবস্থায় আছ যে অবস্থায় আমি তোমাকে ছেড়ে গেছি? তিনি বললেন, হ্যাঁ! রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার পরে আমি মাত্র চারটি বাক্য তিনবার বলেছি। তুমি এ পর্যন্ত যা বলেছ এগুলোকে যদি আমার বাক্যগুলোর সাথে ওযন দেয়া হয়, তাহ'লে এ বাক্যগুলোর ওযন বেশী হবে। তা হ'ল سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ 'প্রশংসার সাথে আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি, তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ, তাঁর সন্তোষ পরিমাণ, তাঁর আরশের ওযন পরিমাণ ও তাঁর বাক্য সমূহের সংখ্যা পরিমাণ'।[১৮৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার বলবে لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *'আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান'*, ঐ ব্যক্তির দশটি গোলাম আযাদ করার সমান ছওয়াব হবে, তার জন্য একশত নেকী লেখা হবে, একশত গুনাহ ক্ষমা করা হবে। এটি তার ঐ দিনের জন্য শয়তান থেকে রক্ষাকবচ হবে যতক্ষণ না সন্ধ্যা হয়। আর সে যা করেছে তার চেয়ে উত্তম আর কেউ করতে পারবে না ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে তার চেয়ে বেশী এ আমল করবে'।[১৯০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ)-কে বলেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডার সমূহের একটি ভাণ্ডারের সন্ধান দিব না? তিনি বলেন, নিশ্চয়ই! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তা হ'ল, لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ 'আল্লাহ ব্যতীত আমার কোন উপায় নেই, কোন শক্তি নেই'।[১৯১]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি বলবে 'সুবহানাল্লাহিল

১৮৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৪।*
১৮৫. *মুসলিম, বাংলা মিশকাত ৫/৮৪।*
১৮৬. *বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/২২৯৬।*
১৮৭. *বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/২২৯৮।*
১৮৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৯।*
১৮৯. *মুসলিম, বাংলা মিশকাত ৫/৮৬।*
১৯০. *বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত ৫/৮৭।*
১৯১. *বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/২৩১৯।*

আযীমি ওয়া বিহামদিহি' তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে।[১৯২] তিনি আরো বলেন, أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّه 'সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর সর্বশ্রেষ্ঠ দো'আ হল 'আল হামদুলিল্লাহ'।[১৯৩]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, মি'রাজের রাতে ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে আমার দেখা হ'ল। তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার উম্মতকে আমার সালাম বলবেন এবং তাদেরকে সংবাদ দিবেন যে, সুগন্ধ মাটি এবং সুমিষ্ট পানি বিশিষ্ট স্থান। এতে কোন গাছপালা নেই। উক্ত গাছ হ'ল سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّه وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ।[১৯৪]

আসুন! উক্ত যিকর পাঠ করার মাধ্যমেই আমরা আমাদের চিরস্থায়ী বাসস্থানটিকে নিজ হাতে সাজিয়ে নেই।

অন্য হাদীছে এসেছে, একদিন আরবপল্লীর জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, আমাকে এমন একটি বাক্য শিখিয়ে দিন, যা আমি পড়তে পারি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি বল لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّه كَثِيرًا سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ লোকটি বলল, এটি তো আমার প্রতিপালকের জন্য। আমার জন্য কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি বল- قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে পথ প্রদর্শন কর, রিযিক দাও এবং শান্তিতে রাখ'।[১৯৫]

যখন কোন লোক মুসলমান হ'ত, তখন রাসূল (ছাঃ) সর্বপ্রথম তাকে ছালাত শিক্ষা দিতেন। অতঃপর তাকে উপরোক্ত বাক্যসমূহ (আল্লাহুম্মাগ ফিরলী) দ্বারা দো'আ করতে বলতেন।[১৯৬] এরূপ বহু দো'আ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে রয়েছে।

যিকির না করার পরিণাম :

কুরআন ও হাদীছের বহু স্থানে বিভিন্নভাবে যিকর করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ্র যিকর করার পুরস্কার যেমন ঘোষিত হয়েছে তেমনি না করারও পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْه كَانَتْ عَلَيْه مِنَ اللهِ تِرَةً وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيه كَانَتْ عَلَيْه مِنَ اللهِ تِرَةً 'যে ব্যক্তি কোন স্থানে বসেছে আর সেখানে আল্লাহ্র স্মরণ করেনি, আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী সে বসা তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন শোয়ার স্থানে শুয়েছে অথচ সেখানে আল্লাহকে স্মরণ করেনি, আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী সেই শোয়া তার জন্য ক্ষতি বা আফসোসের কারণ হবে'।[১৯৭]

সুতরাং আমরা যে স্থানে উপবেশন করি না কেন তা হবে আল্লাহ্র যিকরপূর্ণ। সেখানে সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ ইত্যাদি তাসবীহ পড়তে হবে। অথবা কোন ভাল কথা বলতে হবে কিংবা বিসমিল্লাহ বলে সে স্থানে বসতে হবে। অনুরূপভাবে শোয়া যদি ঘুমের জন্য হয় তবে ঘুমের দো'আ পড়তে হবে। আর যদি বিশ্রামের জন্য হয় তবে বিসমিল্লাহ বলে শুতে হবে। যাবতীয় ভাল কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করতে হবে।

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ فِيْه إِلاَّ قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً 'যে কোন দল আল্লাহ্র স্মরণ না করে কোন মজলিস হ'তে উঠল, তারা নিশ্চয়ই গাধার মরা খেয়ে উঠল। সে মজলিস তার আক্ষেপের কারণ হবে'।[১৯৮]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيْه وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ 'যখন কোন একদল লোক কোন মজলিসে বসল অথচ আল্লাহকে স্মরণ করল না এবং নবীর প্রতিও দরূদ পড়ল না নিশ্চয়ই সে বৈঠক তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শাস্তি দিতে পারেন অথবা ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারেন'।[১৯৯]

উল্লিখিত হাদীছগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কোন মজলিসে বসে যদি যিকর না করা হয় তবে সফলকাম হওয়া যাবে না। সফলতা অর্জন করতে হ'লে পারিবারিক, সামাজিক বা ধর্মীয় যে কোন মজলিসই হৌক না কেন সেখানে অবশ্যই আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে।

যিকর করার পদ্ধতি :

শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকর করা যায়। আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে ও বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র। আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হ'তে রক্ষা কর' *(আলে ইমরান ১৯১)*।

১৯২. *তিরমিযী; মিশকাত ২৩০৪।*
১৯৩. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩০৬, সনদ হাসান।*
১৯৪. *তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/২৩১৫।*
১৯৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৩১৭।*
১৯৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৮৬।*
১৯৭. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২২৭২, সনদ ছহীহ।*
১৯৮. *আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২২৭৩, সনদ ছহীহ।*
১৯৯. *তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৭৪, সনদ ছহীহ।*

কারো কারো ধারণা অপবিত্র শরীরে যিকির করা যায় না। তাদের ধারণা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকর করতেন। শুধুমাত্র পেশাব-পায়খানারত অবস্থায় আল্লাহ্র যিকর করা যাবে না।[২০০] এছাড়া সর্বাবস্থায় মুমিনের জন্য তাসবীহ পাঠ করা উচিত। যেমন মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ 'রাসূল (ছাঃ) সর্বদা আল্লাহ্র যিকর করতেন'।[২০১]

যিকরের শব্দগুলো নীরবে ও ভীতি সহকারে পড়তে হবে। আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيْفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ 'তুমি তোমার প্রতিপালককে মনে মনে, ভীতি সহকারে, চুপে চুপে, নিম্নস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ কর। আর তুমি গাফেল হয়ো না' *(আ'রাফ ২০৫)*। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলছিল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের প্রতি রহম কর। তোমরা বধির কিংবা অনুপস্থিতকে ডাকছ না। তোমরা যাকে ডাকছ তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্ববিষয়ে অবগত। তোমরা যাকে ডাকছ তিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন। তিনি তোমাদের বাহনের ঘাড় অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী। আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, আমি তখন রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে চুপে চুপে বলছিলাম, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।[২০২] হাদীছ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্র যিকির হবে নিম্নস্বরে। উচ্চৈঃস্বরে যিকরকারীদের যিকরকে রাসূল (ছাঃ) পসন্দ করেন নি। তিনি তাদেরকে কোমল স্বরে যিকর করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

যে সমস্ত যিকরের ক্ষেত্রে হাদীছে সংখ্যা উল্লেখ আছে যেমন- ৩ বার, ৭ বার, ৩৩/৩৪ বার, ১০০ বার ইত্যাদি বলা হয়েছে এগুলো তাবসীহ দানা বা অন্য কিছুতে গণনা করা উচিত নয়। এগুলো আঙ্গুলে গণনা করতে হবে। ইউসায়রা (রাঃ) বলেন, তিনি ছিলেন মুহাজির নারী, একদিন রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বলেন, তোমাদের 'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' পড়া উচিত। এগুলো আঙ্গুলে গুনবে। কেননা ক্বিয়ামতের দিন এগুলোকে জিজ্ঞেস করা হবে এবং বলার শক্তি প্রদান করা হবে।[২০৩]

উল্লেখ্য, যিকর হবে শুধু আল্লাহ্র নামে। রাসূল (ছাঃ), তার ছাহাবী বা অন্য কোন বুযুর্গের নামে যিকর করা শিরক। এজন্য ইয়া নবী, ইয়া রাসূল, ইয়া আলী (আলী (রাঃ) উদ্দেশ্য করে) ইত্যাদি বলে যিকর করা যাবে না। অনুরূপভাবে শুধু আল্লাহ, আল্লাহ, হুয়া, হু অথবা একজন লা ইলাহা অপর পক্ষে কিছু লোক ইল্লাল্লাহ এভাবেও যিকর করা যাবে না। এ পদ্ধতির যিকর বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে উচ্চৈঃস্বরে চিল্লিয়েও যিকর করা যাবে না। মদীনার মসজিদে একদল মুছল্লীকে গোলাকার হয়ে বসে হাতে রাখা কংকর সমূহের মাধ্যমে গণনা করে ১০০ বার 'আল্লা-হু আকবার', ১০০ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' ও ১০০ বার 'সুবহা-নাল্লা-হ' একজন বক্তার সাথে পাঠ করার দৃশ্য দেখে জলীলুল ক্বদর ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেছিলেন, وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ 'নিপাত যাও হে মুহাম্মাদের উম্মতগণ! কত দ্রুত তোমাদের ধ্বংস এসে গেল? এর জবাবে উক্ত যিকরে উপস্থিত মুছল্লীরা বলল, وَاللهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَرَدْنَا إِلاَّ الْخَيْرَ 'আল্লাহ্র কসম হে আবূআব্দুর রহমান! এর দ্বারা আমরা নেকী ব্যতীত অন্য কিছু আশা করিনি। উত্তরে ইবনু মাস'উদ বললেন, كَمْ مِنْ مُرِيْدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيْبَهُ 'বহু নেকীর প্রত্যাশী লোক আছে, যারা তা পায় না। কেননা রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে হাদীছ শুনিয়েছেন أَنَّ قَوْماً يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ 'একদল লোক রয়েছে, যারা কুরআন পাঠ করে। কিন্তু তা কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। আমর ইবনু সালামাহ বলেন, উক্ত হালক্বায়ে যিকরের অধিকাংশ লোককে আমরা দেখেছি, পরবর্তীতে তারা খারেজীদের দলভুক্ত হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে'।[২০৪] অতএব বিদ'আতী যিকর হ'তে বেঁচে থাক আবশ্যক।

উপসংহার :

যিকরকে চাকুরীজীবীর কল্যাণ ফাণ্ডের সাথে তুলনা করা যায়। যেখানে অল্প অল্প সম্পদ জমা হয়ে বিশাল পরিমাণ হয়ে যায়। যিকরও মুমিনের পরকালীন ডিপোজিট। চলতে ফিরতে যিকর করলে একদিকে যেমন বাড়তি সময়ের প্রয়োজন হয় না, তেমনি আশা করা যায় যে, আমলনামাও হবে মনঃপূত। যেখানে পরকালীন জীবনের তুলনায় পার্থিব জীবনকে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যার সাথে *(নাযি'আত ৪৬)* তুলনা করা হয়েছে সেখানে মানুষ পার্থিব জীবনের পিছনে সর্বশক্তি ব্যয় করছে। অথচ তার উচিত পরকালের অবস্থান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং এজন্য অধিক সময় ব্যয় করা। রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় সর্বাধিক বিচক্ষণ মুমিন সেই, যে মুমিন মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং পরবর্তী জীবনের জন্য সবচেয়ে সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণ করে।[২০৫] সুতরাং আসুন! যে সময়টা আমরা অনর্থক কথা, গীবত কিংবা অন্যভাবে ব্যয় করি সে সময়ে আল্লাহর যিকর, তাসবীহ-তাহলীলের মাধ্যমে ব্যয় করে নিজের নাম বুদ্ধিমান মুমিনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করি। আল্লাহ আমাদের আমল-আখলাককে তার পসন্দ অনুযায়ী গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন- আমীন।

---

২০০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৩৭ ও ৩৫৯; ফাতাওয়া লাজনা-দায়েমা ৫/৯২।*
২০১. মুসলিম হা/৩৭৩, মিশকাত হা/৪৫৬।
২০২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৩।*
২০৩. *দারেমী হা/২০৪, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০০৫।*
২০৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৩।*
২০৫. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯; ছহীহাহ হা/১৩৮৪।*

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)
২. সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)
৩. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)
৪. আবূ বকর (রাঃ)
৫. দাহইয়া আল-কালবী (রাঃ)।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি)-এর সঠিক উত্তর

১. তরমুজ, ফুটি, লাউ, কুমড়া। ২. লাল রঙের।
৩. বাঁশ। ৪. বাঁশ। ৫. হাসনাহেনা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম কোন সূরার কতটি আয়াত নাযিল হয়?
২. রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে নাযিলকৃত সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা কোনটি?
৩. 'ফিতরাতুল অহী' কি এবং এর সময়কাল কত?
৪. 'ফিতরাতুল অহি'-র পরে প্রথম কোন সূরার কয়টি আয়াত নাযিল হয়?
৫. পবিত্র কুরআনের নাযিলকৃত সর্বশেষ সূরা ও আয়াত কোনটি?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১. আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির জন্য অপরিহার্য বিষয় কোনটি?
২. কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদানের প্রযুক্তিকে কি বলা হয়?
৩. ইন্টারনেট কবে চালু হয়?
৪. কম্পিউটার এবং ফোন লাইনের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে কি ব্যবহৃত হয়?
৫. ইন্টারনেটের মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতিকে কি বলা হয়?

সংগ্রহে : বযলুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি প্রশিক্ষণ

কৃষ্ণপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ৪ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ কৃষ্ণপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি মোহনপুর এলাকার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রথম পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান ও ওবায়দুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ, এলাকা পরিচালক মাস্টার মুহাম্মাদ এমদাদ প্রমুখ। উক্ত প্রশিক্ষণে দুই শতাধিক সোনামণি অংশগ্রহণ করে।

ভুগরইল, রাজশাহী ১৩ জানুয়ারী রবিবার : অদ্য বাদ আছর সোনামণি ভুগরইল শাখার উদ্যোগে ভুগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগরী 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ ও সহ-পরিচালক আসাদুল্লাহ।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদপাড়া, রাজশাহী ১৪ জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ আছর সোনামণি মারকায এলাকার উদ্যোগে দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মারকায এলাকার পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ।

শেখপাড়া, রাজশাহী ১৫ জানুয়ারী মঙ্গরবার : অদ্য বাদ আছর শেখপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আব্দুর রাকীবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী মহানগরী 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ যাকারিয়া প্রমুখ।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদপাড়া, রাজশাহী ২৫ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর সোনামণি মারকায এলাকার উদ্যোগে দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রথম পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ ও ওবায়দুল্লাহ প্রমুখ।

সোনামণি যেলা সম্মেলন

সিরাজগঞ্জ ২৪ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় সোনামণি সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী ভাসানী মিলনায়তনে সিরাজগঞ্জ যেলা 'সোনামণি' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তযার সভপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর পৃষ্ঠপোষক ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রথম পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ, বযলুর রহমান, রাজশাহী যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ প্রমুখ।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদপাড়া, রাজশাহী ২৮ জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ আছর দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে এক সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি মারকায এলাকার সহ-পরিচালক নওশাদ, সূর্যমুখী শাখার পরিচালক সাখাওয়াত হোসাইন ও সহ-পরিচালক শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে 'মাসিক সোনামণি প্রতিভা'-এর উপরে আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিজয়ীরা হ'ল শাহরিয়ার (প্রথম), ফেরদাউস (দ্বিতীয়), বদীউযযামান (তৃতীয়)।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ছালাত আদায় বাধ্যতামূলক করতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী

প্রত্যেক মুসলমানের ছালাত আদায় বাধ্যতামূলক করতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী উঠেছে জাতীয় সংসদে। জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনে সরকার দলীয় সংসদ সদস্য তাজুল ইসলাম এ দাবী জানালে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলেন, নামাজ পড়ার বাধ্যবাধকতায় ব্যাপকভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারী সিদ্ধান্তের প্রয়োজন রয়েছে। তাজুল ইসলাম এ সংক্রান্ত প্রশ্নে বলেন, আমাদের দেশের ৮৫% লোক মুসলমান। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের ছালাত আদায়ে গাফলতি দেখা যায়। তাই ছালাত আদায়কে বাধ্যতামূলক করার জন্য সরকার কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কী-না? জবাবে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শাহজাহান খান বলেন, যথাসময়ে ছালাত আদায় করা মুসলমানদের জন্য ফরয। ছালাতে গাফলতির প্রধান কারণ ব্যক্তিগত। ব্যক্তি, অভিভাবক ও সমাজ সচেতন হ'লে এ গাফলতি হ্রাস পাবে।

[ধর্মনিরপেক্ষ মন্ত্রী এর বেশী আর কি বলবেন? অথচ মুসলিম নারীর সর্বাঙ্গ ঢাকা ও পর্দা করা ফরয। এটাও তাদের ব্যক্তিগত ফরযের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সেখানে মন্ত্রীরা জেণ্ডার বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংসদ গরম করেন। এমনকি তাদের হিজাবের ব্যাপারে কড়াকাড়ি না করার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে উচ্চ আদালত থেকে নির্দেশনা পাঠানো হয়। ভোট নেওয়ার সময় ইসলামপন্থী আর মন্ত্রী হওয়ার পরে ধর্মনিরপেক্ষ। এই ধরনের দ্বিমুখী নীতি অবশ্যই পরিত্যাজ্য (স.স.)]

চিকিৎসায় অবহেলায় ২২৪ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ পেলেন এক বাংলাদেশী

শিশুর চিকিৎসায় অবজ্ঞা ও গাফলতির খেসারত হিসাবে নিউইয়র্ক সিটির এলমহার্স্ট হাসপাতালকে ২৮ মিলিয়ন ডলার (২২৪ কোটি টাকা) দিতে হচ্ছে এক বাংলাদেশীকে। যুক্তরাষ্ট্রে কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করে এই প্রথম কোন বাংলাদেশী এত অধিক পরিমাণের ক্ষতিপূরণ পেলেন। সম্প্রতি বাংলাদেশী এক শিশুর পক্ষে নিউইয়র্ক সিটির এই হাসপাতালের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ মামলায় এ রায় প্রদান করা হয়। মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ২০০৯ সালে ৩ বছরের একটি বাংলাদেশী শিশুকে জ্বর ও খিঁচুনী নিয়ে এলমহার্স্ট হাসপাতালের যরূরী বিভাগে ভর্তি করা হয়। কর্তব্যরত ডাক্তার তাৎক্ষণিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু ডাক্তাররা সঠিক রোগ শনাক্ত করতে না পারায় প্রায় ৪দিন পর শিশুটি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে অচেতন হয়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে পিতা-মাতার অনুরোধে ডাক্তাররা শিশুটিকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। সেখানকার ডাক্তাররা ব্যাপক প্রচেষ্টার পর শিশুটিকে সুস্থ করতে সক্ষম হ'লেও তার মস্তিষ্কের নার্ভ ড্যামেজ হয়ে যায়। এর ফলে শিশুটি চির জীবনের জন্য বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে। বাংলাদেশী ইমিগ্র্যান্ট পিতা-মাতা এহেন অবস্থায় প্রায় এক বছর পর যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের লাইসেন্সপ্রাপ্ত এটর্নী-এট-ল মঈন চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করেন। অতঃপর তিনি তার সহযোগী এটর্নী এডওয়ার্ডের সহযোগিতায় এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছ থেকে হলফনামাসহ অভিমত সংগ্রহ করে নিশ্চিত হন যে, এলমহার্স্ট হাসপাতালের ডাক্তারদের অবহেলার কারণেই এ মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। অতঃপর তিনি সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘ দিন বিচার কার্য চলার পর রায়ের নির্ধারিত তারিখে আদালত শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণে বিবাদীরা মামলায় তাদের নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে ২৮ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব নিয়ে এলে বাদী পক্ষ তা মেনে নেয় এবং আদালতের মাধ্যমে মামলাটির সুষ্ঠু নিষ্পত্তি হয়।

[বাংলাদেশী চিকিৎসকরা সাবধান হবেন কি? (স.স.)]

শুকনো জমিতে বীজতলা করে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন

নতুন পদ্ধতিতে শুকনো জমিতে বোরো ধানের বীজতলা তৈরী করে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছেন নওগাঁর মান্দা উপযেলার দুর্গাপুর গ্রামের কৃষক আফযাল হোসায়েন। বেসরকারী সংস্থা সিসিডিবির সহায়তায় চলতি মৌসুমে চারজাতের বীজতলা করে এলাকার কৃষকদের তিনি অবাক করে দিয়েছেন।

কৃষক আফযাল হোসেন জানান, সিসিডিবির সীড বিষয়ক ব্যবস্থাপকের একান্ত আগ্রহে তিনি জমিতে হালচাষ দিয়ে বীজতলার উপযোগী করে তোলেন। বীজে অঙ্কুর দেখা দিলে তা শুকনো বীজতলায় ছিটিয়ে হালকা মাটি দিয়ে ঢেকে দেন। এরপর বীজতলা পলিথিন পেপার দিয়ে ঢেকে দেন। কয়েকদিন পরে পলিথিন সরিয়ে শতভাগ চারা গজানো ও চারার সবুজ রং দেখে তিনি হতবাক হয়ে যান। আফযাল জানান, বীজতলা তৈরীর সময় জমিতে ডিএপি ও গোবর সার প্রয়োগ করেন। বীজতলায় আলাদাভাবে সেচ বা কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয়নি। মাত্র ২১ দিনেই চারাগুলো লাগানোর উপযোগী হয়েছে। নতুন পদ্ধতির এ বীজতলায় উৎপাদিত ২০ কেজি চারা দিয়ে ১২ বিঘা জমি রোপণ করা যাবে বলে তিনি দাবী করেন। এ বীজতলায় পরিশ্রম ও খরচ কম। পানি সেচ দেয়ার দরকার পড়ে না। জলীয়বাষ্পের প্রভাবে পলিথিনে জমাটবাঁধা পানি পড়ে বীজতলা ভেজা থাকে। এতে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। তিন সপ্তাহের মধ্যেই চারা লাগানো যায়। চারার বয়স কম হওয়ায় ফলনও বেশী হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের সর্বনাশা প্রভাব : চরম ঝুঁকিতে উপকূলীয় অঞ্চল

সিডর ও আইলার পর চরম ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে উপেক্ষিত গোটা উপকূলীয় অঞ্চল। পাউবো'র বেড়িবাঁধগুলো নিচু ও দুর্বল। আগামী ২০ বছরের মধ্যে উপকূলের ৪ হাযার কিলোমিটার বাঁধ ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। বেড়িবাঁধের ঝুঁকি ছাড়াও খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট যেলার উপকূল এলাকার ১০টি উপযেলা ২ থেকে ৩ ফুট লোনা পানিতে তলিয়ে যাওয়ারও আশংকা করা হচ্ছে। এমনি একটি বিপদাপন্ন অবস্থায় উপকূলের চিরচেনা পরিবেশে জীবন-জীবিকাসহ ৩ কোটি মানুষের টিকে থাকার অবলম্বনই এখন ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে। পরিবেশ অধিদফতরের 'ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল' প্রণীত বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ইমপ্যাক্ট এবং ভালনারেবেলিটি শীর্ষক এক গবেষণাপত্রে এই তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, উপকূলজুড়ে সিডরের ভয়াবহ আঘাতের পর ঘা শুকাতে না শুকাতেই আইলায় তছনছ করে দেয় উপকূলের বিস্তীর্ণ জনপদ। এখনো হাযার হাযার পরিবার বাড়ি ফিরতে পারেনি। বেড়িবাঁধের উপর ঝুপড়ি ঘর বেঁধে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ও পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। হাযার হাযার গৃহস্থ পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেছে।

[সরকার আছে কেবল বিরোধীদল ঠেকাতে ও আগামীতে পুনরায় ক্ষমতায় আসার নেশায় বুদ হয়ে। জনগণের বিপদে সাহায্য করার অঙ্গীকার তারা ভুলে গেছেন! কি কৈফিয়ত দেবেন তারা আল্লাহ্‌র কাছে? (স.স.)]

কক্সবাজারের পেকুয়ায় সাবমেরিন ঘাঁটি

সাবমেরিন (ডুবো যুদ্ধজাহাজ) ঘাঁটি হচ্ছে কক্সবাজারের পেকুয়া উপযেলায়। কুতুবদিয়া চ্যানেলকে ঘিরে এ পূর্ণাঙ্গ ঘাঁটি স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এ জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কক্সবাজার যেলা প্রশাসনের কাছে প্রায় ৪২০ একর জমি বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। নৌবাহিনীর একটি সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সক্ষমতা বাড়াতে ১০ বছরব্যাপী একটি পরিকল্পনার অংশ হিসাবে এ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ২০১৬ সালের মধ্যে নৌবাহিনীর বহরে সাবমেরিন যুক্ত হ'তে পারে। এতে খরচ হ'তে পারে প্রায় আট হাযার কোটি টাকা। সাবমেরিন হচ্ছে বিশেষ ধরনের ডুবো জাহায, যা পানির গভীরে ও ওপরে সমানভাবে চলতে পারে। এটি সব ধরনের যুদ্ধসরঞ্জামে সজ্জিত। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, জার্মানি, ভারত ও রাশিয়াসহ মাত্র কয়েকটি উন্নত দেশে এটি ব্যবহৃত হয়।

[এ যুগে যুদ্ধ করে কেউ জিততে পারে না। অতএব জনগণের কল্যাণে অর্থ ব্যয় করুন (স.স.)]

দেশে ডায়াবেটিস রোগ বাড়ছে

বাংলাদেশে বর্তমানে ডায়াবেটিসের রোগীর সংখ্যা ৫০ লাখ। প্রাক-ডায়াবেটিস অবস্থায় আছে এক কোটি ২০ লাখ মানুষ। 'ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশনে'র চিকিৎসা ব্যয়ের হিসাবে একজন রোগীর একটি মৌলিক ওষুধের জন্য বার্ষিক খরচ ২৮ মার্কিন ডলার। তাই এই এক কোটি ৭০ লাখ মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রয়োজন দুই হাজার ৯৬ কোটি টাকা, যা স্বাস্থ্য বাজেটের ২৫%। ইনসুলিন বা অন্য চিকিৎসার খরচ এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি। দেশে এই রোগ দ্রুত বাড়ছে। বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপে দেখা গেছে, ৩৫ বছর বা তার বেশি বয়সী তিনজন নারীর একজন এবং পাঁচজন পুরুষের একজন উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে। তবে গবেষকেরা বলছেন, এই পরিসংখ্যান রক্ষণশীল হিসাবের ভিত্তিতে করা।

[এইসব দুরারোগ্য ব্যাধি নির্মূলের পিছনে গবেষণাকর্মে অর্থ ব্যয় করা উচিত। যা সত্যিকার অর্থে জনকল্যাণ বয়ে আনে। সরকার সেদিকে লক্ষ্য দিন (স.স.)]

ন্যাশনাল লাইব্রেরী

কেজি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বি.এম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ডাঃ যাকির নায়েকের বই সহ সকল প্রকার কুরআন শরীফ ও ধর্মীয় গ্রন্থ পাওয়া যায়।

মোবাইল : ০১৬৭০-৬১৯৯০৬, ০১১৯৭-১১৭৯২৮, ০১৭৪৫-০০৩৩৩১।

সমবায় মার্কেটের পূর্ব পার্শ্বে, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

মেডিকেল : ৭৭৪৩৩৫, ফায়ার সার্ভিস : ৭৭৪২২৪, রাজপাড়া থানা : ৭৭৬০৮০, বিদ্যুৎ (অভিযোগ) : ৭৭৩৪২২, দারুস সালাম : ৭৭৪৪৩৯, বোয়ালিয়া থানা : ৭৭৪৩০২,

বিদেশ

বিশ্বের প্রধান সন্ত্রাসবাদী দেশ যুক্তরাষ্ট্র : নোয়াম চমস্কি

যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের প্রধান সন্ত্রাসবাদী দেশ বলে অভিহিত করেছেন দেশটির শীর্ষ দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ নোয়াম চমস্কি। তিনি বলেছেন, আন্তর্জাতিক আইনের নিরিখে দেখলে আমেরিকা অবশ্যই প্রধান সন্ত্রাসবাদী দেশ হবে। চমস্কি বলেন, আমি সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা দেখেছি, যা খুব চমৎকার। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে সন্ত্রাসবাদের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তাও বেশ ভালো। কিন্তু এসব সংজ্ঞা বিবেচনায় নিলে দেখা যাবে, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের এক নম্বর সন্ত্রাসবাদী দেশ। তিনি জানান, ১৯৮০'র দশকে যখন রোনাল্ড রিগ্যান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন থেকেই তিনি বর্তমানের কথিত সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী যুদ্ধের আশঙ্কা করে আসছিলেন।

[ধন্যবাদ নোয়ামকে। তিনি যে এখনো কারাগারে জাননি বা গুম ও অপহরণের শিকার হননি, এজন্য ধন্যবাদ সেদেশের সরকারকে। বাংলাদেশে হ'লে এতক্ষণে তিনি গুম হয়ে যেতেন অথবা রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধে জেল-হাজতে যেতেন (স.স.)]

জঙ্গীবাদ সমর্থনযোগ্য নয়; মালিতে ফরাসি সৈন্যের উপস্থিতি অনভিপ্রেত

জঙ্গীবাদ এবং উগ্রবাদ কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়, মালির সরকারের প্রতি সমর্থন আছে। কিন্তু সে দেশে ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর উপস্থিতি অনাকাংখিত। কারণ তারা সেখানে পুরোপুরি ঔপনিবেশিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটাচ্ছে। সম্প্রতি ওআইসি সম্মেলনে মুসলিম নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন। উল্লেখ্য যে, গত জানুয়ারী মাসে মালি সরকারের অনুরোধে আল-কায়েদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে পরিচিত জঙ্গীদের দমনে সে দেশে সেনাবাহিনী পাঠায় ফ্রান্স। সেই থেকে পশ্চিম আফ্রিকার এদেশটির উত্তরাঞ্চল দখল করে নেয়া জঙ্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে ফরাসি বাহিনীর। মালিসহ আফ্রিকার আরো কিছু দেশের বাহিনীও অংশ নিচ্ছে সেই যুদ্ধে। মালিতে বর্তমানে ফ্রান্সের চার হাযার সেনা মোতায়েন রয়েছে। ফ্রান্স জানিয়েছে, সবকিছু পরিকল্পনা মতো থাকলে তারা মার্চ থেকে সেনা প্রত্যাহার শুরু করবে।

[সে দেশের মানুষ ইসলামী শাসন চায়। অথচ সাবেক দখলদার ফ্রান্স তা চায় না। তাদের সহযোগী আমু করি (স.স.)]

আফগানিস্তান কি ভিয়েতনাম হ'তে চলেছে?

ভিয়েতনামে মার খেয়ে বিতাড়িত হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক'বছর আর সরাসরি পৃথিবীর কোন দেশে হস্তক্ষেপ বা যুদ্ধে জড়িত হয়নি, হয়তবা সাহসই করেনি। তারা যৌক্তিক কারণ ছাড়াই মধ্যপ্রাচ্যের সমৃদ্ধ দেশ ইরাকে হামলা চালায়। এর আগে তারা হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ-গরীব দেশ আফগানিস্তানের উপর। এখানে তারা মার খাচ্ছে। প্রতিদিনই তারা প্রচুর সম্পদ ও সেনা হারাচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে তাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হচ্ছে, বাড়ছে ক্ষোভ ও ধিক্কার। পরিস্থিতি এমনই দাড়িয়েছে যে, মার্কিন সেনাবাহিনী নিজেদের নিরাপত্তার জন্য লক্ষ লক্ষ মার্কিন ডলার ঘুষ দিচ্ছে আফগানিস্তানের নেতাদের। মার্কিন কংগ্রেসের তদন্ত রিপোর্টেই এই চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে যুদ্ধ বিশ্লেষকদের প্রশ্ন : মার্কিন বাহিনীর জন্য আফগানিস্তান কি আরেকটি ভিয়েতনামে পরিণত হ'তে চলেছে?

[যালেমের জন্য এটাই দুনিয়াবী পাওনা। আখেরাতে এদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত হয়ে আছে (স.স.)]

দিনে ২২ জন করে আত্মহত্যা!

যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর প্রবীণ কর্মকর্তাদের আত্মহত্যার হার আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। তাদের মধ্যে এখন প্রতিদিন গড়ে ২২ জন বা প্রতি ৬৫ মিনিটে একজন আত্মহত্যা করছেন। সরকারী এক সমীক্ষায় এ তথ্য উঠে আসে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ২০০৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এই আত্মহত্যার হার প্রায় ১১ শতাংশ বেড়েছে। আর ২০১২ সালে মার্কিন সেনাবাহিনীতে আত্মহত্যার হার ছিল রেকর্ডসংখ্যক।

যত ধনী, তত অসুখী!

আহা, যদি অঢেল অর্থবিত্তের মালিক হওয়া যেত, তাহ'লে জীবন কতই না সুখের হ'ত! এমন আক্ষেপ অনেকেই করে থাকেন। তবে চীনে ধনকুবেরদের উপর চালানো এক জরিপে এই ধারণার উল্টো চিত্র মিলেছে। এতে দেখা গেছে, যে ব্যক্তি যত বেশি ধনী, তিনি তত অসুখী। এর কারণ ব্যাখ্যা করে সাময়িকীটির প্রতিষ্ঠাতা রুপার্ট হুগওয়ার্ফ বলেন, 'আপনি অর্থবিত্তের মালিক হচ্ছেন, এর সঙ্গে নানা সমস্যাও কিনে আনছেন। আপনার ব্যবসা বিকশিত হয়েছে, এর মানে আপনার ভোক্তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য আপনার উপর বাড়তি চাপ পড়ছে। এছাড়া নানা ধরনের সমস্যা প্রতিনিয়তই আপনার সঙ্গী হয়ে উঠছে।' জরিপে অংশ নেওয়া ধনী ব্যক্তিদের ৩০ শতাংশ বলেছে, তারা কাজ ও জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। ৫০ শতাংশেরও বেশি ধনকুবের জানিয়েছে, নিজের পরিবারের সদস্যদের পর্যাপ্ত সময় দিতে পারে না। এজন্য তারা অসুখী বোধ করে। ২৫ শতাংশের বেশি উদ্বিগ্ন থাকে তাদের স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে। জরিপে দেখা গেছে, চীনের ধনকুবেররা কর্মদিবসে গড়ে ৬ দশমিক ৬ ঘণ্টা ঘুমাতে পারেন। এ কারণেও তাদের মধ্যে অসুখী ভাব জাগে। জরিপে অংশ নেওয়া ধনবতী নারীদের ৩৫ শতাংশই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়েছে কিংবা অবিবাহিত থেকে গেছে।

ক্ষুধার জ্বালায় সন্তানের গোশত ভক্ষণ!

উত্তর কোরিয়ায় 'নীরব দুর্ভিক্ষ' চলছে। এতে মারা গেছে ১০ হাযারের বেশি মানুষ। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, মানুষ নরখাদক হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ ওয়াংহে প্রদেশের একজন 'নাগরিক সাংবাদিক' গণমাধ্যমকে জানান, 'গত মে মাসে আমার গ্রামে এক ব্যক্তি তার দুই সন্তানকে হত্যা করে গোশত খাওয়ার চেষ্টা করে। এ অপরাধে তাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে হত্যা করা হয়। তিনি জানান, ঘটনার দিন ঐ ব্যক্তির স্ত্রী বাড়িতে ছিল না। এই সুযোগে সে তার বড় মেয়েকে হত্যা করে। বিষয়টি দেখে ফেলে তার ছোট ছেলে। ফলে তাকেও সে হত্যা করে। যখন তার স্ত্রী বাড়িতে আসে, তখন সেই গোশত তাকেও খাওয়ার প্রস্তাব দেয়। এতে সন্দেহ হওয়ায় স্ত্রী গণনিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে খবর দেয়। পরে নিরাপত্তাকর্মীরা তল্লাশি চালিয়ে ঘরের ছাদ থেকে সন্তানদের দেহাবশেষ উদ্ধার করে।

ক্ষমতাসীন কোরিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টির একজন মধ্যম সারির নেতা জানান, চোংডান কাউন্টির এক বাসিন্দা ক্ষুধার জ্বালায় নিজ সন্তানকে হত্যা করে সেই মাংস সিদ্ধ করে খায়। এ ঘটনায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১২ লক্ষাধিক সৈন্যসমৃদ্ধ কোরীয় সেনাবাহিনী সৈন্য সংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম বাহিনী।

[সৈন্য লালন ও পরমাণু অস্ত্র তৈরীতে রাষ্ট্রের প্রায় সব অর্থ ব্যয় হচ্ছে। অথচ জনগণ না খেয়ে মরছে। সবকিছুই হচ্ছে জনকল্যাণের নামে ও তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে। ধর্মহীন বস্তুবাদী শাসনের এটাই হ'ল পরিণতি। হে মানুষ! আল্লাহকে ভয় কর (স.স.)]

ভারতে গর্ভ ভাড়ার ব্যবসা রমরমা

নিঃসন্তান দম্পতিরা সন্তান উৎপাদনের জন্য নারীর গর্ভাশয় ভাড়া নিয়ে থাকেন। ভারতে নারীদের গর্ভাশয় ভাড়া দেওয়া নিয়ে রীতিমতো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। স্বল্প খরচে গর্ভাশয় ভাড়া পাওয়ার সুবাদে বিদেশী নাগরিকদের ভারত সফরের হার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেড়েছে। অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমা দেশগুলো থেকেও নিঃসন্তান দম্পতিরা একই পদ্ধতিতে সন্তানলাভের আশায় ভারতে ছুটে আসছেন।

সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে জানা যায়, গর্ভাশয় ভাড়া দেওয়া নিয়ে এখন বছরে গড়ে ২৩০ কোটি মার্কিন ডলারের ব্যবসা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে সন্তানলাভের লক্ষ্যে প্রায় ২৫ হাযার দম্পতি প্রতিবছর ভারত সফর করেন এবং এতে অন্তত দুই হাযার সন্তান জন্ম নেয়। ভারতীয় নারীরা প্রতিটি সন্তান ধারণের বিনিময়ে সাধারণত ১৬ থেকে ৩২ হাযার মার্কিন ডলার নিয়ে থাকেন।

[মানুষ এখন গরু-ছাগলের চাইতে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়েছে। টাকার জন্য হেন কাজ নেই যা এরা পারে না। হে ভারতীয় নারী! ক্বিয়ামতের মাঠে তোমার এই অপকর্মের কৈফিয়ত আল্লাহ্র কাছে দিতে পারবে কি? (স.স.)]

গোলাপ ডেকোরেটর

এখানে বিভিন্ন সম্মেলন, ইফতার মাহফিল, ওয়াজ মাহফিল, বিবাহ, বৌভাত, ওয়ালীমা সহ যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, মাইক, লাইটিং ও ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায়।

তাবলীগী ইজতেমা'১৩ সফল হোক

আন্তরিক সেবাই আমাদের লক্ষ্য

প্রোঃ মুহাম্মাদ গোলাপ হোসেন

নাড়ুয়ামালা, উপযেলা- গাবতলী, বগুড়া।

মোবাইল : ০১৭১৮-৬৫৮০৭৪

মুসলিম জাহান

আরাফাতকে হত্যার কথা স্বীকার করলো ইসরাঈল

ইহুদীবাদী ইসরাঈলের প্রেসিডেন্ট শিমন পেরেজ শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, পিএলও'র সাবেক প্রধান ইয়াসির আরাফাত হত্যায় তাদের হাত ছিল। তিনি বলেছেন, ইয়াসির আরাফাতকে হত্যা করা ঠিক হয়নি। কারণ তার সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সৃষ্টির সুযোগ ছিল। উক্ত স্বীকারোক্তির মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে ইসরাঈল স্বীয় অবস্থান বিশ্ববাসীর সামনে আরেকবার স্পষ্ট করল। সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে আল-কায়েদার সাথে ইসরাঈলের পার্থক্য হ'ল আল-কায়েদার কোন রাষ্ট্রীয় ভিত্তি নেই আর ইসরাঈল হচ্ছে বিশ্বের বুকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শ্রেষ্ঠ নমুনা।

[গণতন্ত্র ও বিশ্বশান্তির মোড়ল মার্কিন নেতারা একন কি জবাব দিবেন? (স.স.)]

ইসলামী যৌথ সামরিক বাহিনী গঠন করতে ইরানের আহ্বান

ইসলামী যৌথ সামরিক বাহিনী গঠন করতে মুসলিম দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইরান। ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমাদ ওয়াহিদী এ আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিশ্বের যে কোন জায়গায় নিপীড়িত মানুষের অধিকার রক্ষায় যৌথ এই বাহিনী কাজ করবে। ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, মুসলমানদের অবশ্যই উন্নতমানের সামরিক শক্তিতে পরিণত হওয়া উচিত, যাতে কোন আগ্রাসী শক্তি মুসলিম দেশগুলোতে হস্তক্ষেপ করার সাহস না পায়। যেসব শক্তি মুসলিম দেশগুলোকে পেছনে রাখতে চায়, মুসলমানদের মধ্যকার ঐক্য সেসব শত্রুদেশকে হতাশ করবে বলেও উল্লেখ করেন জেনারেল ওয়াহিদী। তিনি ইসরাঈলকে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে উল্লেখ করে তেল আবিবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। ইরানের সামরিক শক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আহমাদ ওয়াহিদী বলেন, তার দেশ সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তির উপর ভরসা করেই সামরিকনীতি গড়ে তুলেছে এবং মুসলিম দেশগুলোর জন্য সে সহযোগিতা সম্প্রসারণ করতে পারে।

[উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু ইহুদী-নাছারাদের খপ্পর থেকে মুসলিম দেশগুলি মুক্ত হ'তে পারবে কি? (স.স.)]

আল-জাযিরার বিশ্লেষণ

মিসরে কি আরেকটি বিপ্লব আসন্ন?

প্রায় তিন দশকের শাসক হোসনি মোবারকের পতনের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে আবারও সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে মিসর। রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মতভেদ ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তাই প্রশ্ন উঠেছে, মিসরে কি আরেকটি বিপ্লব আসন্ন? মোবারকের পতনের পর থেকে প্রকৃত অর্থে কখনোই মিসরে স্থিতিশীলতা ফিরে আসেনি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, সংবিধান প্রণয়ন, গণভোট সবক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চরম মতভেদ লক্ষ্য করা গেছে। এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে বারবার রাস্তায় নামছে বিরোধীরা। সরকারবিরোধীদের অভিযোগ, বর্তমান প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসি মোবারকবিরোধী বিপ্লবের মূল চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তিনি মিসরের সব জনগণের জন্য নয় বরং ইসলামী ভাবাদর্শের কাছাকাছি গিয়ে সংবিধান প্রণয়ন করেছেন। তবে সরকার অভিযোগ নাকচ করে বলছে, মোবারকের পতনের পর এই প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছে। মুরসি গণতান্ত্রিকভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে মোবারক-পরবর্তী সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়েছেন। এদিকে অস্থিতিশীলতার কারণে দেশের অর্থনীতির ভঙ্গুর দশা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। ন্যায্য মজুরি, কাজ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা না পেয়ে জনগণ হতাশ। এই হতাশা থেকেও বিভিন্ন সময় তারা রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, মুরসি জনগণকে এক সুতায় গাঁথতে ব্যর্থ হয়েছেন। যার ফলে জনগণের মধ্যে বিভক্তি এখন চরম পর্যায়ে। সব মিলিয়ে তাই অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, মিসরে কি আরেকটি বিপ্লব আসন্ন? এই প্রশ্ন আরও জোরালো করেছেন মিসরের সামরিক বাহিনীর প্রধান ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল ফাত্তাহ আল-সিসি নিজেই। তিনি সম্প্রতি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, রাজনৈতিক শক্তিগুলোর দ্বন্দ্বের কারণে মিসরের রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে।

[প্রচলিত দলীয় গণতন্ত্র কখনোই কোন দেশে স্থিতিশীলতা আনতে পারে না, মিসর সহ প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশ তার বাস্তব প্রমাণ। অতএব এসব থেকে তওবা করে দল ও প্রার্থীবিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতিতে ফিরে আসুন (স.স.)]

বিক্ষোভে উত্তাল তিউনিসিয়া

বিরোধীদলীয় এক নেতাকে হত্যার ঘটনা নিয়ে আবার উত্তাল হয়ে উঠেছে তিউনিসিয়া। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের জের ধরে দেশটির প্রধানমন্ত্রী হামাদি জাবালি রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা নেই, এমন দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। তবে তার এই পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করেছে দেশটির ক্ষমতাসীন দল আন-নাহযাহ পার্লামেন্ট সদস্যরা। উল্লেখ্য, আরব বসন্ত নামের গণ-আন্দোলনে ২০১১ সালে তিউনিসিয়ার দীর্ঘদিনের শাসক বেন আলীর পতন হয়। ঐ গণ-আন্দোলনের পর থেকে এ পর্যন্ত দেশটিতে অস্থিরতা অব্যাহত থাকলেও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা এটাই প্রথম, যা পরিস্থিতিকে চরমভাবে উত্তপ্ত করে তুলেছে।

[বিচার-বিবেচনা বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিদের পরামর্শ ভিত্তিক শাসন ব্যতীত গণআন্দোলন নামক মাথা গরম লোকদের মাধ্যমে কোন দেশেই শান্তি ও স্থিতি আসতে পারে না। বরং হিংসা কেবল হিংসা আনয়ন করে। অতএব ফিরে এসো ইসলামী পথে (স.স.)]

অভিজাত পোষাক তৈরীর প্রতিশ্রুতি
মোঃ সাইফুল ইসলাম
স্বত্বাধিকারী
লর্ডস টেইলার্স এন্ড ফেব্রিকস্
LORDS TAILORS & FABRICS
১০০, দ্বিতীয় তলা (দক্ষিণ সারি), নিউ মার্কেট, রাজশাহী-৬১০০
ফোন: ৮১১২১৫।
মোবা : ০১৭১৬-৩০৭২৮৮, ০১৫৫৬-৩১৯২৭৪।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কোমল পানীয় দাঁতের ক্ষতি করে

কোমল পানীয় হ'লেও তা দাঁতের ক্ষয়সহ বিভিন্ন রকম ক্ষতির কারণ হ'তে পারে। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার একদল চিকিৎসক এ ধরনের তথ্য দিয়েছেন। মিষ্টি পানীয় বিশেষত কোমল পানীয় সেবনকারী শিশুদের ওপর তারা গবেষণাটি চালিয়েছিলেন। তারা বলেন, এসব মিষ্টি পানীয় বিশেষ করে কোমল পানীয় শিশু ও বয়স্কদের দাঁতে রোগের সৃষ্টি করে। তারা বলেন, শিশুদের কোমল পানীয় খাওয়ানোর পরিবর্তে ফ্লুরাইডেট ওয়াটারে অভ্যস্ত করা উচিত। ফলে তাদের দাঁতের উন্নতি হবে।

চুল প্রতিস্থাপনে রোবট!

যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে একটি রোবট মানুষের টাক মাথায় চুল প্রতিস্থাপনের কাজ শুরু করেছে। রোবটের সাহায্যে চুল প্রতিস্থাপনকারী ইউরোপের প্রথম ব্যক্তি হ'লেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান জিয়ারিং মেডিকেলের স্থানীয় কর্মী প্যাট্রিক শ। যন্ত্রের সাহায্যে চুল প্রতিস্থাপনের ধারণাটির প্রবক্তা মার্কিন সার্জন ক্রেইগ জিয়ারিং বলেন, সার্জনের শৈল্পিক চিন্তার সঙ্গে যন্ত্রের দক্ষতা ও দৃঢ়তার সমন্বয়ে রোবটটি তৈরী করা হয়েছে। এটি সফলভাবে এবং মানব সার্জনের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি হারে চুল প্রতিস্থাপনে সমর্থ হয়েছে।

এবার ব্যাটারীতে চলবে ফেরী : ১০ মিনিটেই রিচার্জ

নরওয়েতে বিশ্বের প্রথম ব্যাটারীচালিত ফেরী নির্মাণ করা হচ্ছে। জিরোক্যাট নামের নৌযানটিতে মোট ১২০টি মোটরগাড়ি ও ৩৬০ জন যাত্রী ধারণ সম্ভব হবে। এছাড়া ফেরীটির ব্যাটারী পুরোপুরি রিচার্জ হয়ে যাবে মাত্র ১০ মিনিটেই। ২০১৫ সালের মধ্যেই যাত্রী পরিবহন শুরু করবে জিরোক্যাট। পারাপারে সময় লাগবে ৩০ মিনিটেরও কম। স্থানীয় জাহায নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফিয়েলস্ট্র্যান্ড ঐ ফেরীটির নকশা তৈরী করেছে। ব্যাটারীর ব্যাপারে প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান সিমেন্স। ২৬২ ফুট দীর্ঘ জিরোক্যাটে থাকবে ৮০০ কিলোওয়াট ক্ষমতা ও ১১ টন ওজনের একটি ব্যাটারী। তবে ফেরীটির ওজন হবে বর্তমানে প্রচলিত ফেরীর অর্ধেক।

মহাবিশ্বের বৃহত্তম আকৃতি আবিষ্কার

এ পর্যন্ত জানা মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় 'আকৃতি' আবিষ্কার করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। আবিষ্কৃত এই আকৃতিটি একটি কোয়াসার দলের ন্যায়, যার একপাশ থেকে অপরপাশ পর্যন্ত আলোর গতিতে অতিক্রম করতে ৪শ' কোটি বছর লেগে যাবে। যুক্তরাজ্যের সেন্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক এ আবিষ্কার করেছেন। বিশাল এই আকৃতি আলবার্ট আইনস্টাইনের বিশ্ব সম্পর্কিত অনুমানকেও চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। আইনস্টাইনের ঐ অনুমানে ধরে নেওয়া হয়েছে, এই মহাবিশ্বের যে কোন বিন্দু থেকে তাকালে বিশ্বকে একই রকম দেখাবে। নতুন আবিষ্কৃত বৃহৎ কোয়াসার দলটির একটি পাশের দৈর্ঘ্য ৫শ' মেগাপার্সেক (৩৩ লাখ আলোকবর্ষে এক মেগাপার্সেক)। গবেষক দলের প্রধান রজার ক্লউয়েস বলেছেন, 'এলজিকিউ-এর মাপ নির্ধারণ করা খুব জটিল হ'লেও আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এটি আমাদের জানা মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় আকৃতি।' তিনি বলেন, 'এটি দারুণ উত্তেজনার বিষয়, কারণ এটি মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জানা ধারণার বিপরীত।' উল্লেখ্য, আইনস্টাইনের সময় থেকে এখন পর্যন্ত বড় কোন চ্যালেঞ্জ ছাড়াই তার বিশ্ব সম্পর্কিত অনুমানটি ব্যাপকভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে।

বুকের দুধ খাওয়ালে মায়ের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে

বুকের দুধ খাওয়ালে মায়ের ডিম্বাশয়ে ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দুই-তৃতীয়াংশ কমে যায়। সন্তানকে যত বেশী দুধ খাওয়ানো হবে ততই ক্যান্সারের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে উঠবে। এক সমীক্ষার ভিত্তিতে নতুন এ তথ্য দিয়েছেন গবেষকরা। এর আগে অনেক গবেষণায় দেখা গেছে, সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ালে মায়ের স্তন ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়। গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন, যেসব মায়ের তিনটি সন্তান আছে এবং তাদের গড়ে ১৩ মাস বুকের দুধ খাইয়েছেন, তাদের ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা প্রায় ৯১ শতাংশ হ্রাস পায়। ডিম্বাশয় ক্যান্সারকে 'নীরব ঘাতক' বলা হয়। সাধারণভাবে এ রোগের উপসর্গ বা আলামত বোঝা যায় না এবং রোগটি যখন ধরা পড়ে ততক্ষণে ক্যান্সারের বেশ বিস্তার ঘটে যায়।

[আল্লাহ্‌র বিধান মতে জন্মের পর দু'বছর পর্যন্ত সন্তানকে তার মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে। এটা সন্তানের অধিকার। কিন্তু আজকালকের মায়েরা কথিত সৌন্দর্য রক্ষার দোহাই দিয়ে নিজের সন্তানকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। ফলে তাদের উপর নেমে আসে এই এলাহী গযব। এক্ষণে মায়েরা সাবধান হবেন কি? (স.স.)]

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৩-এর সাফল্য কামনায়

OHL

OASIS HOLDINGS LIMITED

32/3, Sher Shah Suri Road
Mohammadpur, Dhaka-1207
Mobile : 01730031977, 01713426886
Phone : 8118972, 9124720
e-mail : ohlimited@gmail.com

একটি নির্ভরযোগ্য অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন

সকল বিষয়ে মধ্যপন্থী হউন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

গাযীপুর, ১৮ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে মণিপুর হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সকলের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সমাজে শৈথিল্যবাদী ও চরমপন্থী দু'দল মানুষের আধিক্য দেখা যায়। অথচ মুসলমানকে মধ্যমপন্থী জাতি হিসাবে উত্থান ঘটানো হয়েছে। তিনি বলেন, সকল বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শই আমাদের জন্য মানদণ্ড। তিনিই সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ আমাদেরকে সে পথেরই সন্ধান দেয়। তাই সকলকে সমবেতভাবে আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। একাকী ভাল হবার কোন অবকাশ নেই।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব ও যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ।

যুবসংঘ

প্রশিক্ষণ

তোমরা আল্লাহ্র পথে সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ কর

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য ভিতরে-বাইরে ষড়যন্ত্র শুরু থেকেই ছিল, আজও আছে। অতএব সবইকে সচেতন থাকা কর্তব্য। সাথে সাথে নিজেদেরকে ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হওয়া অপরিহার্য। কারণ ঈমানী শক্তি না থাকলে আল্লাহ্র সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়।

'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল।

দো'আ ও সংবর্ধনা

তোমরা সুবাসিত ফুলের মত সমাজে সুগন্ধি বিতরণ কর

-বিদায়ী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৪ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-ঘটিকায় দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর দাখিল ও আলিম পরীক্ষার্থীদের জন্য দো'আ ও নবাগত ছাত্রদের সংবর্ধনা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে এই প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য এই যে, এখানে শিরক ও বিদ'আতের দুর্গন্ধ নেই। এখানে প্রচলিত জাহেলী সমাজের নোংরামি নেই। এখানে কেবলি চেষ্টা আছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জান্নাতী জীবন গড়ার। হে আমাদের সন্তানেরা! জীবনের যে স্তরেই তোমরা থাক না কেন, এ আদর্শ কখনো হাতছাড়া করো না।

মাদরাসার অধ্যক্ষ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সদস্য ডা. ইদরীস আলী ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য এবং মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অভিভাবকদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল ও শিক্ষকদের পক্ষে মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী। বিদায়ী ছাত্রদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখে আবূ সাঈদ (আলিম পরীক্ষার্থী) ও যিয়াউর রহমান (দাখিল পরীক্ষার্থী)। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে হিফয বিভাগের ছাত্র আবূ মূসা এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে দাখিল পরীক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ও হিফয বিভাগের ছাত্র হাবীবুল্লাহ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও অত্র মাদরাসার সহকারী শিক্ষক নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ ও অভিভাবক ও ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইসলাম হৌক তরুণ সমাজের জাগরণের চেতনা

-রাবি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আমীরে জামা'আত

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১০ ফেব্রুয়ারী রবিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্বপার্শ্বস্থ মিলনায়তনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাগত ছাত্রদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এক ধরনের অন্ধ আবেগ-উচ্ছ্বাস আজকের তরুণ সমাজকে গ্রাস করেছে। তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপনের ফলে আজ জাতীয় জীবনে মিথ্যা, দুর্নীতি, অপরাজনীতি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তরুণ সমাজকে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'তে হবে এবং সকল বাতিল মতাদর্শ পরিত্যাগ করে ইসলামের অবিমিশ্র আদর্শকেই জাগরণের একমাত্র চেতনা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মেছবাহুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সৈয়দ আবূ আব্দুল্লাহ।

কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৭ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া প্রাঙ্গণে 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে **'কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা'** অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও 'সোনামণি'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-**

গালিব। প্রধান অতিথি মহোদয় সোনামণি সংগঠনকে মানুষ গড়ার সূতিকাগার হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, 'সোনামণি' বাংলাদেশের একটি অনন্য শিশু-কিশোর সংগঠনের নাম। শিশু-কিশোরদের পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গড়ে তোলার নিয়তেই আমরা ১৯৯৪ সালে এটা শুরু করেছিলাম। তিনি বলেন, একটি সমাজ পরিবর্তন করতে গেলে সর্বাগ্রে সমাজের মানুষের আক্বীদা পরিবর্তন করতে হয়। আর আক্বীদা পরিবর্তনের সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র হ'ল শিশু-কিশোররা। তিনি বলেন, যেভাবে আমাদের সন্তানদেরকে আক্বীদা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চলছে তার বিরুদ্ধে রূখে দাঁড়ানো আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব।

তিনি বিভিন্ন শিশু সংগঠনের পার্থক্য বর্ণনা করে বলেন, রাজনৈতিক নেতারা আমাদের সন্তানদেরকে নিয়ে তাদের লাঠিয়াল বানাচ্ছে। ছোট থেকেই তাদের মুখ দিয়ে মুরব্বীদের গালি দেওয়ানো হচ্ছে। আল্লাহ ও রাসূলের নাম ভুলিয়ে দিচ্ছে ও নেতাদের নামে শ্লোগান শিখাচ্ছে। তিনি বলেন, নষ্ট সমাজের সুন্দর ছেলেটি দুষ্টু হয়েই গড়ে উঠবে। সুন্দর সে কখনোই হ'তে পারবে না। তাই পরিবার ও সমাজকে সুন্দর করা আমাদের প্রত্যেকের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। তিনি উপস্থিত শিক্ষক মন্ডলীর উদ্দেশ্যে বলেন, বইয়ের পৃষ্ঠা পড়ানো আপনাদের একমাত্র দায়িত্ব নয়। আদর্শ সন্তান গড়াই আপনাদের প্রধান দায়িত্ব। তিনি কৃতি ছাত্রদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এ+ তোমাদের খাতায় লেখার বিনিময় মাত্র। এটা তোমাদের দুনিয়াবী পুরস্কার। আমরা চাই তোমরা আখেরাতে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিকারী হও। পরিশেষে তিনি সোনামণিদেরকে সত্যিকারের সোনামণি হওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ, বযলুর রহমান, মহানগরী পরিচালক আতাউল্লাহ সহ মহানগরী ও মারকায এলাকার বিভিন্ন দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠানে মহানগরীর ১২টি স্কুল ও মাদরাসা থেকে আগত এ ও এ+ পাওয়া ১১০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়।

ইসলাম ও রাসূল (ছাঃ)-কে নিয়ে ব্যঙ্গকারী নাস্তিকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন

-মুহতারামা আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি ইসলাম ও বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নিয়ে ব্লগসাইটে করা ব্যঙ্গ ও কটূক্তির তীব্র নিন্দা জানান এবং ব্যঙ্গকারী নাস্তিকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, ইসলাম ও ইসলামের নবী (ছাঃ)-কে নিয়ে ব্যঙ্গ ও কটূক্তি দেশের বিভিন্ন স্থানে যে হারে বর্তমান সরকারের আমলে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে জনগণ ক্রমেই নিশ্চিত হতে যাচ্ছে যে, এ সরকার ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। নইলে মুসলমানের সন্তান হয়ে ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে অশ্রাব্য ও অকথ্য মন্তব্যের পরেও মন্ত্রীপরিষদ ও দলনেতারা এবং এক শ্রেণীর হলুদ পত্রিকা ও কলামিস্টরা যেভাবে তাকে নগ্নভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে, তাতে বিস্ময়ে হতবাক হ'তে হয়। তিনি সরকারের নিকট প্রশ্ন রেখে বলেন, ঐরূপ কটূক্তি যদি কেউ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বা তার পিতা শেখ মুজিবের নামে করে, তাকে কি মন্ত্রী ও নেতারা সমর্থন দিবেন? তিনি বলেন, আমরা এইসব নোংরা লোকদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করছি এবং এদের ও এদের মদদদাতাদের জন্য হেদায়াত অথবা তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত এলাহী গযবের প্রার্থনা করছি।

প্রবাসী সংবাদ

সিঙ্গাপুর : ১১ই ফেব্রুয়ারী '১৩ সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে সিঙ্গাপুর জাতীয় সুলতান জামে মসজিদে এক তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করা হয়। সিঙ্গাপুর শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ মোয়াযযেম হোসেন (বগুড়া)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় দরসে কুরআন দেন মুহাম্মাদ শফিক (নরসিংদী) এবং দরসে হাদীছ পেশ করেন মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম (দিনাজপুর)। এছাড়া বক্তব্য রাখেন মুহাম্মাদ মাযহারুল ইসলাম (পটুয়াখালী), মুহাম্মাদ মোয়াযযেম (কুমিল্লা), মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম (কুমিল্লা), আব্দুল মতীন (বি-বাড়িয়া) প্রমুখ, অনুষ্ঠানে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন- (১) হাসান (টাঙ্গাইল) (২) সাইফুল (কুমিল্লা) (৩) মুহাম্মাদ রকীবুল ইসলাম (বগুড়া) (৪) আব্দুল্লাহ আল-কাফী (টাঙ্গাইল)। উল্লেখ্য যে, উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত মোট ৩৬ জন প্রবাসী ভাই নতুন আহলেহাদীছ হন। *ফালিল্লাহিল হামদ*। সকাল ১০ থেকে এশা পর্যন্ত এক টানা অনুষ্ঠান চলে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন আব্দুল মুকীত (কুষ্টিয়া)।

আমরা নতুন ভাইদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং তাঁদেরকে আক্বীদা ও আমলে মযবূত থাকার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি (স.স.)]

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সভাপতি কাযী মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহ্হাব (৪৭) গত ২৯ জানুয়ারী রোজ মঙ্গলবার দুপুর সোয়া ১-টায় কুষ্টিয়া শহরে নিজ বাসভবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় মাতা, স্ত্রী ও ৪ ছেলে রেখে যান। ঐ দিন রাত ৯-টায় শহরস্থ জয়নাবাদ মণ্ডলপাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর অছিয়ত মোতাবেক জানাযায় ইমামতি করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসায়েন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুফাক্ষার হোসাইন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান, ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইন এবং যেলা 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ। তাঁকে ছেউড়িয়ায় পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, জনাব আব্দুল ওয়াহহাব ২০০৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে আহলেহাদীছ আক্বীদা গ্রহণ করেন। অতঃপর কুষ্টিয়া-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হিসাবে বিগত দুই সেশন দায়িত্ব পালন করেন। 'আহলেহাদীছ' হওয়ায় স্থানীয় বিদ'আতীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং এক পর্যায়ে ২০১০ সালে তাঁকে মসজিদে যেতে নিষেধ করে দেয়। ফলে তিনি নিজ বাড়ীতে পৃথকভাবে জামা'আত সহকারে ছালাত আদায় শুরু করেন। ৩/৪ মাস পর পুনরায় সমঝোতা হয় এবং তিনি মসজিদে ফিরে যান। জনাব আব্দুল ওয়াহ্হাব আক্বীদার দিক থেকে এতটাই মযবূত ছিলেন যে, মৃত্যুর পূর্বে তিনি অছিয়ত করে যান যে, কোন বিদ'আতী যেন তার লাশ না ধরে, গোসল না দেয় এবং বিদ'আতীদের গোরস্থানেও যেন তাকে দাফন না করা হয়। সে কারণ নিজ অর্থে ক্রয়কৃত ১০ কাঠা জমি তিনি পারিবারিক গোরস্থানের জন্য বরাদ্দ করে যান। অবশেষে সেখানেই তাঁকে প্রথম দাফন করা হয়। তিনি গত বছরে পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন এবং কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইনের সাথে 'আন্দোলন'-এর প্রোগ্রামে জেদ্দা সফর করেন ও সেখানে আয়োজিত প্রবাসীদের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

আত-তাহরীক-এর আহ্বান

ইসলামের খিদমতে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুখপত্র মাসিক **আত-তাহরীক**। এটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার। এজন্য অপরিমেয় কৃতজ্ঞতা জানাই পরম করুণাময় আল্লাহ্র দরবারে। এরপর গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই এর প্রতিষ্ঠাতা **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** মহোদয়কে। আরও কৃতজ্ঞতা জানাই যারা এই মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে এর সঙ্গী হওয়ার ব্রত গ্রহণ করেছেন।

আত-তাহরীক মানুষকে ডাকে হক্বের দিকে, আল্লাহ্র দিকে, যে পথ সত্য-সুন্দর ও কল্যাণের সে পথের দিকে। কে কখন কিভাবে এর ডাকে বা আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন, তা অজ্ঞাত। তবে যে কেউ, যে কোন সময়ে এর ছোঁয়া লাভ করেছেন তিনি একে সাদরে ও সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছেন। এর সুফল নিয়ে আলোচনা করেছেন পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে, বন্ধু মহলে, আত্মীয়-স্বজনের মাঝে, আরও অনেক জায়গায়। বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই ও বহু প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে আত-তাহরীক তার লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলেছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত ও তথ্য সমৃদ্ধ এর প্রতিটি লেখায় থাকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও রিসালাতের অমূল্য শিক্ষা।

আত-তাহরীক-এর সম্পাদক মণ্ডলী, লেখকবৃন্দ ও পাঠক সবাই একই আদর্শের অনুসারী। তারা তাওহীদ ও রিসালাতের প্রচার-প্রসারে নিবেদিতপ্রাণ। তারা সবাই একই প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ তথা দ্বীন প্রচারের বলিষ্ঠ সৈনিক। এই নির্মোহ, নিষ্কাম শ্রমটুকু প্রদানে কেউই কার্পণ্য করেন না, বরং সকলেই স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে এবং আল্লাহ্র সন্তোষ ও সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় তা ব্যয় করেন। বিশেষ করে এর এজেন্ট ও গ্রাহকদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। আত-তাহরীক-এর দ্রুত সম্প্রসারণে ও প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধিতে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। আমার ধারণা এজেন্টগণ আত-তাহরীক-এর গ্রাহক বা পাঠক সংগ্রহে ব্যর্থ হননি, বরং অনেকেই নিয়মিত গ্রাহক বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন। কারণ আত-তাহরীক গভীর মনোযোগে যে পড়েছে, সেই এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, গ্রাহক ও পাঠক হয়েছে। ফলে অনেক দুর্বল মানুষও আত-তাহরীকের ছত্রছায়ায় এসে সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে। অনুপ্রেরণা লাভ করেছে স্বীয় ঈমান-আমল সংশোধনের।

অবশ্য আত-তাহরীক-এর সম্পাদকমণ্ডলী ও পরিচালনা পরিষদের নিঃস্বার্থ ও নিবিড় তৎপরতা, আন্তরিকতাপূর্ণ কর্মকাণ্ড ও প্রচেষ্টায় পত্রিকাটি ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র দেশময় ও দেশের বাইরেও। মাত্র ২০০০ (দুই হাযার) কপি নিয়ে যার যাত্রা শুরু, তার প্রচার সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে তেইশ হাযারে উন্নীত হয়েছে। *ফালিল্লাহিল হামদ*। আমরা আশা করি দ্রুততম সময়ে আত-তাহরীক-এর প্রচার সংখ্যা ৫০ (পঞ্চাশ) হাযারে পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ১৩টি দেশে আত-তাহরীক পৌঁছে যাচ্ছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারাবিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে এটি পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। তাই আমরা বলতে পারি আত-তাহরীক-এর নির্ভেজাল দাওয়াত পৌঁছে যাচ্ছে বিশ্বময়।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণীকেই উপজীব্য করে ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয় আত-তাহরীক-এর পথচলা। সেই থেকে অদ্যাবধি তার চলার গতি থেমে যায়নি, শ্লথ হয়নি, অব্যাহত আছে এবং থাকবে অনন্তকাল এটাই আমাদের একান্ত প্রত্যাশা। আল্লাহ্র কাছে দো'আ করি, আল্লাহ আত-তাহরীককে কবুল করুন এবং এর চলার পথকে সুগম ও নিষ্কণ্টক করুন, নিরন্তর হক্বের পথে একে জারী রাখুন।- আমীন!

ধর্মের নামে অধর্ম

জুম'আর ছালাতের জন্য বাসা থেকে বের হয়ে আম চত্বরের দিকে যাচ্ছিলাম। নওদাপাড়া বাজারের নিকটে আসতেই দেখি ট্রাক ও মোটর সাইকেলের বহর। ট্রাকের আরোহী উঠতি বয়সের তরুণ এবং সাথে দু'একজন টুপি-দাড়িওয়ালা মানুষ। সহসা মনে পড়ে গেলো আজ ১২ই রবীউল আওয়াল। এজন্য এই মিছিলের আয়োজন। মহানবী (ছাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা নিবেদনের নবোদ্ভাবিত প্রয়াস। ওরা নাম দিয়েছে 'ঈদে মীলাদুন্নাবী'। এদিনটি তাদের ভাষায় সকল ঈদের সেরা ঈদ। ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর-এর চেয়ে এই ঈদের মাহাত্ম্য অনেক বেশী বলে তারা মনে করে। যদিও এগুলি বিদ'আত বৈ কিছুই নয়। কিন্তু তারা বোঝে না বা মানে না যে, এটি একটি নিকৃষ্ট বিদ'আত, যা ইসলাম সমর্থন করে না। এটি ধর্মের নামে প্রকাশ্য অধর্ম। এ সকল অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড দেখে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ভ্রান্তির বেড়াজালে বেড়ে উঠছে নানা রকম প্রশ্নবিদ্ধ মন ও মানসিকতা নিয়ে।

কিছুদিন পূর্বে আমাদের বাড়ির পার্শ্বে জনৈক উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোক বাড়ি তৈরী করলেন। বাড়ি তৈরী সম্পন্ন হ'লে তিনি আমার বাসায় দাওয়াত দিতে আসলেন। বললেন, আগামীকাল আমার বাড়ি উদ্বোধন করা হবে। এ উপলক্ষে একটি মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছি। অবশ্যই আসবেন। ভদ্রলোককে যথেষ্ট বুঝালাম, মীলাদ মাহফিল করা বিদ'আত। তিনি বললেন, এটি তো তেমন খারাপ নয়। আমি যতই বুঝালাম, তিনি কিছুতেই বুঝতে চাইলেন না, বরং ঘটে গেল উল্টা। সে দিনের পর থেকে তিনি আমার সাথে সালাম-কালাম পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। এভাবেই চলছে ইসলামের নামে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড।

আরেক দিনের ঘটনা সেদিন ছিল তথাকথিত শবেবরাতের দিন। প্রতিদিনের মত সকাল বেলা গৃহ পরিচারিকা বাসায় প্রবেশ করে কোন আয়োজন না দেখে অবাক বিস্ময়ে বলল, একি আপনাদের বাসায় হালুয়া রুটি তৈরী হবে না? আমরা জবাবে বললাম, না, এগুলো করা ঠিক নয়। তখন সে রাগত স্বরে বলল, আপনাদের ধার্মিক বলেই জানি। অথচ আজ শবেবরাত পালন করবেন না? আমরা তাকে বার বার বুঝাতে চাইলাম যে, এটি একটি বিদ'আত, ইসলাম একে সমর্থন করে না ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত সে আমাদের প্রতি এক মন্তব্য ছুড়ে দিল, আমরা নাকি গণ্ডমূর্খ, বক ধার্মিক। একজন অশিক্ষিত কাজের মহিলা। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতও পড়ে না। এ ব্যাপারে তার কোন মাথা ব্যথাও নেই। অথচ শবেবরাতের মত বিদ'আতী অনুষ্ঠান পালনের জন্য সে মরিয়া। এরকম শত শত অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড সমাজে চালু আছে ইসলামের নামে, ধর্মের ছদ্মাবরণে। এসব নোংরা বিদ'আতী ক্রিয়াকলাপ থেকে আমাদের যেমন বিরত থাকতে হবে, তেমনি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বাঁচাতে হবে বিদ'আতের মরণ ছোবল থেকে। শুধু তাই নয়, সঠিক ইসলামকে সকলের মাঝে পৌঁছে দিয়ে ইসলাম বিরোধী সকল অপকর্ম বন্ধ করতে হবে। আর একাজটিই করছে মাসিক আত-তাহরীক। বহু দুর্গম পথ মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে এ আপোষহীন মাসিক পত্রিকা। সমাজ সংস্কারের ব্রত নিয়ে ধর্মের নামে সকল অধর্মের মূলোৎপাটন করে সঠিক ধর্মবিশ্বাস ও কর্ম প্রচার করছে। অতএব হে আত-তাহরীক! তুমি এগিয়ে চল, দুনিয়ার হক্ব পিয়াসী মানুষ আছে তোমার সাথে। বিশ্বে হাযারো হক্ব সন্ধানীর অকৃত্রিম দো'আ ও ভালবাসা তোমার চলার পথকে করে দেবে নির্বিঘ্ন-নিষ্কণ্টক। তোমার জন্য প্রভুর সকাশে আমাদের হৃদয় নিংড়ানো দো'আ, আল্লাহ তুমি আত-তাহরীককে কবুল কর; একে দীর্ঘজীবি কর- আমীন!!

মুহাম্মাদ মুবীনুল ইসলাম
প্রভাষক, আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রী কলেজ
মোহনপুর, রাজশাহী।

মহানগর প্রিন্টিং প্রেস

মুদ্রণ শিল্পে অনন্য প্রতিষ্ঠান

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৩ সার্বিক সফল্য কামনা করি।

কুমারপাড়া, রাজশাহী-৬১০০। ফোন : ০৭২১-৭৭৬২৯৪

ইমাম প্রিন্টিং প্রেস

মুদ্রণ শিল্পে অনন্য প্রতিষ্ঠান

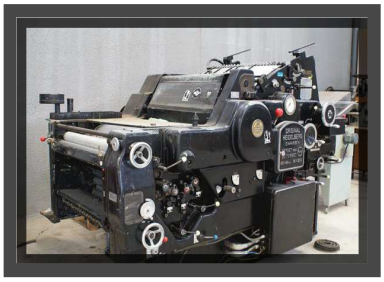

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৩ সফল হোক!

কাদিরগঞ্জ, গ্রেটার রোড, কদমতলা, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৮১০১৯১, মোবাইল : ০১৭১৮-৮৩৯৬৭৮

মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রোপ্রাইটর

বিউটি বুক বাইন্ডার্স

এখানে অত্যাধুনিক মেশিন দ্বারা ক্যালেন্ডার ফিটিং, স্পাইরাল ক্যালেন্ডার স্পাইরাল প্যাড, বই খাতা, ম্যাগাজিন মেশিন দ্বারা গাম বাঁধাই করা হয়।

তুলাপট্টি, গণকপাড়া, ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।
মোবাইল ঃ ০১৭১৮-৯৯৩৪১৭, ০১৯২৬-৪৩৯১১২, ০১৮৪৩-৮২৯২৩৩

আলো ইলেকট্রিক ডেকোরেটর

এখানে যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, মাইক, লাইটিং, ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায় এবং সর্বপ্রকার খাবার সরবরাহ করা হয়।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৩ সফল হোক

রাণীবাজার (ভাংড়িপট্টির সন্নিকটে)
রাজশাহী।মোবাইল : ০১৭১১-১১৭০৬৮

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২০১) : ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য যে ইনসুলিন দেওয়া হয়, তাতে শূকরের কোষ থেকে গৃহীত উপাদান রয়েছে। এক্ষণে উক্ত ঔষধ গ্রহণ করা যাবে কি?

-আলী হাসান
সারিয়াকান্দী, বগুড়া।

উত্তর : হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করো না *(ছহীহুল জামে' হা/১৭৬২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৩৩)*। তবে নিরুপায় অবস্থায় জীবন রক্ষার্থে হারাম বস্তু দ্বারা তৈরীকৃত ঔষধ সেবন করা যেতে পারে *(সূরা আন'আম ১১৯)*। উল্লেখ্য যে ১৯২২ সালে প্রথম ইনসুলিন আবিষ্কার হয়। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ইনসুলিনের উপাদানসমূহের কিছু অংশ গরু ও শূকরের কোষ থেকে গ্রহণ করা হ'ত। কিন্তু বর্তমানে জেনেটিক কৌশলের মাধ্যমে ন্যাচারাল ইনসুলিন তৈরী করা হয়। সুতরাং ইনসুলিনকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহারে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (২/২০২) : ছাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ) কি অহী লেখক ছিলেন? তিনি কখন, কোথায় এবং কি পরিস্থিতিতে মারা যান? বলা হয়ে থাকে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর তিরোধানের পর খিলাফত দাবী করায় ওমর (রাঃ) তাকে হত্যা করেন। তাঁর জীবনী বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুবকর ছিদ্দীক, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থে ৫৩ পৃষ্ঠার দীর্ঘ আলোচনায় বলেন, তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত জ্ঞানী ও দূরদর্শী ছাহাবীগণের অন্যতম। তিনি ৬০টি হাদীছ বর্ণনা করেন। যার মধ্যে ৪টি ছহীহ বুখারী ও ৩টি মুসলিমে এসেছে। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইবনু আব্বাস, আনাস, আবুত তোফায়েল প্রমুখ বিখ্যাত ছাহাবীগণ। তিনি ইরানের ইস্ফাহান নগরীর 'জাই' নামক গ্রামে এক অগ্নিপূজক পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে তাঁকে ঘরের মধ্যে লোহার শৃংখলে আবদ্ধ করে রাখা হয়। কিন্তু একদিন শাম (সিরিয়া) থেকে একটি খৃষ্টান ব্যবসায়ী কাফেলা এসেছে জানতে পেরে তিনি গোপনে শিকল ভেঙ্গে তাদের সাথে শামে চলে যান। সেখানে তিনি সেখানকার প্রধান পাদ্রীর সেবক হন। কিন্তু তিনি দেখতে পান যে, পাদ্রী সবাইকে ছাদাক্বা করতে বলেন। অথচ তা জমা হ'লে নিজে আত্মসাৎ করেন। তিনি তা থেকে অভাবগ্রস্তদের দান করেন না। অথচ তাঁর কাছে তখন ৭ কলস সোনা ও রূপা সঞ্চিত ছিল। এতে তিনি বিরূপ হয়ে পড়েন। এসময় পাদ্রী মারা গেলে ভক্তদের তিনি সব বলে দেন। এতে লোকেরা তাকে দাফন না করে তার লাশ শূলে চড়ায় ও পাথর মারতে থাকে। পরে তিনি অন্য পাদ্রীর কাছে গমন করেন। সেখানে তিনি জানতে পরেন যে আখেরী যামানার নবী আগমনের সময় হয়ে গেছে। তিনি তেহামার পাহাড় থেকে বের হবেন ও খেজুর বাগিচার দিকে হিজরত করবেন। তাঁর স্কন্ধদেশে নবুঅতের মোহর থাকবে। তিনি হাদিয়া খাবেন। কিন্তু ছাদাক্বা খাবেন না। তুমি সম্ভব হ'লে সেখানে হিজরত কর। ইতিমধ্যে একটি আরব কাফেলা আসে। তিনি তাদের সাথে মদীনায় গমন করেন। কিছুদিনের মধ্যেই রাসূল (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। অতঃপর তিনি তাঁর লক্ষণসমূহ দেখে চিনে ফেলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

তিনি অহি লেখক ছিলেন না। তাঁর বয়সের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ৩৫০ অথবা ২৫০ বছর বেঁচে ছিলেন। জীবনীকার ইমাম যাহাবী বলেন, আমি নিজেও তারীখে কাবীরে একথা লিখেছি। কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, ওটা সঠিক ছিল না। বরং এটাই সঠিক যে, তাঁর বয়স মাত্র ৮০ অতিক্রম করেছিল। সম্ভবতঃ ৪০ বছর বা তার কম বয়সে তিনি হেজায আগমন করেন। তিনি ওমর (রাঃ) কর্তৃক ১৬ হিজরীতে মাদায়েন বিজয়ে প্রেরিত সেনাদলের আমীর ছিলেন। ৩৫ বা ৩৬ হিজরীর প্রথম দিকে তিনি ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/৫০৫-৫৫৭)*। খেলাফত দাবী করায় তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল এই বক্তব্য ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (৩/২০৩) : জনৈক ব্যক্তি ইমাম হওয়ায় যুবতী মেয়েদেরকে বাধ্য হয়ে পড়াতে হয়। এক্ষণে কিভাবে পড়ালে শরী'আত সম্মত হবে?

-যিল্লুর রহমান
পাকুড়, ঝাড়খণ্ড, ভারত।

উত্তর : পুর্ণরূপে পর্দা করে মাহরাম সহ অথবা কয়েকজনকে এক সঙ্গে পড়ালে শরী'আত সম্মত হবে। কিন্তু কোন যুবতী মেয়ে পর্দা করলেও তাকে মাহরাম ব্যতীত একাকী পড়ানো যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন পরপুরুষ যদি কোন পরনারীর সঙ্গে নির্জনে মিলিত হয়, তাহ'লে সেখানে তৃতীয়জন উপস্থিত হয়, যার নাম শয়তান' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১১৮, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৪/২০৪) : আমি একটি মসজিদে বড় অংকের সহযোগিতা করি। কিন্তু সেখানে মীলাদ-ক্বিয়ামসহ যাবতীয় বিদ'আতী কার্যক্রম হয়ে থাকে। এক্ষণে উক্ত অর্থদানের জন্য কোন নেকী অর্জিত হবে কি?

-আবুবকর, পাংশা, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ জান্নাতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করবেন *(বুখারী হা/৪৫০; মুসলিম হা/৫৩৩)*। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে দান করে থাকলে তা নেকীর কাজ হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু মীলাদ-ক্বিয়ামসহ বিদ'আতী কর্মকাণ্ডকে উদ্দেশ্য করে দান করা হ'লে, গুনাহের কাজে সহযোগিতা বলে গণ্য হবে *(মায়েদাহ ২)*। এ সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। সম্ভব না হ'লে দান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অতএব দান করার পূর্বে সবকিছু যাচাই করতে হবে।

প্রশ্ন (৫/২০৫) : শরী'আত নির্ধারিত দণ্ড যেমন ১০০ বেত্রাঘাত, হস্তকর্তন ইত্যাদি শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে গেলে পরকালে আল্লাহ তা'আলা কি পুনরায় শাস্তি দিবেন?

-শরীফ আহমাদ
আশকোনা, দক্ষিণখান, ঢাকা।

উত্তর : ইসলামী আদালত কর্তৃক উক্ত দণ্ড কার্যকর হ'লে পরকালীন শাস্তির জন্য তা কাফফারা হয়ে যাবে *(বুখারী হা/১৮; মুসলিম হা/১৭০৯; মিশকাত হা/১৮)*।

প্রশ্ন (৬/২০৬) : কোন অমুসলিম বন্ধুর বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ ফারুক, ঢাকা।

উত্তর : সামাজিক কারণে অমুসলিমদের দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু তাদের যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া যাবে না *(বাক্বারাহ ১৭৩)*। তবে যেহেতু তাদের অনুষ্ঠানে অনৈসলামিক কার্যকলাপ হয়ে থাকে তাই এরূপ অনুষ্ঠানে যাওয়া বিরত থাকাই উচিত। উল্লেখ্য যে, তাদের সঙ্গে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন *(আলে ইমরান ২৮)*।

প্রশ্ন (৭/২০৭) : রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের পাশে ঈসা (আঃ)-এর কবরের স্থান সংরক্ষিত রয়েছে মর্মে কোন হাদীছ আছে কি?

-মুহাম্মাদ আলী ছিদ্দীকী
টিএন্ডডি কলোনী, মতিঝিল, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে যে সমস্ত বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সবগুলোই যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৫৬২; তিরমিযী হা/৩৬১৭; মিশকাত হা/৫৭৭২, 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৮/২০৮) : বাস বা ট্রেনে যেখানে ছালাতের কোন স্থান নেই এবং ক্বিবলা কোন্ দিকে তাও জানা যায় না। এরূপ অবস্থায় ছালাত আদায় করা যাবে কি? এছাড়া ছালাতের সময় অবশিষ্ট থাকতেই গন্তব্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনা থাকলে গাড়িতে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মাছূম, টোকিও, জাপান।

উত্তর : পরিবহনে ক্বিবলামুখী না হ'লেও চলবে *(বাক্বারাহ ২/২৩৮; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, ইরওয়া হা/৫৮৮; ইবনু মাজাহ হা/১০২০)*। অবশ্য ক্বিবলামুখী হয়ে ছালাত শুরু করা বাঞ্ছনীয় *(আবুদাঊদ হা/১২২৪-২৮; নায়ল ২/২৯১ পৃঃ)*। ছালাতের সময় অবশিষ্ট থাকতেই গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব হলে সেখানে গিয়ে ছালাত আদায় করবে *(বুখারী হা/৪০০)*। অথবা দুই ওয়াক্তের ছালাত জমা তাক্বদীম কিংবা জমা তাখীর করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মির'আত হা/১৩৪৮-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ, ৪/৩৯৬ পৃঃ; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১৪০, ১৮৮)*।

প্রশ্ন (৯/২০৯) : চার রাক'আত বিশিষ্ট সুন্নাত ছালাতের প্রতি রাক'আতেই কি অন্য সূরা মিলাতে হবে? না প্রথম দু'রাক'আতে মিলালেই যথেষ্ট হবে?

-মুহাম্মাদ আদনান
সেন্ট্রাল রোড, রংপুর।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ছালাত সিদ্ধ নয় সূরা ফাতিহা ব্যতীত। অতঃপর অন্য একটি সূরা' *(মুসলিম হা/৩৯৪, মিশকাত হা/৮২২)*। যেকোন ছালাতে ক্বিরাআতের এটাই হ'ল সাধারণ নিয়ম। তবে ফরয ছালাতগুলির শেষ দু'রাক'আতে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। যেমন যোহর ও আছরের ছালাতে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৮)*। এক্ষণে সুন্নাত-নফল সম্পর্কে পৃথকভাবে যেহেতু কিছু বর্ণিত হয়নি, সেহেতু প্রতি রাক'আতেই সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা মিলাতে হবে।

প্রশ্ন (১০/২১০) : হায়েযের রক্ত বন্ধ হওয়ার পর সহবাস করার জন্য গোসল কি আবশ্যক হবে? না ওযু বা কেবল পরিচ্ছন্ন হওয়ার মাধ্যমেই পবিত্রতা অর্জন করা যাবে?

-আবুল হোসায়েন মিয়া
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

উত্তর : হ্যাঁ গোসল আবশ্যক হবে *(বাক্বারাহ ২/২২২, দ্রঃ তাফসীর কুরতুবী)*। তার পূর্বে সহবাস করা জায়েয নয়।

প্রশ্ন (১১/২১১) : যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বাইরে পড়াশুনা করে, অথবা প্রবাসে থাকে, তারা কয়েকদিন বা কয়েকমাসের জন্য বাড়িতে আসলে ছালাত ক্বছর করতে পারবে কি?

-আমীনুল ইসলাম
কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।

উত্তর : সাময়িকভাবে অবস্থান করলে পারবে। কেননা মুক্বীম হওয়ার জন্য সর্বদা নিজের বর্তমান আবাসস্থলটিই ধর্তব্য, পূর্বের আবাসস্থল বা পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজনের আবাসস্থল নয়। রাসূল (ছাঃ) মদীনা থেকে মক্কায় হজ্জব্রত পালন করতে যেয়ে কছর করেছিলেন, যদিও তিনি পূর্বে মক্কারই অধিবাসী ছিলেন।

প্রশ্ন (১২/২১২) : আহলেহাদীছ আক্বীদায় বিশ্বাসী হয়ে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলিকে সমর্থন করা কি শরী'আতসম্মত হবে?

-আহমাদ
চৌমুহনী, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : যে কোন কথা, কর্ম ও ইবাদত ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক হলে তার বিরোধিতা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। প্রচলিত গণতন্ত্র সেরূপ একটি বিষয়।

প্রশ্ন (১৩/২১৩) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, পৃথিবী একদিন মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসবে। সেদিন ইহুদীরা প্রাণের ভয়ে গাছের আড়ালে লুকালে গাছও তাদেরকে ধরিয়ে দিবে। তবে একটি কাঁটাযুক্ত গাছের আড়ালে লুকালে তারা বেঁচে যাবে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-ওমর ফারূক
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক। তবে বেঁচে যাবে এ কথা নেই বরং উক্ত গাছটি তার পিছনে ইয়াহূদী লুকিয়ে থাকার বিষয়টি গোপন রাখবে *(বুখারী হা/২৯২৫, মুসলিম হা/২৯২২; মিশকাত হা/৫৪১৪)*। কাঁটাদার এই বৃক্ষটির নাম গারক্বাদ, যা সাধারণতঃ ফিলিস্তীনে হয়ে থাকে। ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে এখানে দাজ্জাল ও ইহুদীদের হত্যা করা হবে *(নববী, শরহে মুসলিম)*। উল্লেখ্য যে, মদীনার বাক্বী' গোরস্থানে গারক্বাদ নামে রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে যে বৃক্ষগুলি ছিল, বর্তমানে তার কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ঐ বৃক্ষের দিকে সম্বন্ধ করেই স্থানটিকে 'বাকী' গারক্বাদ' বলা হয়। এখানে ফাতেমা (রাঃ)-এর কবর থাকায় শী'আরা একে 'জান্নাতুল বাক্বী' বলে। যা বলা অন্যায়।

প্রশ্ন (১৪/২১৪) : জনৈক ব্যক্তি বিকাশ এবং ডাচ বাংলার মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট। গ্রাহক থেকে প্রতি ১০০০ টাকায় ২০ টাকা নগদ আদায় করে। এই ২০ টাকা সে, ব্যাংক ও সিম কোম্পানীর মাঝে সয়ংক্রিয় ভাবে ভাগ হয়ে যায়। এক্ষণে উক্ত লভ্যাংশ সূদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

-মাছূম ইকবাল
বাতামারা, বোরহানুদ্দীন, ভোলা।

উত্তর : উক্ত লভ্যাংশ সূদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তা পারিশ্রমিকের অন্তর্ভুক্ত। এটি টাকার বিনিময়ে টাকা গ্রহণ করা নয়। সুতরাং তা গ্রহণে বাধা নেই।

প্রশ্ন (১৫/২১৫) : বুখারীর ৩৮৪৯ নং হাদীছ রয়েছে, জাহেলী যুগে কিছু বানর একটি বানরকে ব্যভিচারের কারণে হত্যা করেছিল। এর দ্বারা অনুমিত হয় যে পশুদের মাঝেও রজমের বিধান রয়েছে। হাদীছটির বোধগম্য ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-গোলাম মুক্তাদির, বি.কে.রায় রোড, খুলনা।

উত্তর : এটি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ নয়। বরং আমর ইবনু মায়মূন আবু আব্দুল্লাহ কূফী *(মৃ : ৭৪ হিঃ)* নামক একজন জ্যেষ্ঠ তাবেঈ কর্তৃক বর্ণিত 'আছার'। ইমাম বুখারী 'আনছারগণের মর্যাদা' অধ্যায়ের ২৭ নং অনুচ্ছেদে নবুঅতপূর্ব যুগের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনার মধ্যে এ ঘটনাটি এনেছেন। তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন প্রাণী বানরের মধ্যে যে অন্য প্রাণীসমূহের চাইতে অধিকতর সতর্কতা ছিল, ঘটনাটি তার অন্যতম প্রমাণ। যেমন ঘোড়া সম্পর্কেও অনুরূপ ঘটনা জানা যায়। যে নিজের মায়ের উপর অপগত হয়ে তাকে চিনতে পারায় নিজের লিঙ্গ নিজে কামড়ে ছিন্ন করে ফেলে *(ফৎহুল বারী)*। এর মাধ্যমে 'রজম'টাই যে ব্যভিচারের স্বাভাবিক দণ্ড, সেটাও প্রমাণিত হয়। এ ঘটনার মধ্যে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

প্রশ্ন (১৬/২১৬) : জনৈক তাবলীগী ভাই বললেন, সরাসরি মন্দকর্মের বিরোধিতা করা থেকে বিরত থেকে মানুষকে শুধু ভালো কাজের দাওয়াত দিতে হবে, তাহ'লে তারা এমনিতেই মন্দকাজ ছেড়ে দিবে। উক্ত বক্তব্য গ্রহণযোগ্য কি?

-আমীনুল ইসলাম, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য শরী'আত সম্মত নয়। কারণ কুরআন ও হাদীছে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতে মুসলমানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে *(আলে ইমরান ১১০, তাওবাহ ৭১, লোকমান ১৭, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪০)*। বরং নিষেধ না করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ *(মায়েদাহ হা/৭৮-৭৯)*। এর পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন লোকেরা তাদের মধ্যে কোনরূপ অন্যায় হ'তে দেখে অথচ তার প্রতিরোধ করে না, আল্লাহ তার শাস্তি স্বরূপ তাদের সকলের উপর গযব পাঠিয়ে দেন *(আহমাদ, তিরমিযী হা/৪০০৫, মিশকাত হা/৫১৪২, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৭/২১৭) : জনৈক আলেম বলেন, আল্লাহ তা'আলা চারটি বস্তু নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। অন্যগুলোকে তার নির্দেশে আপনা আপনি হয়েছে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-আমীনুল হক, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা চারটি বস্তু তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, (১) আরশ (২) কলম (৩) আদম (৪) জান্নাতু 'আদন। অতঃপর যাবতীয় সৃষ্টিকে লক্ষ্য করে বলেন, হয়ে যাও, ফলে তা হয়ে গেছে। *(হাকেম হা/৩২৪৪, মুখতাছারুল 'উলূ ১/৭৫, আলবানী সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৮/২১৮) : যুলক্বারনাইন কে ছিলেন? তাঁর বিস্তারিত পরিচয় জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাসঊদুর রহমান
শাখারীপাড়া, নাটোর।

উত্তর : পবিত্র কুরআনে সূরা কাহফের ৮৩ থেকে ১০১ নং আয়াতে বর্ণিত যুলক্বারনাইন-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় হ'ল : তিনি একজন সৎ ও ন্যায়পারায়ণ বাদশাহ ছিলেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশ সমূহ জয় করেছিলেন। এসব বিজিত দেশে তিনি ন্যায়বিচার কায়েম করেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে সব ধরনের সাজ-সরঞ্জাম দান করেছিলেন। যুলক্বারনাইন পৃথিবীর তিন প্রান্ত অর্থাৎ প্রাচ্য, পাশ্চাত্য এবং উত্তরে পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে দু'পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথকে তিনি একটি সুবিশাল লৌহ প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে ইয়াজূজ ও মাজূজের লুটতরাজ থেকে সে এলাকার জনগণ নিরাপত্তা লাভ করেছিল *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/১০৩)*। তবে তিনি নবী ছিলেন না *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২১৭, ছহীহুল জামে' হা/৫৫২৪)*।

প্রশ্ন (১৯/২১৯) : মাগরিবের ছালাত না আদায় করা অবস্থায় এশার জামা'আতের সাথে মাগরিব আদায় করা যাবে কি? যদি করা যায় তবে তা কিভাবে আদায় করতে হবে?

-আব্দুল হান্নান
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : এশার জামা'আত চলা অবস্থায় উপস্থিত হলে আগে এশা পড়ে নিবে। তারপর মাগরিব আদায় করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হয়, তখন ঐ ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য কোন ছালাত নেই *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮, মির'আত হা/১০৬৫-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যদি কেউ আছর আদায় না করে মসজিদে এসে দেখে যে, মাগরিবের জামা'আত শুরু হয়েছে, তাহলে সে জামা'আতের সাথে মাগরিবের ছালাত আদায় করবে। এ ব্যাপারে সকল বিদ্বান একমত *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/১০৬)*।

প্রশ্ন (২০/২২০) : কুরআন ও হাদীছে ইহুদী-খ্রিষ্টান সহ অন্যান্য বিকৃত ধর্ম বিশেষ করে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে কি? এসব ধর্মগুলো কি আসমানী কিতাব ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে?

-এনামুল হক, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : আল্লাহ বলেন, আমরা অবশ্যই প্রত্যেক জনপদে রাসূল পাঠিয়েছি এই দাওয়াত দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগুত থেকে বিরত হও *(নাহল ৩৬)*। তিনি বলেন, অতঃপর তাদের পরবর্তী বংশধররা আসে, যারা ছালাত বিনষ্ট করে এবং প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যায়। ফলে তারা দ্রুত পথভ্রষ্ট হয় *(মারিয়াম ৪৯)*।

উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা যায় যে, যুগে যুগে আল্লাহ বিভিন্ন জনপদে নবী পাঠিয়েছেন। কিন্তু মানুষ তাঁদের অবাধ্যতা করেছে। ফলে মূল ইলাহী ধর্ম বিকৃত হয়ে মানুষের মনগড়া ধর্মই এখন অবশিষ্ট রয়েছে। যা হিন্দু-বৌদ্ধ, ইহুদী-খৃষ্টান ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছে। 'ইসলাম' আসার পরে বিগত সকল ইলাহী ধর্ম বাতিল হয়ে গেছে। 'ইসলাম'-ই এখন ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র ধর্ম *(আলে ইমরান ১৯)*। অন্যান্য ধর্মে যেসব কল্যাণময় উপদেশ পাওয়া যায়, তা বিগত ইলাহী ধর্মসমূহ থেকে গৃহীত হওয়াটা বিচিত্র নয়। কুরআনে আহলে কিতাব হিসাবে ইহুদী ও নাছারাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তারা হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী ছিলেন। তাদের নিকটে আল্লাহ্র কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীল এসেছিল। কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বিকৃত করে ফেলে *(বাক্বারাহ ৭৯, নিসা ৪৬ প্রভৃতি)*। ফলে তারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে যায় *(ফাতিহা ৭)*। উক্ত কিতাবদ্বয়ের অস্তিত্ব দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। হিন্দুদের সম্পর্কে কুরআনে কিছু বলা হয়নি। তবে তাদের ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে *(আন'আম ৭৪ প্রভৃতি)*।

প্রশ্ন (২১/২২১) : জনৈক আলেম বলেন, যে ব্যক্তি লায়লাতুল ক্বদরে রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করল, তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবে। বক্তব্যটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইসমাঈল
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (২২/২২২) : নবী-রাসূলগণের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান কে?

-লোকমান মণ্ডল
ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : সকল নবী এবং রাসূলগণ মর্যাদাবান এবং আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ বান্দা। নবী ও রাসূলগণের মধ্যে কাউকে আমরা পার্থক্য করি না *(বাক্বারাহ ২৮৫)*। তবে বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহ তাদের একে অপরের উপর মর্যাদা দান করেছেন *(বাক্বারাহ ২৫৩)*। যেমন মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সাথে সরাসরি কথা বলতেন। ঈসা (আঃ) মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন ইত্যাদি। নবীগণের মধ্যে উন্নত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। অতএব তিনিই সবচেয়ে মর্যাদাবান। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি ক্বিয়ামতের দিন সকল আদম সন্তানের সরদার হব, আমিই সর্বপ্রথম কবর থেকে উঠব। আর আমিই হব প্রথম সুফারিশকারী এবং আমারই সুফারিশ গ্রহণ করা হবে *(মুসলিম হা/২২৭৮)*। আর তাঁর অনুসারীর সংখ্যা হবে সেদিন সবচেয়ে বেশি *(মুসলিম হা/১৯৬)*। তিনিই মে'রাজের সফরে নবীগণের ইমামতি করেছিলেন *(মুসলিম হা/১৭২ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২৩/২২৩) : প্রথম তাশাহহুদে জামা'আতে শরীক হওয়ার পর ইমাম যখন ৩য় রাক'আতের জন্য উঠে দাঁড়াবেন, তখন কি ইমামের সাথে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে হবে? এরপর মাসবূক একাকী যখন স্বীয় ৩য় রাক'আত শুরু করবে তখন কি পুনরায় রাফ'উল ইয়াদায়েন করবে?

-আহমাদুল্লাহ, মাদারটেক, ঢাকা।

উত্তর : মাসবূক দুই স্থানেই রাফ'উল ইয়াদায়েন করবে। প্রথমটি হবে ইমামের অনুসরণ, আর পরেরটি তার নিজ হিসাব অনুযায়ী ৩য় রাক'আতের জন্য *(বুখারী হা/৮৬৬, মুসলিম হা/৬০২)*। মূলতঃ ছালাতের মধ্যে কয়বার রাফউল ইয়াদায়েন করতে হবে তা ধর্তব্য নয়। বরং যে যে স্থানে করার নির্দেশ রয়েছে সেখানেই রাফউল ইয়াদায়েন করতে হবে।

প্রশ্ন (২৪/২২৪) : ছালাত অবস্থায় হাঁচি দিলে কি আল-হামদুলিল্লাহ পাঠ করতে হবে? পাশের মুক্তাদী কি এর উত্তর দিতে পারবে?

-ইউসুফ, জগতপুর, কুমিল্লা।

উত্তর : হাঁচি দাতা আল-হামদুলিল্লাহ পড়বে। কিন্তু পাশের মুক্তাদী তার উত্তর দিবেনা। কেননা উত্তর প্রদানের ব্যাপারে কোন দলীল পাওয়া যায় না *(আবুদাউদ হা/৭৪৭, তিরমিযী হা/৪০৪, মিশকাত হা/ ৯৯২)*।

প্রশ্ন (২৫/২২৫) : কুরআনের উপর হাত রেখে হলফ করা শরী'আত সম্মত কি?

-সফিউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : কুরআনের উপর হাত রেখে হলফ করা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ এর দ্বারা শপথকারীর মনে আল্লাহ্র চাইতে

কিতাব বেশী গুরুত্ব পায়। তাছাড়া এ মর্মে কোন ছহীহ বা যঈফ হাদীছ পাওয়া যায় না। মুলতঃ শপথ কেবল আল্লাহ্র নামেই করতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যাক্তি শপথ করতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে' *(বুখারী হা/৩৬২৪, মুসলিম হা/১৬৪৬; মিশকাত হা/৩৪০৭)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহ্র নামে শপথ করল, সে কুফরী অথবা শিরক করল' *(তিরমিযী হা/১৫৩৫, আবুদাউদ হা/৩২৫৩)*।

প্রশ্ন (২৬/২২৬) : মুসলমান নারী-পুরষের নামের পূর্বে 'মুহাম্মাদ' ও 'মুসাম্মাৎ' লেখা হয় কেন? এটি শরী'আতসম্মত কি?

-নূরুযযামান, শঠিবাড়ী, রংপুর।

উত্তর : মুসলমান পুরুষের নামের আগে মুহাম্মাদ এবং মেয়েদের নামের আগে মুসাম্মাৎ লেখা বা বলার নিয়ম নবী করীম (ছাঃ), ছাহাবা ও তাবেঈনের যুগে ছিল না। এমনকি আরব দেশগুলোতে এখনও নেই। এই নিয়মটি ভারত উপমহাদেশেই বেশী প্রচলিত। তবে এরূপ করাতে কোন আপত্তি নেই। কেননা যতদূর জানা যায়, বৃটিশ ভারতে হিন্দুরা যখন ঢালাওভাবে হিন্দু-মুসলমান সবার নামের আগে শ্রী, শ্রীযুক্ত (যা তাদের নিকট সম্মান সূচক শব্দ) ইত্যাদি ব্যবহার করতে শুরু করে এবং রাষ্ট্রীয় নথিপত্রে ঐ শব্দগুলি যখন হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানদের নামের শুরুতে বসানো ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে, তখন মুসলামানগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার নিমিত্তে তাদের নামের শুরুতে পুরুষদের নামের আগে শ্রী প্রভৃতির পরিবর্তে 'মুহাম্মাদ' ও মহিলাদের নামের আগে শ্রীমতী-এর পরিবর্তে 'মুসাম্মাৎ' চালু করেন।

'মুহাম্মাদ' বসিয়ে নিজেকে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসারী মুসলিম পরিচয় দেওয়া হয়। আর মুসাম্মাৎ-এর অর্থ হ'ল 'নাম রাখা হয়েছে'। এই আরবী শব্দটিও মহিলার মুসলিম হওয়ার সংকেত বহন করে।

অতএব আহমাদ ও আবুদাউদ বর্ণিত হাদীছ 'যে ব্যক্তি যে কওমের সদৃশ হবে, সে ব্যক্তি সেই কওমের অন্তর্ভুক্ত গন্য হবে' *(মিশকাত, 'পোষাক' অধ্যায়, হা/৪৩৪৭, সনদ হাসান)* এবং বুখারী ও অন্যান্য বর্ণিত হাদীছ 'মুশরিকদরে বিপরীত কর' অন্য বর্ণনায় 'আহলে কিতাব ইহুদী-নাছারাদের বিপরীত কর' *(বুখারী 'পোষাক' ও 'আম্বিয়া' অধ্যায়; মুসলিম, 'পবিত্রতা' ও 'পোষাক' অধ্যায়; নাসাঈ 'সৌন্দর্য' অধ্যায় প্রভৃতি)* এর আলোকে হিন্দুদের শ্রী-এর বিপরীতে মুসলামানদের 'জনাব' এবং শ্রীযুক্ত ও শ্রীমান-এর বদলে মুসলমানদের 'মুহাম্মাদ' এবং শ্রীমতী-র বদলে 'মুসাম্মাৎ' ইসলামী স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় হিসাবে বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন (২৭/২২৭) : আমাদের এলাকায় লোকজন প্রতি শুক্রবারে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পূরণের জন্য মসজিদে জিলাপী, মিষ্টি, বিরিয়ানী ইত্যাদি বিতরণ করে থাকে। এটা কি শরী'আতসম্মত?

-অন্তর আহমাদ
চারপাকের দই, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তর : এগুলি শরী'আত পরিপন্থী কাজ এবং বিদ'আতপন্থীদের আবিস্কৃত রসম-রেওয়াজ মাত্র, যা অবশ্যই বর্জনীয়। কোন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য একমাত্র আল্লাহ্র নিকটেই চাইতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কিছু চাইলে স্রেফ আল্লাহ্র নিকটেই চাও *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৩০২)*। আর ভাল উদ্দেশ্য পূরণ হ'লে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতে হবে *(মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭)*।

[আপনার নাম 'অন্তর' বাদ দিয়ে স্রেফ 'আহমাদ' রাখুন (স.স.)]।

প্রশ্ন (২৮/২২৮) : 'আশেকে রাসূল' বলতে কি বুঝায়? বর্তমান প্রচলিত 'আশেকে রাসূল' সম্পর্কে জানতে চাই।

-মুস্তাফীযুর রহমান
কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : 'আশেকে রাসূল' 'ঢাকা'র পথভ্রষ্ট দেওয়ানবাগী ছূফীদের আবিস্কৃত একটি বিদ'আতী পরিভাষা। যা দ্বারা তারা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি তাদের অধিক ভালবাসা যাহির করে থাকে। 'ইশক্ব' আরবী শব্দ। এর দ্বারা নারী ও পুরুষের মধ্যকার অবৈধ প্রেম বুঝানো হয়। বস্তুতঃ প্রকৃত রাসূলপ্রেমিক তিনিই, যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেন *(আলে ইমরান ৩১)* এবং সকল প্রকার শিরক ও বিদ'আত হ'তে বিরত থাকেন।

প্রশ্ন (২৯/২২৯) : দেশে প্রচলিত ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও বীমা কোম্পানীগুলি কি সূদমুক্ত?

-আব্দুর রহমান, রাজপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : বীমার ধারণাটাই ইসলামী অর্থনীতির বিরোধী এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনুসঙ্গ। তাছাড়া কোন বীমা কোম্পানীই সূদমুক্ত নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩০/২৩০) : চেয়ারে বসে ছালাত আদায়ের ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশনা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রশীদ
বাগডাঙ্গা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম, কিন্তু রুকূ-সিজদায় অক্ষম, সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছালাত শুরু করবে এবং ইশারায় রুকূ করবে। অতঃপর বসে সিজদা করবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা আল্লাহ্র জন্য বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর *(বাক্বারাহ ২৩৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ছালাত দাঁড়িয়ে আদায় কর, না পারলে বসে, না পারলে পার্শ্বদেশের উপর ভর দিয়ে আদায় কর *(বুখারী হা/১১১৭, মিশকাত হা/১২৪৮)*। তিনি বলেন, দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা উত্তম। যে ব্যক্তি বসে ছালাত আদায় করে, সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়কারীর অর্ধেক নেকী পাবে। আর যে ব্যক্তি শুয়ে ছালাত আদায় করে, সে বসা ব্যক্তির অর্ধেক নেকী পাবে *(বুখারী ১১১৫-১৬, মিশকাত হা/১২৪৯)*। এখানে বসার কথা এসেছে, যার অর্থ যেভাবে বসলে মুছল্লী স্বস্তি পাবে। সেটা চেয়ারেও হ'তে পারে, খাটেও হ'তে পারে। মাটিতেও হ'তে পারে। ক্বিয়াম হ'ল ছালাতের অন্যতম প্রধান রুকন। অতএব সক্ষম থাকলে দাঁড়িয়ে ছালাত

আদায় করবে ও বাকীগুলি ইশারায় আদায় করবে। রুকূ-সিজদায় অক্ষম হওয়ার কারণে ক্বিয়াম পরিত্যাগ করা যাবে না। যেমন সক্ষম থাকলে ক্বিরাআত পরিত্যাগ করা যাবে না *(মুগনী ১/৭৭৮)*।

প্রশ্ন (৩১/২৩১) : গর্ভবতী নারী হাঁসের গোশত খেলে সন্তানের কণ্ঠ হাঁসের কণ্ঠের মত হবে। ছাগলের গোশত খেলে ছাগলের মত হবে। উক্ত ধারণা কি সঠিক?

-মীযান, সৌদী আরব।

উত্তর : এগুলো ভিত্তিহীন কথা। আল্লাহ বলেন, তিনি স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী মায়ের গর্ভে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন *(আলে ইমরান ৬)*।

প্রশ্ন (৩২/২৩২) : দৃষ্টির হেফাযত করা এক হাযার নফল ছালাতের চেয়ে উত্তম। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-দীদার বখশ
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। আল্লাহ তা'আলা সকল মুমিন পুরুষ ও নারীকে স্ব স্ব দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন *(নূর ৩০-৩১)*।

প্রশ্ন (৩৩/২৩৩) : মসজিদে বারান্দায় আকীকার পশু যবেহ করা যাবে কি?

-আব্দুছ ছামাদ, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : বরকতের আশায় করলে এটা বিদ'আত হবে। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (৩৪/২৩৪) : আলু, মরিচ, শাক-সবজি প্রভৃতির যাকাত দিতে হবে কি?

-আব্দুল লতীফ, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'শাক-সবজিতে কোন যাকাত (ওশর) নেই' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ছহীহুল জামে' হা/৫৪১১; মিশকাত হা/১৮১৩)*। তবে এসবের ব্যবসার অর্থ যদি নিছাব পরিমাণ হয়, তবে উক্ত অর্থের যাকাত দিবে।

প্রশ্ন (৩৫/২৩৫) : জিনের আছরগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য শরী'আত সম্মত চিকিৎসা কী?

-মুহিব্বুল্লাহ, হাটহাযারী, চট্টগ্রাম।

উত্তর : জিনের আছর থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন (১) আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম' পাঠ করা *(আ'রাফ ৭/২০০, বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৪১৮)*। (২) নাস ও ফালাক সুরাদ্বয় পাঠ করা *(তিরমিযী হা/২০৫৮)*। (৩) আয়াতুল কুরসী পাঠ করা *(বুখারী হা/২৩১১)*। (৪) সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত করা *(মুসলিম হা/৭৮০, মিশকাত হা/২১১৯)* অথবা সূরা বাক্বারাহর শেষের দুইটি আয়াত বেশী বেশী পাঠ করা *(তিরমিযী হা/২৮৮২, মিশকাত হা/২১৪৫)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৩৬) : রাস্তায় পড়ে পাওয়া টাকার মালিক পাওয়া না গেলে করণীয় কি? জনৈক আলেম বলেছেন, তার দ্বিগুণ দান করতে হবে।

-মিলন, বকচরা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উক্ত আলেমের বক্তব্য সঠিক নয়। একবছর যাবৎ খোঁজ করতে হবে। মালিক না পাওয়া গেলে হিসাব রেখে ভোগ করা যাবে। অতঃপর কখনো মালিক পাওয়া গেলে সেটি বা সমমূল্যের বস্তু তাকে ফেরত দিবে *(বুখারী হা/৯১, মুসলিম হা/১৭২২, মিশকাত হা/৩০৩৩)*।

[আপনার নাম পরিবর্তন করে আরবীতে সুন্দর নাম রাখুন (স.স)]।

প্রশ্ন (৩৭/২৩৭) : আমাদের মসজিদের মুতাওয়াল্লী ছাহেব নিজেকে 'আমেলীন দাবী করে যাকাতের ৮ ভাগের ১ ভাগ গ্রহণ করেন। অথচ তাকে কেউ নিয়োগ দেয়নি। এক্ষণে আমেলীন কাকে বলে, তাকে নিয়োগ দিবে কে এবং তার কাজ কি?

-ক্বাযী আসাদুযযামান
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর : 'আমেলীন'-এর পারিভাষিক অর্থ ইসলামী সরকার কর্তৃক যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ। যারা যাকাত আদায়, বণ্টন ইত্যাদি বিষয় তদারকি করেন। গ্রামের মসজিদের মুতাওয়াল্লী উক্ত স্তরের ব্যক্তি নন। তিনি গ্রামের মুসলমানদের ও যাকাতদাতাদের প্রতিনিধি। তিনি তাঁর কমিটির পরামর্শমতে গ্রামের যাকাতসমূহ আদায় ও বণ্টন ব্যবস্থা তদারকী করেন। তিনি কারো কর্মচারী বা কর্মকর্তা নন। এমতাবস্থায় তিনি কুরআনে বর্ণিত 'আমেলীন' শ্রেণীভুক্ত নন। সূরা তাওবার ৬০ আয়াতে যাকাত বণ্টনের ৮ টি খাত বর্ণিত হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, যাকাতকে আট ভাগেই ভাগ করতে হবে। বরং এর অর্থ হ'ল, বর্ণিত আটটি খাতের বাইরে যাকাত বণ্টন করা যাবে না। এর মধ্যে যে কয়টি খাত পাওয়া যাবে সেই কয়টি খাতে যাকাত বণ্টন করতে হবে *(নববী, শারহুল মুহাযযাব ৬/১৮৫, ফাতাওয়া উছায়মীন ১৮/৩৬৯)*। উল্লেখ্য যে, ওশর ও যাকাতের মাল ওযন ও পরিমাপের জন্য মজুরী যাকাতদাতা বহন করবে *(মুগনী ২/৪৮৮ মাসআলা নং ১৭৭৫; ফাতাওয়া বিন বায ১৪/২৫৮)*।

প্রশ্ন (৩৮/২৩৮) : নিকটাত্মীয়দের মধ্যে কাদেরকে যাকাত-ফিতরার অর্থ প্রদান করা যায় এবং কাদেরকে যায় না?

-মুহসিন কামাল
পূর্ব রাজারবাগ, ঢাকা।

উত্তর : নিকটাত্মীয় বলতে নিজের স্বামীও যদি অভাবী হন, তবে তাকে আগে দিতে হবে। তারপর তার ভাই-বোন, মামু-চাচা প্রমুখ। নিকটাত্মীয়কে প্রদানের মাধ্যমে দ্বিগুণ নেকী হয়। ছাদাক্বার নেকী ও আত্মীয়তাসম্পর্ক বজায় রাখার নেকী' *(বুখারী হা/১৪৬৬, মুসলিম হা/১০০০; মিশকাত হা/১৯৩৪-৩৫)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৩৯) : আমার সন্তান ৪২ দিনের মাথায় ইন্তেকাল করেছে। এক্ষণে সে কি জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্ত থাকবে এবং হাদীছ অনুযায়ী পরকালে তার কারণে আল্লাহ তা'আলা তার পিতা-মাতাকে জান্নাতে দিতে বাধ্য থাকবেন?

-তানভীর হাসান
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর : মুসলিম পিতার মৃত শিশুসন্তান জান্নাতী হবে ইনশাআল্লাহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক মানব সন্তান ফিৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯০; রূম ৩০)*। এছাড়া বালেগ হওয়ার পূর্বে শরী'আতের কোন বিধান তার উপর প্রযোজ্য হয় না *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩২৮৭)*। ছহীহ হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী উক্ত সন্তান তার পিতা-মাতার জামা ধরে টানতে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তার পিতা-মাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন *(মুসলিম হা/২৬৩৫)*। তবে সেজন্য পিতা-মাতাকেও ফিৎরাত তথা ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করতে হবে। কেননা জান্নাতে প্রবেশের প্রথম শর্তই হ'ল ঈমান *(মুসলিম হা/২৬, মিশকাত হা/৩৭)*। মূলতঃ আল্লাহ্র রহমতেই পিতা-মাতা জান্নাতে যাবে। সন্তানের জামা ধরে টানাটাও আল্লাহ্র নির্দেশমতে হবে। কারণ আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই।

প্রশ্ন (৪০/২৪০) : ছহীহ বুখারীতে কি কোন যঈফ হাদীছ রয়েছে? শায়খ আলবানী (রহঃ) ছহীহ বুখারীর ১৫টি হাদীছকে ত্রুটিযুক্ত বা দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হুমায়ূন, বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : কেবল শায়খ আলবানী নন প্রথম যুগের বেশ কিছু মুহাদ্দিছ এ বিষয়ে ছহীহ বুখারীর কতিপয় হাদীছ সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক ইমাম দারাকুৎনী (৩০৬-৩৮৫ হিঃ) ছহীহ বুখারীর ৭৮টি এবং বুখারী ও মুসলিমের মিলিতভাবে ৩২টি হাদীছের উপর সমালোচনা করেছেন। এসব সমালোচনার উত্তরে বিভিন্ন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে। ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকারগণের প্রত্যেকেই সংক্ষেপে বা বিস্তারিতভাবে এসব সমালোচনার জবাব দিয়েছেন। তবে সর্বশেষ ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২হিঃ) ফাৎহুল বারীর ভূমিকা 'হাদীয়ুস সারী'তে এইসব সমালোচনার একটি একটি করে বিস্তারিতভাবে জবাব দিয়েছেন *(হাদীয়ুস সারী মুক্বাদ্দামা ফাৎহুল বারী ৮ম অনুচ্ছেদ ৩৬৪-৪০২)*।

আলোচনার শেষে উপসংহারে তিনি বলেন, সমালোচিত প্রত্যেকটি হাদীছই দোষযুক্ত নয়। বরং অধিকাংশের জওয়াব পরিষ্কার ও দোষমুক্ত। কোন কোনটির জওয়াব গ্রহণযোগ্য এবং খুবই সামান্য কিছু রয়েছে যা না বুঝে তাঁর উপর চাপানো হয়েছে। আমি প্রত্যেকটি হাদীছের শেষে এগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেছি' *(মুক্বাদ্দামা ৪০২ পৃঃ)*।

তিরমিযীর ভাষ্যকার শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের বলেন, 'ছহীহ বুখারীর যে সব হাদীছ সমালোচিত হয়েছে তার অর্থ হ'ল সেগুলো ইমাম বুখারীর শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেনি। তবে হাদীছটি স্বীয় অবস্থানে ছহীহ। তিনি বলেন, মুহাক্কিক ওলামায়ে হাদীছ-এর নিকটে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের প্রতিটি হাদীছই ছহীহ। এ দু'টি গ্রন্থের কোন একটি হাদীছ দুর্বলতা বা ত্রুটিযুক্ত নয়। ইমাম দারাকুৎনীসহ মুহাদ্দিছগণের কেউ কেউ যে সমালোচনা করেছেন তার অর্থ হ'ল তাঁদের নিকট সমালোচিত হাদীছসমূহ ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারেনি। তবে সাধারণভাবে হাদীছগুলির বিশুদ্ধতা নিয়ে কেউই মতভেদ করেননি *(আল বা'এছুল হাছীছ, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের, পৃঃ ৩৩-৩৪)*।

শায়খ আলবানীও উছূলে হাদীছের আলোকে ছহীহ বুখারীর ১৫টি হাদীছের সমালোচনা করেছেন তাঁর 'সিলসিলা যঈফাহ' গ্রন্থে। উক্ত সমালোচনা হাদীছবিরোধী বা হাদীছে সন্দেহবাদীদের মত নয়। বরং একজন সূক্ষ্মদর্শী মুহাদ্দিছ বিদ্বান হিসাবে। যেমন ইতিপূর্বে অনেক মুহাদ্দিছ করেছেন। যদি এতে তিনি ভুল করে থাকেন তাহ'লেও নেকী পাবেন। আর ঠিক করে থাকলে দ্বিগুণ নেকী পাবেন। তবে তিনি যেসব হাদীছকে যঈফ বলেছেন, সেব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কেননা দুর্বল রাবীদের বর্ণনা গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁর কতগুলি স্পষ্ট নীতি ছিল। যেমন : (১) দুর্বল রাবীদের সকল বর্ণনাই দুর্বল নয়। (২) উক্ত বিষয়ে অন্য কোন হাদীছ না পাওয়া এবং হাদীছটি বিধানগত ও আক্বীদা বিষয়ক না হওয়া। বরং হৃদয় গলানো ও ফযীলত বিষয়ে হওয়া। (৩) সনদে বা মতনের কোন ত্রুটি দূর করার জন্য বা কোন বক্তব্যের অধিক ব্যাখ্যা দানের জন্য কিংবা শ্রুত বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য সহযোগী হিসাবে (من المتابعـــات) কোন হাদীছ আনা' *(ড. মুহাম্মাদ হামদী আবু আবদাহ, জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়ে শরী'আ অনুষদ কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনে পেশকৃত গবেষণাপত্র, ৩৪ পৃঃ)*।

রহিমা ওরো-ডেন্টাল কেয়ার

ডাঃ মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম
বিডিএস (ঢাকা ডেন্টাল কলেজ)
বিসিএস (স্বাস্থ্য), এমএস (শেষ পর্ব)
প্রভাষক, ডেন্টাল ইউনিট
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী।

তাবলীগী ইজতেমা'১৩ সফল হোক

চেম্বার :
রহিমা ওরো-ডেন্টাল কেয়ার
৭৪, কাঁঠাল বাগিচা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
(সোনালী ব্যাংক প্রধান শাখার নিকটে) ০১৭১১-৩০২৯১৪
সময় : বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টা-রাত ৮টা, শুক্রবার সকাল ৮টা-রাত ৮টা

চেম্বার :
বন্ধু ওরো-ডেন্টাল কেয়ার
সি এন্ড বি মোড় (দশ তলার বিপরীতে)
সময় : আলোচনা সাপেক্ষে ০১৭১১-৪৩৬৬৮৬

পদ্মা অফসেট প্রিন্টার্স

আধুনিক ছাপাখানা

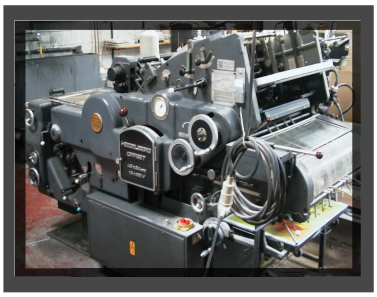

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৩ সফল হোক!

মালোপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৫৩৫৬
মোবাইল : ০১৫৫৮-৩২৩৭৩৩, ০১৭৪০-৯৪৬৮৪০

উদয়ন অফসেট প্রেস

আধুনিক ছাপাখানা

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৩ সফল হোক!

গণকপাড়া, রাজশাহী-৬১০০।
ফোন : ৭৭২০৬৮, ০১৭১৫-৬০১১৬৬

উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস

ছাপার জগতে ২০ বছর

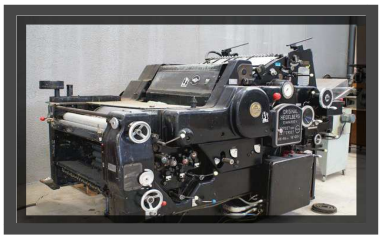

আত-তাহরীকের অগ্রগতি কামনা করছি।

গ্রেটার রোড (নগর ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে), কদমতলা, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭, মোবাইল : ০১৭১৮-৮৩৯৬৭৮

গবেষণা আয়ুর্বেদিক ঔষধালয়

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

কবিরাজ আলহাজ্জ আব্দুস সাত্তার মণ্ডল

ডি.এ.এম.এস, গভঃ বৃত্তিপ্রাপ্ত (রেজিঃ নং ১৩২-এ) এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ডবল ট্রেনিংপ্রাপ্ত। বাংলাদেশ জাতীয় ব্যক্তিত্ব গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত চিকিৎসা ও সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য প্রদত্ত পদক সহ বহু সম্মাননা ও স্বর্ণ-রৌপ্য পদকপ্রাপ্ত।

হাঁপানী, বাত, গ্যাসট্রিক, আমাশয়, মেহ, বহুমূত্র ও স্ত্রী-পুরুষের বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা করা হয়।

যোগাযোগ

গবেষণা আয়ুর্বেদিক ঔষধালয়
মোকাম ও ডাকঘর : তাহেরপুর-৬২৫১, রাজশাহী।
টেলিফোন : ০৭২৩-৬৫৩২৪২
কবিরাজ : ০১৭১১-৯৬৮৭৯১
ম্যানেজার : ০১৭২২-০৪৩৯২৮

ভিপি যোগে ঔষধ পাঠানো হয়।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

(বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ঘন্ট অনুসারে)

হিজরী ১৪৩৪ ॥ খৃষ্টাব্দ ২০১৩ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪১৯

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ মার্চ	১৮ রবীঃ আখের	১৭ ফাল্গুন	৪ঃ৫৮	৬ঃ২১	১২ঃ১৩	৩ঃ১৭	৬ঃ০১	৭ঃ২৪
০৫ ,,	২২ ,,	২১ ,,	৪ঃ৫৪	৬ঃ১৬	১২ঃ১২	৩ঃ১৮	৬ঃ০৩	৭ঃ২৬
১০ ,,	২৭ ,,	২৬ ,,	৪ঃ৪৯	৬ঃ১২	১২ঃ১১	৩ঃ১৯	৬ঃ০৬	৭ঃ২৮
১৫ ,,	০২ জুমাঃ উলা	০১ চৈত্র	৪ঃ৪৫	৬ঃ০৭	১২ঃ১০	৩ঃ১৯	৬ঃ০৭	৭ঃ৩০
২০ ,,	০৭ ,,	০৬ ,,	৪ঃ৪০	৬ঃ০৩	১২ঃ০৯	৩ঃ১৯	৬ঃ১০	৭ঃ৩২
২৫ ,,	১২ ,,	১১ ,,	৪ঃ৩৫	৫ঃ৫৮	১২ঃ০৭	৩ঃ১৯	৬ঃ১১	৭ঃ৩৪